পাণ্ডব পতাকা

পৌরাণিক নাটক

শ্রীরাম রমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত

৮নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা
"সত্যপ্রিয় সম্মিলন" হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণাব্দ :—
পৌষ, ১৩৩৯।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরিচয়

বৈচিত্র্য যাহা হইবার নয়, তাহার সহস্র উপাদান থাকিলেই বা কি? একই ঘটনা (মুক্তিপথে ও পাণ্ডব পতাকা) রকমারি ভাবে সাজাতে গিয়ে না চলিয়ে বসে থাকি, কিম্বা চিত্তভুষ্টি সাধ্‌তে গিয়ে না শান্তি হানি ঘটিয়ে থাকি। নূতনত্ব নাই, পৃথকত্ব নাই, চমৎকারিত্ব নাই, সূক্ষ্মত্ব নাই; তথাপি প্রয়োজনীয়তা বোধ হইলে, অভিনেতার সাভিনিবেশ দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রয়োগ-কুশলতা আকর্ষণ করিলে বুঝ্‌বো—সে তাঁর অনুসন্ধিৎসারই ফল, রসস্রষ্টৃত্বেরই পরিচয়। এও এক দুঃসাহসিক।

সিধে পথে চল্‌বে না যে
বাঁকাই তাহার গতি,
এযে সত্য অতি;
তবে প্রস্তরেও শিল্পী মূর্ত্তি অঙ্কিত করে, এই যা। অলমিতি

বড়দিন, ১৩৩৯,
কলিকাতা।

গ্রন্থকারস্য

ডালি

নাট্যামোদীকেই—

বড়দিন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

নায়ক—নায়িকা।

পুরুষ ঃ—

মহাদেব, কৃষ্ণ, ধর্ম্ম (সূর্য্য ও যক্ষ), যুধিষ্ঠির, ভীম (বল্লভ), অর্জ্জুন (বৃহন্নলা ও নারায়ন), নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, বিদুর, শ্রীদাম, শিখণ্ডী, বিরজাপুত্র, জয়দ্রথ, উত্তর, সৈন্ধব, বভ্রুবাহন, ব্রাহ্মণ, প্রহরীদ্বয় ও দস্যু।

—×*×—

স্ত্রী ঃ—

পার্ব্বতী (সতী), রাধা, তৎসখীগণ, বিরজা, দ্রৌপদী (সৈরিন্ধ্রী), সুদেষ্ণা, অম্বা, বনাধিষ্ঠাত্রী, দুঃশলা ও উলুপী।

—×*×—

পাণ্ডব পতাকা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। **বনভূমি।**

যুধিষ্ঠির ও সূর্য্য।

যুধিষ্ঠির। সর্ব্বস্বান্ত আমি দিবাকর !
আমি জ্যেষ্ঠ, সংসারের
যাবতীয় ভার আমারই উপর ;
আমারই যে দোষে
সাধের খাণ্ডবপ্রস্থ দিয়া বিসর্জ্জন
চারি ভ্রাতা—সহ দ্রৌপদী মহিষী
আসিয়াছি রিক্তহস্তে গভীর অরণ্যে।
কুক্ষণে ধরিয়াছিনু করে অক্ষত্রয়—
যে করেতে ছিল রাজ্যভার।

সূর্য্য। কি করিবে, লয়েছ যখন—স্বেচ্ছাবশে
করিয়া বরণ, ত্রয়োদশ বর্ষ বাস
ত্যজি রাজধানী ? প্রীত হ'য়ে আমি
দিতে পারি স্থালী এক,
পূর্ণ যাহা অপূর্ব্ব ভোজ্যেতে র'বে
সতী নারী দ্রৌপদীর ভোজন অবধি।

যুধিষ্ঠির। এর চেয়ে কি সৌভাগ্য আর
প্রার্থনা করিব দেব ! চরণে তোমার ?
ভ্রাতাগণ দীননেত্রে দাঁড়াবে যখন,
তখন যে ক্ষুধার্ত্ত জনেরে

ছুটী অন্ন দিয়া প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিব
এই মোর আশাতীত ফল। আমি জানি—
জগতের একচক্ষু তুমি নারায়ন,
তোমা হ'তে জগত সৃজন, তুমি সাক্ষী,
পরাৎপর, বিশ্বসৃক্, স্বভাবসারথি।

(সূর্য্যের প্রস্থান ও পুনরাগমন)

সূর্য্য। এই লও সেই স্থালী,
পূর্ণ র'বে ভোজ্যেতে সকলি।
(স্বগতঃ) এই ভ্রাতৃপ্রীতি,
অন্তিমে অনন্ত স্বর্গ করিবে প্রদান। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত এখন ;
কিন্তু অত্যধিক এই বিড়ম্বনা,
বৈমাত্রের ভ্রাতৃদ্বয়ও আমারি কারণ
নির্ব্বাসিত সাথে সাথে মোর। মাদ্রী! মাদ্রী!
স্বর্গীয়া জননী! সহমরণ সময়ে
জ্যেষ্ঠা করে দিয়ে গেলে পুত্রদ্বয় তার,
আমি তার যোগ্য মর্য্যাদা রেখেছি!
দ্রৌপদী! দ্রৌপদী! রাজকন্যা ছিলে,
পাও নাই কভু অযতন, যোগ্য বধূ
হ'য়েছিলে পাণ্ডব গৃহেতে। [প্রস্থান]

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জ্যেষ্ঠ পূজ্য, দেবতা সদৃশ,
কিছু নাই অপ্রতুল তাঁহার প্রসাদে ;
এ হেন সময়ে—বক ও হিড়িম্ব সখা
কির্ম্মীর রাক্ষস,—হিংসাবশে আক্রমিতে
এসেছিল অবসর বুঝে, উপযুক্ত
পুরষ্কার—লভিল সে প্রাণ বিসর্জ্জন।

উপদ্রব বিহীন এ বন, আসিয়াছি
দ্রৌপদী কারণ—পরিমলবাহী পদ্ম
আহরণে।　রাজভোগে কাটায়েছে দিন,
সুখক্রোড়ে সারাটী জীবন,
এখন যত্তপি তায় হয় ব্যতিক্রম
অক্ষমতা আমাদেরই করিবে ঘোষণা।

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। মধ্যম অগ্রজ!
এইমাত্র পরম্পরা করিনু শ্রবণ,
মৈত্রেয় নামেতে মুনি দিল অভিশাপ
আপনার হাতে হবে দুর্য্যোধন বধ
উরুভঙ্গে—ত্রয়োদশ বর্ষ অবসানে।

ভীম। ভাই! আদরের কনিষ্ঠ আমার!
আহ্লাদেতে দাও পরিচয়
আশায় বাঁধিয়া বাঁধ, কবে হবে—
সে যে সেই দূর ভবিষ্যৎ।

নকুল। আরও এক কথা, তৃতীয় পাণ্ডব
পশুপতি সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁরি বরে
স্বর্গলোকে—অলৌকিক শক্তি আহরণে
গেছেন ফিরিব বলি—অচির মুহূর্ত্তে।

ভীম। জানি সে কিরাতবেশী মহেশ্বর সনে
অপর্য্যাপ্ত করেছিল রণ, প্রসন্ন সে
ভগবান্—ভাগ্যবান্ করিল মোদের
পরাজয় স্বীয় শিরে করিয়া বহন।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। এসেছেন স্বর্গ হতে মহর্ষি লোমশ
সংবাদ লইয়া তাঁর, গন্ধর্ব্ব সকাশে
তিনি—লভেছেন সর্ব্ববিত্তাপারদর্শী যশঃ।

ভীম। তোমরাও কি কম কৃতী? পরিণতি
বয়ঃক্রমে—দেখাবেও স্ব স্ব কর্ম্ম
বিশ্ববিস্ময়ক।

সহদেব। মূলে তার পূজ্য আশীর্ব্বাদ।

ভীম। বালক—অমৃতভাষী! আশীর্ব্বাদ করি—
কর যশস্বীর সৌভাগ্য অর্জ্জন,
রবি শশী সাক্ষ্য দেয় যাহে চিরন্তন।
দেখেছ তো জ্যেষ্ঠের কি জনপদ প্রীতি,
আসিবার কালে—চক্ষুর্দ্বয় করিয়া বন্ধন,
ত্যজি লোকালয়—অপ্রশস্ত পথে, পাছে
দেখে তাঁকে—অমঙ্গল হয় রাষ্ট্র মাঝে।
ভাগ্যবান্ অনুজ তোমরা,
অনুদিন অনুস্মৃতি কর্ত্তব্য মানিও।

নকুল। আসি কৃষ্ণ দ্রুপদ সহিত,
বলিয়া গেলেন রাজ্যলাভ হবে পুনঃ।

ভীম। এমন যে সুকুমার অঙ্গের মাধুর্য্য
কঠোরতা নিষ্পেষণে করিতেছি ম্লান,
এমন যে সুমধুর সুমহান্ ভাব
পবিত্রতা মাখানো নির্ম্মল—

সহদেব। বিলম্ব হইলে জ্যেষ্ঠ হবেন কাতর,
আসুন সত্বর,—নিরন্তর গহন এ বন। [সকলের প্রস্থান]

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। এসেছি এ পথে, ল'য়ে যাই কিছু কুশ,
জলভূমি অতিক্রমি আনিতে হইবে;
মন্থদণ্ড রাখি কোথা? বৃক্ষেতে বাঁধিয়া?
তাই রাখি; বহুদিন এসেছে পাণ্ডব,
উপদ্রববিহীন অরণ্য, ক্ষতিই বা কি?
(উত্তরীয় সহ মন্থনদণ্ড বৃক্ষস্কন্ধে সংরক্ষণ,
বস্ত্রপ্রান্ত ঈষদ্ উত্তোলনে কুশার্থ গমন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।　　　　হস্তিনা।

দুর্য্যোধন ও দুর্ব্বাসা।

দুর্য্যোধন। সন্তুষ্ট করিতে পারি—কি এমন
দুর্য্যোধন—করিয়াছে শক্তি উপার্জ্জন ?

দুর্ব্বাসা। সন্তুষ্ট পরম, বিধিমত চর্ব্ব্য, চোষ্য,
লেহ্য, পেয়ে—রসনাও বিশ্রান্ত, নিদ্রিত।

দুর্য্যোধন। এমন ?

দুর্ব্বাসা। রাজগৃহ, স্বীয় হাতে রাজা—করিতেছে
অতিথি সৎকার ; বিচিত্র কি বেশী আর ?
প্রার্থনীয় যদি কিছু থাকে, কহ
অসংযমে— দুর্ব্বাসা তা' পূরণে প্রস্তুত।

দুর্য্যোধন। এত যদি অনুগ্রহ অনুগত প্রতি—

দুর্ব্বাসা। কেন যে তোমারে বলে দুর্ব্বিনীত লোক,

দুর্য্যোধন। নহে লোক, পাণ্ডব কারণ তার।
(স্বগতঃ) শুনিয়াছি এই ঋষি কোপন স্বভাব,
পাইলামও অধিকার অভীষ্ট মাগিতে।
(প্রকাশ্যে) ঋষিবর ! অনুগ্রহ এত যদি—যতনীতি
সহস্র সংখ্যক শিষ্যে পরিবৃত হ'য়ে
পাণ্ডব সকাশে হোন্ অতিথি বারেক,
আছে সেথা সূর্য্যদত্ত অপরূপ স্থালী
অফুরন্ত মহৈশ্বর্য্য—যথেচ্ছ সাধিকা।
(স্বগতঃ) অন্নে যদি দিতে পারি হানা,
কে পায় আমারে, পাইয়াছি এইবার
উপযুক্ত মহৌষধি—কাল উপযোগী।

দুর্ব্বাসা। রাজ আজ্ঞা পাল্য সবাকার
অবিচারে কর্ত্তব্য সাধনে।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। বিপরীত ফল ফলে,
যদি থাকে নীচ উদ্দেশ্য অন্তরে।

দুর্ব্বাসা। আমি আসি।

ভীষ্ম। দাঁড়াও মহর্ষি!—ক্রুদ্ধ অবতার।
রাজ্য রক্ষা তরে যদি হয় রাজ্য নাশ ?
আশীর্ব্বাদ করে যদি ধ্বংস অভিনয়,
কে হইবে দায়ী তায় ?

দুর্ব্বাসা। প্রযোজ্য ও প্রযোজক বুঝিবে সে কথা,
মন্ত্রী গেলে পদাতিকও শাসে রাজ্য ভার।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। ঘোড়ার কিস্তি, দাবা গেল।

দুর্ব্বাসা। হাত দাও কিরূপে ঘোড়ায়,
পড়িছে গজের কিস্তি, সরাসর।

বিদুর। নৌকা দিয়ে হোক্ গতি রোধ।

ভীষ্ম। তা হয় না বিদুর!
ওটা যে ব'ড়ের মুখ, সঙ্গে সঙ্গে কিস্তি।

বিদুর। তবে কি এ বাজীমাৎ ?

ভীষ্ম। হবেও বা।

বিদুর। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!

(দুর্য্যোধনের মাথায় হাত দিয়া উপবেশন ও দুর্ব্বাসার প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। (ভীষ্মপদে করস্পৃষ্টে) পিতামহ! পিতামহ!

ভীষ্ম। আরও কু-অভিপ্রায় রয়েছে অন্তরে
প্রচ্ছন্ন অনল থাকে ভস্মাবৃত যথা ;
ঘোষযাত্রা ছলে—চাহ তুমি ঐশ্বর্য্য দেখাতে

সাথে ল'য়ে কুরুলক্ষ্মী কুলবালাগণে।
শোন দুর্য্যোধন! রঘুপতি নারায়ন
সেও পারে নাই সীতারে রক্ষিতে,
গৃহত্যাগ—গণ্ডীত্যাগ এই কলঙ্কময়।
নিবারিলে তুমি তাহা
শুনিবে না বেশ জানি, তথাপি—

বিদুর। তথাপি রয়েছি শীর্ষে—

ভীষ্ম। না—না বিদুর,
একথা বলিতে আমি সাহস করি না;
তথাপি—
কথঞ্চিৎ আশ্বাস রয়েছে,
যুধিষ্ঠির আদি সেথা বিদ্যমান।
(ভীষ্মের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)

বিদুর। কুরুদেব!

ভীষ্ম। কারে তুমি বলিছ এ কথা;
আমি দাস, রাজ্যের বাহক; যতক্ষণ
এ হস্তিনা—কোনরূপে ত্যজিতে পারি না।
তুমিও তো পারিলে না রহিতে বিদুর!
ত্যজি দূরে, বহি শিরে ঘোর অপমান।

বিদুর। দাসী পুত্রে অপমান কিবা?

ভীষ্ম। বিদুর! বিদুর! এখনো জীবিত আমি,
রক্তমাংসে গঠিত জীবন; দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন!

বিদুর। দুঃখ এই, রাষ্ট্রচিন্তা পারিনি ত্যজিতে।

ভীষ্ম। স্নেহসিক্ত ভাই! কর্ত্তব্য সাধনে
তুমিও যে নাহি হবে পরাঙ্মুখ,
বুঝেছি তা'এ প্রত্যাগমনে; এস বিদুর!
(উভয়ের প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। ছাড়িবে না অনুরাগ পাণ্ডবের প্রতি,
অনুযোগ তথাপি নিয়ত ;
রাজ্যচ্যুত, গেছে বনবাসে,
তার তরে এতই কি ব্যথা ?
নিরন্তর—তোমারই সকাশে
কেহ যদি বার বার বলে একই কথা,
তুমি তাহা পার কি সহিতে ?
যতক্ষণ কর্ণ আছে সহায় আমার,
কোন চিন্তা পশিতে পারে না, বন্ধুরূপে
করেছি প্রত্যক্ষ আমি বীরত্ব তাহার।

(দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বৃন্দারণ্য।

দ্বারদেশে সমাগত রাধা ও তৎসখীগণ।

রাধা। কেন, আমি কি কুৎসিতা,
ত্যজিয়া সান্নিধ্য মোর সমাগত হেথা ?
কে আছ, শীঘ্র দ্বার কর উন্মোচন।

(করধৃতবেত্র শ্রীদামের প্রবেশ)

শ্রীদাম। কেন দেবী, কিবা হেতু সরোষ আহ্বান ?

রাধা। ত্যজিয়া অতৃপ্তা মোরে রাসমঞ্চ পরে
আসিয়াছে প্রভু তব অন্যের সন্তোষে ?
যাও সখী, বাধা দিয়া দ্বাররক্ষা কাযে
শিক্ষা দাও সে রতি-লম্পটে।

(শ্রীদাম অতিক্রমে সখীর অভ্যন্তরে গমন)

শ্রীদাম। দেখি নাই এমন তো ক্রোধ ;
রক্ত আঁখি, স্ফুরিত অধর ,

কম্পিত শিরস্থচূড়া, স্খলিত ওড়না,
সরব নূপুর, বাক্য দ্রুত নিঃসরিত।

রাধা। করিছ দালালী,
শিখিয়াছ শৈলুষের কায?

শ্রীদাম। (হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় চাপিয়া)
ছি-ছি-ছি, কি অসংযম বাণী,
কারে কি বলিছ দেবী! আপনা পাসরি?
আমি যে কিঙ্কর, আজ্ঞাবাহী।

রাধা। জান না কি, কতদিন গোলোক ত্যজিয়া
আসিয়াছে পতি মোর—
আমি চাই জানিতে এখনি
কেবা সে বিরজা, কত রূপ তার,
কিবা সে কুহক জানে,
কোন্ মন্ত্রে রেখেছে আবদ্ধ ক'রে।

(আদিষ্ট সখী প্রত্যাগত হইয়া)

সখী। সখী, দেখিলাম কেহ নাহি সেথা,
ব'য়ে যায় শুধু নদী! দীর্ঘ বিস্রাবিণী
কুলু কুলু তানে শুনি শ্রুতি বিমোহিনী।

রাধা। ভ্রষ্টা তুই, মিথ্যাবাদী,
প্রলোভনে সত্য করিস্ গোপন।

সখী। ক্রুদ্ধ তুমি, হারায়েছ বিচার শকতি,
বিসদৃশ উক্তি তাই সকলেরই প্রতি।

রাধা। পারিলি না চোর ধরিতে কোথায়ও;
আবার বলিস্ তুই মুখ ফুটে কথা?
চল শ্রীদাম, দেখি গিয়ে।

শ্রীদাম। (স্বগতঃ) পলাইয়া গেলেন কোথায়,

পট পরিবর্ত্তন। বিরজাতীর।

কপোলকরলগ্ন কৃষ্ণ উপবিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! প্রিয়ে! ভীত হ'য়ে রাধিকা ভয়েতে
দেহ ত্যাগে নদীরূপ ধরি,—সেই যে সে
চলে এলে আমারে কাঁদায়ে, রহিলাম
শোকমুহ্যমান, মৃতপ্রাণ, জড় দেহ;
দেখা দাও, দেখা দাও সে অপূর্ব্ব রূপ।

(নদী হইতে দিব্যমূর্ত্তি বিরজার আবির্ভাব)

বিরজা। শুনিলাম স্বামীর না কাতর ক্রন্দন ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! প্রিয়ে!

বিরজা। এই যে এসেছি স্বামী!
ছি, তীরে ব'সে করিছ ক্রন্দন ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! প্রিয়ে! এ কি রূপ? এ রূপের
হয় কি তুলনা? রাধা হ'তে কোথা হেয় ?
জলমধ্যে করি বাস
ঔজ্জ্বল্য যে শতগুণে বাড়ায়ে এনেছ;
আর আমি ছাড়িব না, পারি নাই
সন্তুষ্ট করিতে, অপূর্ণ আস্বাদে দিছি
অকালে বিদায়—অর্দ্ধপথে, অকাতরে।

(শিশু পুত্রের প্রবেশ)

পুত্র। মা! মা!

বিরজা। (ক্রোড়ে লইয়া) পুত্র বুঝি প্রেমের নির্য্যাস,
প্রীতির নির্ঘণ্ট, সব চেয়ে বড়।

কৃষ্ণ। (স্বগত:) পুত্র পেয়ে ভুলে আছে দেখি,
তবে আর রাধা প্রীতি ভুলে থাকি কেন? (প্রস্থান

বিরজা। কেন বৎস! আকুল এমন,
সন্ত্রস্ত—বিপন্ন সম কম্পিত অন্তর?

পুত্র। মা! জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠ ভ্রাতা মোরে
করিছে তাড়না।

বিরজা। তাই বুঝি পলায়ে এসেছ?
কই, কোথা গেল প্রাণেশ আমার!
(চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ)
পুত্র হ'য়ে বাধা দিলি আমারে যখন,
লবণ সমুদ্র হ'য়ে থাক্ ধরামাঝে
অস্পৃশ্য ও অনাদৃত কল্পান্ত অবধি;
অপর সন্তান ষট্ স্বীয় শঠতায়
করুক্ তারাও বাস জম্বুদ্বীপে গিয়া,
সপ্তদ্বীপা হউক পৃথিবী,
আমি থাকি স্বামী ধ্যানে—স্বামী পদে লীন।
স্বামী! স্বামী! তোমার আকাঙ্ক্ষা যত
ডালি দিয়ে অবলার শিরে, চ'লে গেলে
নিষ্কণ্টকে—ত্যজি ভার সমুদয় বুঝি?
স্বামী! স্বামী!　　(প্রস্থান)

[পুত্রের সরোদনে অন্তর্দ্ধান ও সমুদ্ররূপে প্রবহন]

(সখীগণ সহ রাধা ও শ্রীদামের প্রবেশ)

রাধা। প্রতারণা করি—ছলিয়া আমারে যথা
ব্যথা দিলি বিরহিনা বিষাদিনী প্রাণে,
শঙ্খচূড় দৈত্য হ'য়ে লভিবি জনম
কল্পান্তরে নির্ম্মম অধম।

শ্রীদাম। দেবী, পুণ্য অনুষ্ঠানে
যত শীঘ্র হয় নাই সাযুজ্য মিলন,
সেবা ক'রে পাই নাই যে অচিন্ত্য ধন,

পাপে বুঝি হয় শীঘ্র ততোধিক।
আমিও প্রত্যুক্তি করি—
মানুষী হইয়া তুমি লভহ জনম
আয়ানের পত্নী হ'য়ে,
জ্বলি দীর্ঘ শত বর্ষ বিরহ অনলে
কলঙ্কিনী রাধা নামে পৃথ্বীর গোচরে
দ্বাপরে বরাহ কল্পে যুগান্তাবতারে।

রাধা। সখী! সখী!

সখী। এর মূলে যে আজ্ঞা প্রকৃতি,
বিধি মত সবই হবে ঠিক।

রাধা। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

পট পরিবর্ত্তন। দ্বারকা।

(গাহিতে গাহিতে রাধার প্রবেশ)

(গীত)

রাধা। কে না জানে তুমি হরি!
আমি যে তোমারে দেখেছি নগরে
ঘুরিতে ফিরিতে ভিখারী॥
হরি নাম যদি হয়ে থাকে তব
সবাকার মন হরি'!
কেন তবে হয় চোর বদ্‌নাম
দ্রব্য করিলে চুরি॥
সবাকার সেরা যে ধন জগতে
তাই তুমি চাও ধরিবারে হাতে
তথাপি তোমারে হইবে পূজিতে
নিয়ে আয় তারে ধরি!
নীতি নামে যেবা অনীতি প্রচারে
শাস্ত্র শাসন গড়ি॥

বৃন্দা ! বৃন্দা ! খোঁজ পেলি কিছু ? কতদিন
হ'য়ে গেল, মধ্য পথে শ্রীদাম আমার
শঙ্খচূড় দৈত্য হ'য়ে হইল উদ্ধার
শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত-পারাবার পানে।
আর আমি—কতদিন এসেছি এখানে,
কতদিকে করি অন্বেষণ, এই পাই—
এই ধরি, এই পুনঃ যায় পলাইয়ে,
এই ভাবে করি লুকোচুরি।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। স্বয়ং শঙ্কর হ'য়ে গোলোক হইতে
এই ভাবে নিত্য লীলা প্রকাশি অদ্ভুত,
ভূত ভব্য ভবদেব ভবাব্ধিতরণী !

রাধা। তুমি যে কিসের যোগী, কিসের ভিখারী
নারিলাম এখনো বুঝিতে।

কৃষ্ণ। আর কি সময় আছে ?
কৌরব পাণ্ডবে বাদ বেঁধেছে ভীষণ,
প্রিয় শিষ্য ভক্তগণ সবে—অক্ষ পণে
বনবাসে—সহবধূ করেছে প্রয়াণ,
লভিছে পরম দুঃখ গহন কান্তারে।
দুঃশাসন করে সেই উলঙ্গীকরণ,
সভাস্থলে কেশ আকর্ষণ,
দস্যুরও অধিক হেয় কার্য্য অনুষ্ঠানে
কম্পিতা পৃথিবী, আকুল পার্থিব গণ;
পার্থকৃত শরানুসন্ধান—শাস্তি বিনা
কিছুতে থাকে না মান, এমন দুর্দ্দিন।

রাধা। তবে আর রাসলীলা, কুঞ্জেতে গমন,
নব নব শৃঙ্গারাভিনয়, এই আছে—

এই নাই, যত পাই—ততই অভাব,
স্বভাবে যে করে আরও আকিঞ্চন;
আশা এতই ভীষণ।

কৃষ্ণ। আশাই জীবন, আশাই সম্বল—সার।

রাধা। (চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণে) বৃন্দা বুঝি
অবসর বুঝে—করিয়াছে পলায়ন ?
(নিমেষে পুষ্পোদ্যানে পরিনত)
এই কুঞ্জগৃহ—ফুল্ল কুসুম কানন,
এই হাসি—সুপ্রকাশ প্রেম প্রস্রবণ,
এই স্পর্শ—সংমর্দ্দন, সৌরভ-সুরভি,
এই চির প্রীতির আধার—উপবাসে
ব্যর্থ কাম, ব্যর্থ হবে বিনা আলিঙ্গনে ?
শ্রীদাম ! শ্রীদাম !

কৃষ্ণ। ছি— (হস্তাকর্ষণে)

(গীত)

রাধা। ভুল ক'রে কেন এসেছ এ পথে ফিরে যাও, ফিরে যাও।
বয়সের সাথে সকলি গিয়েছে
আমার বলিতে যা কিছু হে কাছে
ছিল যা অতীতে আদর মাখানো
সাজান' বাগান সারি !
হেলায় সে ধন জঞ্জাল হ'য়ে
নিখিলের আঁখি বারি !!
ভুল ক'রে কেন এসেছ এপথে ফিরে যাও, যাও ফিরি ॥
আঁখি পালটিতে যে সুখ স্বপন
সবাকারে দিত পুলক চেতন
সে এখন জড়—যোগীর আসনে
ভ্রূক্ষেপ, ভয় না করি !

তথাপি ফিরিছে কি যেন কি আশে
দ্বারে দ্বারে ধৃতি ধরি !!
ভুল ক'রে কেন এসেছ এ পথে ফিরে যাও, যাও ফিরি ॥

চতুর্থ দৃশ্য ।　　　　পাণ্ডব কুটীর ।

জয়দ্রথের প্রবেশ ।

জয়দ্রথ । এইখানে দেখেছি সে নারী,
অপূর্ব্ব প্রভায় তার উদ্ভাসিত দিক্ ।
এই যে কুটীর এক, এখানে কি থাকে ?
এও কি সম্ভব ? পারিজাত নন্দন ত্যজিয়া ?
আমি রাজা, সিন্ধু অধিপতি—ঘৃণাক্ষরে
জানে যদি—হবে না কি করায়ত্ত মোর ?
অপেক্ষায় কিবা প্রয়োজন ? সঙ্গোপনই
বা কি কারণ ? বন্য নারী,
রাজা করুণা ভিখারী—আতিথ্যে কি
আপ্যায়িত করিবে না মোরে ?—দেখি অগ্রসরে ।

(দ্রৌপদীর অভ্যন্তর হইতে আগমন)

দ্রৌপদী । এই যে, পথ ভুলে হেথা ?

জয়দ্রথ । এ যে দ্রৌপদী, বাঃ ।

দ্রৌপদী । আসন আনিয়া দিই !　　(আসনার্থ গমন)

জয়দ্রথ । হ'ল ভাল, স্থানও নির্জ্জন,
অভাবেই বোধ হয় এত অভ্যর্থনা ;
সুবর্ণ সুযোগ ।

দ্রৌপদী । ক্ষুদ্র এ কুটীর, উটজেই দিলাম বলিয়া
মনে যেন অন্যরূপ হয় না সন্দেহ !　(আসন প্রদান)

জয়দ্রথ । তা' বনভূমি আলোকিত না করিয়া হেন
সিন্ধুদেশ অধিশ্বরী হ'লে—

দ্রৌপদী। পরিহাস ;—সম্পর্কে শালাজ কিনা।

জয়দ্রথ। রূপ তাকে বলে,—
অভাবের পীড়ন যেথানে
নাহি ক'রে ম্লান মুখপদ্ম কভু!
(প্রকাশ্যে) দেখি না যে কারে, সম্বন্ধীরা গেল কোথা?
এথানেতে আর কারা থাকে?

দ্রৌপদী। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও শ্যালকেরা তব।

জয়দ্রথ। সকলেই ব্যস্ত কাযে, তা' হোক্; (বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া)
করেছিল দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ,
এ বোধ হয় হবে না তেমন?

দ্রৌপদী। (সহসা সরিয়া গিয়া) ও কি!

জয়দ্রথ। এমন কি ক্ষতি, সত্যই যদ্যপি হয়।

দ্রৌপদী। ছি— (একপ্রান্তে দণ্ডায়মানা)

জয়দ্রথ। তাও কি হয়? (দ্রুত করবেষ্টন)

দ্রৌপদী। কোথা কৃষ্ণ, কোথা লজ্জানিবারণ!
কোথা স্বামীগণ, কোথা—

জয়দ্রথ। এ যে দেখি বালিকার মত সব ;
ধ'রেছিল রাধিকাচরণ,
ক'রেছিল মানভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ।
কি বলিছ, বনবাস—বনবাস নয়?
এও কি বিশ্বাস আজ হইবে করিতে?
দ্রৌপদী! দ্রৌপদী!

(ভীমের প্রবেশ ও আক্রমণ)

ভীম। বিশ্বাস করায়ে দিতে
এখনও জীবিত পাণ্ডব,
রথ ল'য়ে আসিয়াছ দেখি একেবারে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কর কি, কর কি ভীম! দুঃশলার স্বামী,
প্রাণে বধ ক'রো না উহায়।

ভীম। ভার্য্যাপহারীকে দিব কি শাস্তি এমন
অন্য যা'—যোগ্যতা খ্যাতি র'বে চিরসাথে?

যুধিষ্ঠির। ভীম! ভীম! গেল প্রাণ, কর ত্যাগ
অধম চণ্ডালে, ক্ষমা সম গুণ নাই।

ভীম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
দেখ কি অন্যায় জ্যেষ্ঠ-অনুরোধ।

অর্জ্জুন। ভীত ত্যজ্য সর্ব্বথা, সতত।

ভীম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। শীর্ষদেশে পঞ্চ স্থান করিয়া মুণ্ডন
সমুচিত—পরিত্যাগ অধমে এখনই।

ভীম। কি করিব, সবায়ের এক মত তাই;
নতুবা এ প্রাণ ল'য়ে যাইতে হ'ত না।

(তথাকরণ ও পরিত্যাগ)

জয়দ্রথ। প্রতিশোধ দিব এর,
শূলপাণি করি আরাধনা। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। বুঝিতেছি—শিষ্যগণ বেষ্টিত দুর্ব্বাসা
এসেছিল পাণ্ডবেরে করিতে ছলনা;
আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া—কোনরূপে
রাখিল সে মান, শাকান্ন কণিকামাত্র
স্বীয় উদরে ধরিয়া তুষিল সমষ্টি,—
ইচ্ছা নাহি হ'ল আর পশিতে এখানে;
এত পূর্ণ, অম্লোদ্গার হইতে লাগিল।
তা না হ'লে ক্ষুদ্র স্থালী হ'ত কি সক্ষম,
সমকালে করিতে সন্তোষ—ষড়শীতি

সহস্রসংখ্যক এই স্বাগত অতিথি ?
নিশ্চয়ই এ দুর্য্যোধন-কল্পিত ঘটনা,
ঘোষযাত্রা হ'তে হ'য়ে অপমান
প্রতিশোধ আশে এই অভিযান,
জয়দ্রথ ও তারই অনুচর।

অর্জ্জুন। এই হয়—অপাত্রে ক্ষমিলে।

ভীম। তবে পুনঃ জয়দ্রথে কি হেতু অর্জ্জুন!
বর্জ্জিতে বলিলে তুমি অপদার্থ জেনেও ?

অর্জ্জুন। তুচ্ছ সে মধ্যম।

ভীম। শত্রু—শত্রু, ধ্বংসই বিহিত ;—অগ্নিকণা।

অর্জ্জুন। নির্ব্বাপিত যাহা, তাহা ভস্মে অভিহিত।

যুধিষ্ঠির। তথাপি যে দুর্য্যোধন—সহজে পশিতে
দিবে রাজধানী, বিশ্বাস না হয় ইহা।
একাদশবর্ষও অতীত,—

(কুশহস্তে দ্রুত ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। রক্ষা কর, আমার মন্থনদণ্ড
এক মৃগ শৃঙ্গে ল'য়ে করেছে প্রয়াণ,
বৃক্ষস্কন্ধে রেখেছিনু তাহা।

যুধিষ্ঠির। নকুল! শীঘ্র যাও,
ব্রাহ্মণের অভীষ্ট অর্পিতে
মৃগের পশ্চাতে হও প্রধাবিত।

নকুল। যথাদেশ তাত। (ব্রাহ্মণ সহ প্রস্থান ও
অন্যান্যের অভ্যন্তরে গমন)

———

পঞ্চম দৃশ্য । গন্ধমাদন ।

সম্মুখে সুপ্রশস্ত সরোবর ।

যক্ষ । আসে নিত্য পাণ্ডবেরা পদ্ম আহরণে
অধিকৃত রাজ্যে মোর বিনা অনুজ্ঞায় ।
উদ্ধত ভীমের প্রতি দুষ্ট ব্যবহার
প্রতিদিন জানায় আমারে, অনুযোগ—
নব নব আসি অনুচর ; শিক্ষা তরে
পাতিয়া রেখেছি ফাঁদ—বিষাক্ত সলিল,
স্পর্শমাত্র হ'তে হবে শমন অতিথি ।
আসিতেই হবে—ব্রাহ্মণের মন্থদণ্ড
মৃগরূপে করেছি হরণ । [পর্ব্বতারোহণ]

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল । মৃগের পশ্চাতে করি নিয়ত ধাবন
তৃষিত জীবন মোর ; পড়ি কিম্বা মরি—
এমনই অবস্থা । বাঃ বাঃ, কি সুন্দর সরোবর !
নীলাম্বর করি পরিধান, মনে হয়
রসাতল-উত্থিতা জননী—বক্ষে ল'য়ে
স্বচ্ছ স্নেহ-সলিল অনন্ত,
সন্তানে করাতে পান উৎফুল্ল অন্তর ।

যক্ষ । সাবধান, করি নিবারণ—
বিনা প্রশ্নোত্তর দান, ক'রো না সলিল স্পর্শ ।

নকুল । পিপাসায় বক্ষঃ ফেটে যায়,
শুনিলে আদেশ তব
শূন্য দেহ লুটাবে ধরায় ।

যক্ষ । না শুনিলেও হবে একই ফল ।

নকুল । কি বলিছ অলক্ষ্যবিহারী !

যক্ষ। সত্য যা তা' না করি গোপন
কহিনু সাক্ষাতে এবে বিচার্য্য তোমার ;
বিনা প্রশ্নোত্তর দান—

নকুল। মিথ্যা কথা ; প্রশ্নোত্তর দিলেই সলিল
স্পর্শযোগ্য হবে, অন্যথায় বিপদের
সম্ভাবনা, এও কি সম্ভাব্য ? না—না।
(বাক্য লঙ্ঘনে সলিলস্পর্শে দেহ জলে ভাসিতে লাগিল)

যক্ষ। শূন্য প্রাণ—ভাসিল সলিলে,
কি করিব আমি তার। [পুনঃ অন্তর্ধান]

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। ফেরেনি ব্রাহ্মণ, ফিরিল না সহোদর,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেশিল তাই, অন্বেষিতে
বনে বনে পদাঙ্কানুসরি। কি বলিছ,
বিনা প্রশ্নোত্তর দান— স্পর্শমাত্র
করিলে সলিল, প্রাণ হানি হবে ?
ওকি ! ভাসে জলে সহোদর দেহ,—
তোমার বাক্যের ছলে বিলম্ব করিলে—
[ঝম্পপ্রদান ও তথাবৎ ভাসমান]

(সত্বর ভীমের প্রবেশ)

ভীম। শুনিলাম ভাসে তারা সরোবর জলে ;
এই সেই সরোবর, এও শুনিলাম—
স্পর্শমাত্র এই জল সমদশা হবে।
কি বা প্রশ্ন, রাশি রাশি উত্তর প্রদানে
যে সময় অপচয় হইবে আমার,—
সত্যই যে ভাসে দেহ, নকুল, নকুল,
(ঝম্পপ্রদান ও তৎসম ভাসমান)

(অৰ্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কে বলিয়া করে উপহাস, দেবজয়ী
আসিছে অৰ্জ্জুন ? একি. ভাসে জলে
দেহ পরম্পরা ! ভীম সম ভাই. সেও
মৃত. ভাসমান জলে ! একি বৈদ্যুতিক,
কিম্বা কোন দৈবশক্তি—

(আবির্ভূত যক্ষের বাধা প্রদান)

যক্ষ। ক'রো না—ক'রো না স্পর্শ কিছুতে সলিল।

অর্জ্জুন। শুনিতেছি একই কথা বহুক্ষণ হ'তে,
প্রশ্ন ল'য়ে তব সাথে—করি যদি
বাক্ বিতণ্ডা নিয়ত—

যক্ষ। এ হেন আয়ত্ত বিদ্যা ব্যর্থতার স্তরে
কেন ডালি দেবে অবহেলে বচন আমার ?

অর্জ্জুন। নহে ইহা হিতৈষিতা, চতুরতা তব ;
এখনো হয়তো পাব ফিরাইয়া প্রাণ,
এখনো অন্তিম শ্বাস হয়নি নির্গত। (ঝম্পপ্রদানোদ্যত)

যক্ষ। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! কে শোনে কাহার কথা।
(অৰ্জ্জুনেরও ঝম্পদান ও ভাসমানদেহ)
চারি দেহ পরস্পর ভাসে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যেন ;
কেবা এই চতুর্ব্বর্গ অধিকারী ?

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

শান্ত, সৌম্য, সত্যই অপূর্ব্ব।
নরদেব !

যুধিষ্ঠির। কি আদেশ ?

যক্ষ। কিছুতে দিব না যেতে—বিনা প্রশ্নোত্তর
দান, অপঘাতে সম বলিদান।

যুধিষ্ঠির। কি উত্তর অর্পিব তোমায়, চরিতার্থ
যাহে কুতুহল? বাহিরিছি ভ্রাতৃ-অন্বেষণে,
বিফলে ফিরিলে—সমুদয় ক্ষতি মোর।

যক্ষ। শোচনীয় সে ঘটনা দেখিবার পূর্ব্বে
শুনে কর কথঞ্চিৎ দৃঢ়তা সঞ্চয়,
মৃত তারা স্ব স্ব কর্ম্মফলে।

যুধিষ্ঠির। কি বলিছ, মৃত তারা?

যক্ষ। এস মোর সাথে. প্রত্যক্ষ হ'বার পূর্ব্বে
প্রশ্নোত্তর ল'য়ে করি আলোচনা, অন্তে
দেখা হ'লে হ'তে পারে তা'দিগের সনে।

যুধিষ্ঠির। তথাপি সন্দেহ?

যক্ষ। যদ্যপি সন্তুষ্ট হই—

যুধিষ্ঠির। যদ্যপি অক্ষম হই,

যক্ষ। বিচারান্তে সাব্যস্ত হইবে, সমফল
উভয়ত্র যদ্যপি বিহিত; তথাপি কি—

যুধিষ্ঠির। উচিত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা সাধ্যমত।

যক্ষ। তবে এস।

যুধিষ্ঠির। এখানেই শুনি তার কতক আভাষ।

যক্ষ। কি উপায়ে লোক বুদ্ধিমান হয়, কেবা
গুরু—পৃথিবী অপেক্ষা, এইমত বহু
প্রশ্ন আছে,—পার যদি দিতে সদুত্তর,—
ভ্রাতৃগণ—

যুধিষ্ঠির। চলুন, যেথায় যেতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান, পরে আগমনমাত্র)

না না. আর নাহি পারি বিলম্ব করিতে,
ভ্রাতৃগণ মৃত জেনে—

যক্ষ। সন্তুষ্ট হয়েছি, চাহ যার ইচ্ছা প্রাণ ?

যুধিষ্ঠির। একটি ফিরিবে ? এমন তো কোন কথা—

যক্ষ। চাহ অগ্রে, দেখ ফল তার !

যুধিষ্ঠির। তাই যদি হয়, দাও আগে নকুলের প্রাণ।

যক্ষ। বিস্মিত করিলে মোরে, এও কি সম্ভব ?
শিয়রে শমন যার—আসন্ন সমর,
চাহে সেইজন প্রাণ বিনা ভীমার্জ্জুন ?

যুধিষ্ঠির। যক্ষ ! যক্ষ ! মাদ্রীর গচ্ছিত ধন ;
আমি আছি—কুন্তী দেবী রয়েছে সপুত্রা,
কিন্তু মাদ্রী সন্তানবিহীনা, যদ্যপিও
লোকান্তরে তিনি, করে তর্পণ প্রত্যাশা
পুত্রপাশে জলবিন্দু চির অপেক্ষায়।

যক্ষ। ধার্ম্মিকপ্রবর ! কি বলিব অধিক তোমারে,
পরম সন্তুষ্ট আমি তব ব্যবহারে।
দেখ চেয়ে হে ব্রহ্মাণ্ডবাসী !
রাজ্য হ'তে কত বড় মৃতের তর্পণ।
লহ ভ্রাতৃগণ—প্রত্যাগত জীবন সবার, (পুনর্জ্জীবিত)
লহ সেই মন্থদণ্ড—
যার তরে এ বিচিত্র পরীক্ষা তোমার।

যুধিষ্ঠির। কে আপনি দেবদ্যুতি মূর্ত্তিমান্ স্নেহ ?

যক্ষ। আমি এই প্রদেশের নগণ্য রক্ষক ,
আরও বলি—আমারি প্রভাবে
বিরাটে অজ্ঞাতবাসে কেহ না বুঝিবে—
তোমরা পাণ্ডব, আছ কাল প্রতীক্ষায়।

অর্জ্জুন। কে আপনি অযাচিত হিতৈষী, বান্ধব ?
বুঝিলাম দৈববল সর্ব্বাপেক্ষা বড় ;

যক্ষ। কেন দেহ জয়ী, এ ভ্রান্তধারণা ?

ভীম। নিশ্চয়ই এ দুর্য্যোধন কৃত।

যক্ষ। নহে দুর্য্যোধন কৃত,
স্বীয় ঔদ্ধত্যের পুরস্কার।

নকুল। সত্য তাত! করেছিলেন নিষেধ ইনিই,—
বহুপূর্ব্বে—শুনি নাই আদেশ তথাপি।

সহদেব। এই সেই জন,—
আমিও শুনেছি যাঁর নিষেধ বচন ?

অর্জ্জুন। জনে জনে নিবারণ করিয়া ইনিই,
করিবে না কোন কার্য্য সহসা কদাপি—
শিক্ষা দেন, এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। বিরাট।

(সুদেষ্ণা ও করধৃতবস্ত্রপ্রান্তা সৈরিন্ধ্রী)

সৈরিন্ধ্রী। দীনা, অতি দীনা, পশিতে সঙ্কোচ ;
যদ্যপি করুণা কণা অর্পিতে কৃপণা
না হন কৃপার্থী প্রতি—

সুদেষ্ণা। কিন্তু তব রূপ দেখে হয় না সাহস
অন্তঃপুরে স্থান দিতে, অন্তঃপুরযোগ্যা
হ'লেও এ দর্শনীয় রূপের মাধুরী ;
বিপ্লব কি সাধ ক'রে ঘটাব না বুঝে ?

সৈরিন্ধ্রী। আদেশের ব্যতিক্রম কিছু না করিব,
যতটুকু পাব অধিকার, সেইমত দাবী
নিয়ে—র'ব রাজোচিত মর্য্যাদা রাখিয়ে।

সুদেষ্ণা। লোভনীয় এইরূপ—

সৈরিন্ধ্রী। সর্ব্বথা গোপনে—অলক্ষ্যে রহিব আমি
যাতে—কারও মনে না হয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি;
বিপন্না বলিয়া এত কাতর মিনতি
করিতেছি বার বার, করুণা আধার
রাণী,—শুনি লোকমুখে যথার্থ এ বাণী
সার্থক করুন আজও অভয় প্রদানে।

সুদেষ্ণা। কথা শুনে মনে জাগে করুণা অপার,

সৈরিন্ধ্রী। কার্য্যাবলীও দেখাতে না কার্পণ্য করিব
জানি যাহা চিরাভ্যস্ত রাজপ্রসাধন;
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী সত্যভামা পাশে,
পাণ্ডব গৃহিনী দ্রৌপদীরও বহুকাল
বেশ, কেশ করিতে সংযত, পারিপাটী
কুসুম স্তবকে করি চিত্ত বিনোদন,
অনুগ্রহ লাভে যাহা হয় নি বঞ্চিত।

সুদেষ্ণা। শুধু বাক্য পরম্পরা প্রয়োগই যেখানে
সখী ব'লে আলিঙ্গনে বাঁধা দিতে চায়,—

সৈরিন্ধ্রী। দাসী চাহে দাসীত্বেরই মাত্র অধিকার।

সুদেষ্ণা। অত্যজ্য এ আকিঞ্চন—বিনা সমাদর
বিফলে ফিরিয়া যাবে, এও কি সম্ভব?

সৈরিন্ধ্রী। সে আশঙ্কা করিতে হবে না, রাজা হ'তে
র'ব দূরে,—দিব না বেদনা কোন মতে,
যাহে এ সারল্যময় আশ্বাস বচন

ভাগ্য প্রবর্ত্তনে না হ'য়ে সহায়,
হন্তারক রূপে দেখা দিবে কালচক্রে ?
নাহি হয় প্রীতির সৃজন,
অপ্রীতি কে—গড়িয়া তুলিতে চাহে ?
তবে আমি রহিব এখানে ?

সুদেষ্ণা। রাজ্ঞিত্বের অধিকার দিতে না পারিলেও
আমার উপরে পূর্ণ রাজ্ঞিত্ব স্থাপন
দিলাম তোমার করে আজি হ'তে ভাই।

সৈরিন্ধ্রী। অনুগত—অনুগত সদা।

সুদেষ্ণা। বাক্য হ'তে প্রেম, প্রেম হ'তে আত্মীয়তা।

[উভয়ের প্রস্থান]

(বৃহন্নলার প্রবেশ)

বৃহন্নলা। অন্তঃপুরে অবাধ সঞ্চার, কার্য্য মোর
উত্তরার গৃহশিক্ষকের পদ, নৃত্য-গীতও
শিখাই যতনে, অন্যান্য কামিনীগণও
আয়ত্ত করিতে আসে রাজকন্যা সহ।
বালিকার নানাদিকে নৈপুণ্য দেখেছি,
ধৈর্য্য, নীতি—একাধারে সকলের স্থিতি—
স্পর্দ্ধাসহ বিস্তৃতি লভিতে, পাত্রোৎকর্ষ
গুণাধার—প্রচারে অত্যাতিরিক্ত ফল।
বিরাটের সৌজন্যাতিশয্যও দেখিয়া
প্রীত, মুগ্ধ, সকৃতজ্ঞ অন্তর সর্ব্বদা।

পটক্ষেপণ। অন্তঃপুর মধ্যভাগ।

কি যেন কি শব্দ আসে, কি যেন কি
চলিতেছে পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ অনুরোধ ;
কি যেন কি অত্যজ্য প্রণয়, অনুল্লঙ্ঘ্য
অনুরাগ—অসম্ভব জানিলেও

প্রতিবাদে কিছুতে না হ'তেছে সক্ষম।
কি হওয়া সম্ভব, জাগিছে আকাঙ্ক্ষা মনে।

[অন্তঃপুরাভিমুখে গমন]

(বেগে সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। না—না, কিছুতে যা পারিব না তাই বলি
কেমনে তাহারে গিয়া? ভ্রাতৃ-অনুরোধ,
হোক ভ্রাতৃ-অনুরোধ; জানি আমি তাঁর
করে সমস্ত নির্ভর, জানি আমি বৃদ্ধ
রাজার সম্বল, রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত—
ভাই মোর অমিত বিক্রম; তথাপি এ
নিন্দনীয় ঘৃণিত প্রস্তাব—কেমনে বা
তার পাশে করি, যারে জানি—
পতিব্রতা শিরোমণি—রমণী সর্ব্বস্ব?
আমি যে পালিকা, সে যে আশ্রিতা আমার;
আশ্রয় আশ্রিতে যদি এ প্রকার ঘটে,
পৃথিবী কি উলঙ্গ হবে না? রাজ্য, রাজ্য,
তথাপি কি র'বে রাজ্য মোর?

[অন্তঃপুরাভিমুখে গমনোদ্যম]

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

করি তোমা ভগ্নী হ'তে অধিক যতন,
কিন্তু—

সৈরিন্ধ্রী। কি হেতু সঙ্কোচ এত, আমি যে কিঙ্করী;
আসিয়াছি কতদিন, জানিতে হয় নি
আজও—আছি পরবাসে, পর অনুগ্রহে।

সুদেষ্ণা। ছিঃ, আজি কেন তবে নূতন করিয়া—

সৈরিন্ধ্রী। কেন তবে হ'তেছেন বলিতে কুণ্ঠিত?
বলুন এখনি, না বলিলে ছাড়িব না।

সুদেষ্ণা। এত যদি আকিঞ্চন—না—না,
সে যে বোন্! বলিবার নয়; জিহ্বা দিয়ে
উচ্চারিতে—স্পন্দন যে জড় হ'য়ে আসে।

সৈরিন্ধ্রী। পর বুঝি চিরদিনই পর।

সুদেষ্ণা। না—না, বলিতেছি; ভ্রাতা মোর রূপ দেখে—

সৈরিন্ধ্রী। সাজাইয়া দিই ব'লে?

সুদেষ্ণা। থাম্;

সৈরিন্ধ্রী। স্পর্দ্ধা দিলে বাড়াইয়া এই মতই হয়।

সুদেষ্ণা। আমার নয় রে, তোর; শোন্.—

সৈরিন্ধ্রী। এখনি করুন গিয়া বারণ তাঁহারে;
এ কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হ'লে,—
পঞ্চ জন গন্ধর্ব আমার স্বামী—ক্রুদ্ধ হ'য়ে
আক্রমিবে পুরী, সব যাবে—ভ্রাতার তো
হবেই বিনাশ; সর্ব্বনাশ হবে আজই।

সুদেষ্ণা। ফের যদি বলিস্ আপনি,
গাল টিপে দেব তোর।

সৈরিন্ধ্রী। ও কথা এখন থাক্; এখনি যাইয়া
সাবধান না করিলে, হয়তো তাঁহারা
শ্রুতিমাত্র এখনি ছুটিয়া—

সুদেষ্ণা। সত্যই, না পরিহাস?

সৈরিন্ধ্রী। প্রভু, ভৃত্য সম্বন্ধটাও উঠে যাবে?

সুদেষ্ণা। ওলো! আমার গা' যে কাঁপ্‌ছে।

সৈরিন্ধ্রী। কাঁপ্‌বারই কথা, এতদিন নুন খেয়ে
আমিও না বলি যদি—

সুদেষ্ণা। আমি যাই, আমি যাই আগে। [প্রস্থান]

সৈরিন্ধ্রী। বুঝিতেছি সম্মুখে বিপদ ; উত্তেজিত
লালসারে বাধা দিতে পারে. কিম্বা শক্তি-
প্রত্যাঘাতে বিনা প্রতিকারে র'বে
এমন তো বোধ না'হ হয়, পূর্ব্ব হ'তে—
ঐ যায় স্বামী জানাইয়া রাখি। [অনুগমন]

(সুদেষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। ভ্রাতা মোর শু'নল না, তবুও না
হলেন নিরস্ত ; প্রতিদিন সে অত্যজ্য
আকুল আগ্রহ, নানা ছলে গৃহে তাঁর
চেষ্টা করি পাঠাবার সম্মুখে ধরিয়া
তিনি একই উন্মাদ, চাই— চাই এই
নারী। ঐ, ঐ তার আর্ত্তনাদ, আজ বুঝি
হ'য়েছেন—আক্রামতে উদ্যত তাহারে ;
গেল, গেল সব গেল মোর।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী। আর আমি যাব না ওদিকে, প্রতিদিন
থাকেন গোপনে, পরিহাস হ'তে আজ—
ভাবিলেও ভয় হয় মনে।

সুদেষ্ণা। তুই কেন শোনই না কথা ; পাঁচ স্বামী
বলিস্ এদিকে—

সৈরিন্ধ্রী। যদি টের পান ? শুনেছেন সবই তো।

সুদেষ্ণা। না—না, কায নেই, কায নেই ;
বলেছিও তাঁরে, তবু যদি—

সৈরিন্ধ্রী। প্রতিদিন উৎপাত অপেক্ষা, আমি যদি
রাজ্ঞী হই,—

সুদেষ্ণা। তুই যদি রাজ্ঞী হ'স,

সৈরিন্ধ্রী। কিন্তু তাঁরা অন্তর্য্যামী,—

সুদেষ্ণা। না—না, কায নেই, কায নেই।

সৈরিন্ধ্রী। তবে কেন আপনিও আজ
দিলেন সাজায়ে মোরে ?

সুদেষ্ণা। দেখ্ দেখি রূপখানা বারেক দর্পণে।

সৈরিন্ধ্রী। পড়ি যদি রাজারই সম্মুখে।

সুদেষ্ণা। আমার উপর হ'তে
প্রভুত্ব না হয় হবে রাজ্যের উপরে !
(স্বগত) সত্যই আতঙ্ক হয় মনে।

সৈরিন্ধ্রী। কি ভাব্ছেন ? আমি আজ সঙ্গোপনে—

সুদেষ্ণা। না—না, রাজার কাছে নয়।

সৈরিন্ধ্রী। তবে রাজ-শ্যালকেরই কাছে।
রাণী নিয়ে কি হবে আমার ?

সুদেষ্ণা। তা' যদি হয় ; কিন্তু তুই
বলেছিস্—যে ভয়ের কথা !

সৈরিন্ধ্রী। অন্ততঃ গোপনে যদি—

সুদেষ্ণা। তা' যদি পারিস্, তা' যদি পারিস্।

সৈরিন্ধ্রী। হ্যাঁ, রাণীত্বের হানি হবে না, তা' স্থির।

সুদেষ্ণা। (স্বগতঃ) আজ আমি পূজা দেব ষোলো পচারে,
যদি রাত ভাল রূপে কাটে।

সৈরিন্ধ্রী। মানত করেন বুঝি দেবতা সকাশে ?

সুদেষ্ণা ! (স্বগতঃ) এও দেখি অন্তর্য্যামী !
কায নেই, কায নেই।
(পশ্চাতের বাক্যদ্বয় বাধা সত্ত্বেও উচ্চ কণ্ঠে বাহির
হইয়া পড়িল, রাণীর এইমত ভাব হইল—যেন গমনোদ্যতা
সৈরিন্ধ্রীকে সত্যই নিবারণ করিতে উঠিলেন)

সৈরিন্ধ্রী। আপনি যদ্যপি মোরে বলেন এ কথা,
করেন নিষেধ পুনঃ—

সুদেষ্ণা। (হতাশস্মিত ভাবে তাই বা কেমনে বলি,
ভ্রাতা যদি —

সৈরিন্ধ্রী। এখনো বলুন।

সুদেষ্ণা। উভয় সঙ্কট ;

সৈরিন্ধ্রী। বলুন, বলুন।

সুদেষ্ণা। একদিকে রাজ্যনাশ, অন্যদিকে রাজ্যরক্ষা—

সৈরিন্ধ্রী। বলুন, বলুন।

সুদেষ্ণা। চল্, ভেবে দেখি।

সৈরিন্ধ্রী। না—না, আর ভাবা নয় ; বলুন, বলুন।

সুদেষ্ণা। চল্ তো এখন ; জগদম্বে !—
[সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল]

(বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ। আজি নিশা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত,
চুপি সারে অন্তঃপুরে পশিতে হ'তেছে
আশ্রয় দাতার সনে কার প্রতারণা ;
নিরুপায়—হইয়াছে সহ্যের অতীত।
কথিত শয্যায় আমি করিব শয়ন,
কল্পিত যা—যথাকালে।

(সন্তর্পণে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

কোথা যাও, বেশও কি হ'য়েছে তেমন ! (উল্লাসহাস্য)

সৈরিন্ধ্রী। চুপ, হয়তো নিদ্রাও নেই চোখে।
ঐ মুক্ত অর্গলের শব্দ, থাকি অন্তরালে।

(চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে বাতায়ন সম্মুখে সুদেষ্ণা)

সুদেষ্ণা। নিদ্রা নাই আমারও নয়নে,
শয্যাও কণ্টক ব'লে হইতেছে বোধ ;
কায নেই, বাতায়ন রুদ্ধ করি পুনঃ। (তথাকরণ)

সৈরিন্ধ্রী। এখনো জাগ্রত রাণী ; আমি যাই,—
সঙ্কেত করিয়া আসি, সঙ্কেতের
অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিবার কথা। (প্রস্থান)

বল্লভ। নারীতেও বীভৎসতা সমভাবে থাকে।

(সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী। তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, চল ; কিন্তু
নিরস্ত্র এসেছ ! নিদ্রা নেই, দেখিলাম
সশস্ত্র তাহারে—ভ্রমে পাদচারে।

বল্লভ। তার জন্য কোন ভয় নেই ;
কিন্তু ভয় ও ভাবনা—পরে কি যে হবে।
(সৈরিন্ধ্রীর অনুগমন, অর্গল উন্মোচন শব্দ, পরক্ষণেই
ভীষণ আর্ত্তনাদ, সৈরিন্ধ্রীর করাকর্ষণে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। তুই কালভুজঙ্গিনী, তোমাকেও যেতে
হবে—তার সাথে জীবন্তে করিব দাহ।

সৈরিন্ধ্রী। আমি কি করিব ?—আসিয়া গন্ধর্ব্ব স্বামী
করিল নিহত,—আমি কি করিব তায় ?

প্রহরী। ক'রো না চীৎকার, দাহকার্য্য শেষ হোক্ ;
ভিন্ন পথে ল'য়ে গেছে উপকীচকেরা
মৃতদেহ করিয়া বহন, তুই চল্।

(সন্তর্পণে বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ। নিয়ে যাক্, নিয়ে যাক্ ; অর্দ্ধপথে
করিব সকলি শেষ ; আমি ভীম, পবননন্দন।

প্রহরী। চল্, চল্।

বল্লভ। আমিও চলেছি সাথে !

[সৈরিন্ধ্রী সহ প্রহরীর প্রস্থান, বল্লভের অনুগমন]

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। ভ্রাতা গেল শুধু কি আমার,
সঙ্গে সঙ্গে রাণী নামও হইল বিলুপ্ত ;
কে আর দেখিবে রাজ্য, কে করিবে
শাসন তাহার, বৃদ্ধ রাজা অপারগ,
উত্তরও অক্ষম—অন্তঃপুরই যোগ্য তার।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

কি আর শুনাবে শেষ সংবাদ প্রহরী ! (বস্ত্রাঞ্চলে রোদন)

প্রহরী। উপকীচকেরাও সব হয়েছে নিহত।

সুদেষ্ণা। কি বলিস্ ?

প্রহরী। উপকীচকেরাও সব হয়েছে নিহত।

সুদেষ্ণা। রাজ্য কি বাহিনী শূন্য ? দূর হ'য়ে যা।

[প্রহরীর প্রস্থান]

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

এখানে হবে না স্থান, অন্যত্র দেখগে'।

সৈরিন্ধ্রী। আর ত্রয়োদশ দিন,
এতদিন রেখেছেন চরণে যখন— (পদতলে পতন)

সুদেষ্ণা। আর তোর মিষ্টবাক্যে ভুলিব না আমি,
এই দণ্ডে এ ভূমি ত্যজিয়া
চ'লে যা'—চ'লে যা' তুই।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য। বিরাট প্রান্ত।

উত্তর। তুমি যে অভয় দিয়ে নিয়ে এলে মোরে,
আমিও এলাম নেচে তোমার কথায়,
তুমি কি করিবে যুদ্ধ ?—একি নৃত্য, গীত ?
না—এ বিলাস কানন ? অন্তঃপুর ?—যাহা
বলা যায় তাই মাথা পেতে নেবে,
বিশ্বাস করিবে—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন
দিগ্বিজয়ী বীর মোরা ? অস্ত্র, শস্ত্র কই ?

বৃহন্নলা। অস্ত্র, শস্ত্রও চাই নাকি ? কেন, বাহু আছে,
মুখ আছে, অন্তঃপুরে রুদ্ধ শত শ্রোতা,
এত'তেও নাহি হবে বীরত্বের খ্যাতি ?

উত্তর। না, আমি যাব না।

বৃহন্নলা। অস্ত্র, শস্ত্র পেলেও যাবে না ?

উত্তর। না ভাই, ভয় করে বড়।

বৃহন্নলা। সে কি, এত আস্ফালন—
উত্তরা যে বলিয়া দিয়াছে, ছিন্ন বস্ত্র
ল'য়ে যেতে,—করিবে পুতুল খেলা !

উত্তর। আর তো বেশী দূরও নেই,
আসিতেছি যতই নিকটে—

বৃহন্নলা। ভয় নেই ;
আমি র'ব রথী হ'য়ে সম্মুখে তোমার,
যদিও সারথি ব'লে এসেছি সেখানে।

উত্তর। ও, তুমি নাম চাও।

বৃহন্নলা। না—না, তুমিই ছিলে রথী করিও প্রচার।

উত্তর। এতো মন্দ নয়, শস্ত্র ?

বৃহন্নলা। যাও ওই শমীবৃক্ষে, ফিরিয়া এস না,
শব দিয়ে আবৃত বলিয়া—মনে
নাহি ক'রো করিতেছি আমি উপহাস।

উত্তর। যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে আমার,

বৃহন্নলা। তাও হয় রণ জয়, তবে অন্তরালে থেকো।

উত্তর। হয় রণজয়? তবে আমি নিয়ে আসি।
(বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া)
উঃ, কি দুর্গন্ধ! তবে যাত্রা মন্দ নয়;
শুনিয়াছি গল্পে—মেয়ে মহলেতে,
বামে শব দরশন শুভ, সুলক্ষণ।
(অস্ত্রাদি আহরণ, কতিপয় রাখিয়া কতিপয় গ্রহণ)
ওঃ, রাশি রাশি, কি হইবে এত?

বৃহন্নলা। (গ্রহণ করিয়া) যুদ্ধ অন্তে ঠিক এইমত,
রাখিতে হইবে পুনঃ যথা সন্নিবেশ।

উত্তর। (স্বগত) দেখে কিন্তু বোধ হয় বীর।

বৃহন্নলা। হও অগ্রসর।

উত্তর। চল। (বৃহন্নলার প্রস্থান ও উত্তরের অনুগমন)

পট পরিবর্তন। অপর প্রান্ত।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। দেখে নেব কেমন বিরাট;
ভীষ্ম, দ্রোণ—না হয় দিলাম ছেড়ে,
গোধন হরণে তারা ছিল পরাঙ্মুখ।
কিন্তু কর্ণ—সেও গেল পলাইয়ে?
দ্রোণাচার্য্য বলেছেন ঠিক,
নিশ্চয়ই অর্জ্জুন, উত্তরে পশ্চাতে রাখি
নিজেই হইয়া রথী রণে অগ্রসর।
দেখে নেব, করেছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

যেতে হবে পুনঃ বনবাস,
ত্রয়োদশ বর্ষ—ত্রয়োদশ বর্ষ। (প্রস্থান)

উত্তর। পালায়, পালায়. ধর—ধর।

অর্জ্জুন। যেতে দাও, করিয়াছে সীমান্ত বর্জ্জন
পরাজয় কলঙ্ক লেপনে, আর কেন ?

উত্তর। (ধনুঃ পরামর্ষণে) এ কি ধনুকের গুণ ?
অথবা তোমার ?—আমি তো না পাই ভেবে !

অর্জ্জুন। বিস্মিত হয়েছ বুঝি ?

উত্তর। কিন্তু করি জিজ্ঞাসা তোমারে, যুদ্ধকালে
সে অপূর্ব্ব রথ এল কোথা থেকে ?
সত্যই বিচিত্র. আমি তো না পাই ভেবে।

অর্জ্জুন। ভাবনা যা' ছিল তাহা দূরীভূত এবে।
তুমি যাও, বিরাটে সংবাদ দাও—রণজয়
হয়েছে মোদের, শত্রু ত্যাগ করিয়াছে
সীমান্ত প্রদেশ, আমি যাইতেছি পরে।
শোন—নহি আমি ক্লীব. নহি বৃহন্নলা,
আমি পার্থ ; কঙ্ক নামে যেই সভাসদ,—
তিনি জ্যেষ্ঠ—যুধিষ্ঠির ; বল্লভ যে ভীম—
সূপকার বেশে, নকুল ও সহদেব
অশ্ব—গোরক্ষকরূপে রয়েছে বিরাটে।

উত্তর। (স্বগতঃ) এতদিন জানিনি এ কথা ! হেন নীচ কার্য্যে
রয়েছে আবদ্ধ ? পিতারে বলিব গিয়া
এই গৃহে উত্তরার বিবাহ অর্পিয়া
আত্মায় সম্বন্ধ সূত্রে হইতে সম্বদ্ধ।
এ ঋণ অপরিশোধ্য ; বিনা ধনঞ্জয়
সত্যই এ রণজয় ছিল অসম্ভব।
এও কি সম্ভব, আমিতো না পাই ভেবে।

অর্জ্জুন। তুমি যাও, বিলম্ব ক'রো না,
উল্লসিত কর সবে সুসংবাদ দানে।

উত্তর। মহত্ত্ব, বীরত্ব বুঝি থাকে সদা পাশে।
(পশ্চাদবলোকনে বার বার দেখিতে দেখিতে প্রস্থান

অর্জ্জুন। বিরাটের গোধন সমৃদ্ধি—ঈর্ষা মূল
প্রত্যেক রাজার, এ সম্পদ ত্রিজগতে
তুলনা বিহীন, ষড়ৈশ্বর্য্য, সুখকর।
কীচকে করিয়া বধ
কৃতজ্ঞতাহীনতার যেই পরিচয়
দিয়াছিনু আশ্রয়েরে আশ্রয় লভিয়া,
কথঞ্চিৎ উপশম—সান্ত্বনা এখন।
আশ্রয় আশ্রিতে যদি এইমত হয়,
ত্রিভুবনে কেহ আর না দিবে আশ্রয়;
কিন্তু এই পরের কারণে—সমুদ্যম
আত্মীয় বিনাশে, মার্জ্জনীয় কভু কি তা'?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ক্ষমা কর, আশ্রয়ের
সম্মান রক্ষিতে, পালিতে আশ্রিত ব্রত,
সম্মোহন শক্তির প্রয়োগে—অসম্ভবও
হল রণজয়, উত্তরার তুষ্টি তরে
ভীষ্ম বিনা লইয়াছি করে, বহুমূল্য
বস্ত্র খণ্ড—ছিন্ন করি' সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে।
সম্মোহন শক্তি দেখে কৌরব তখন,
বুঝিল—নিশ্চয় ইহা পাণ্ডবের কায;
হিংস্র দুর্য্যোধন—কূট বুদ্ধি বলে তার
ভাবিছে উপায় বহু, কি জানি কি হয়?

তৃতীয় দৃশ্য। বিরাট-রাজসভা।

সিংহাসনারূঢ় যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির। উঠে গেল একে একে সবে ; বলদেব,
বাসুদেব, দ্রুপদ, সাত্যকি—এসেছিল
যে সমস্ত অন্যান্য নৃপতি—পাণ্ডবেরে
করিতে সহানুভূতি অনন্য কাপট্যে,
চ'লে গেল সব সমবেত অন্তরের
আশীর্ব্বাদ দিয়ে—অনিবার্য্য রণ জয়।
ধনঞ্জয়ও আশ্বাস বচনে—দ্বৈতবনে
বলেছিল আস্ফালন সহ, সসাগরা
পৃথিবীর—রাজা আমি করিব তোমারে।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এখনও ভুলিনি সে পণ, ধর্ম্মরাজ!
এখনও অকুণ্ঠিত কর্ত্তব্য পালনে,
এখনো নির্ভীক কণ্ঠে দৃঢ়তা সহিত
কহিতেছি—যতক্ষণ রহিবে গাণ্ডীব,
যতক্ষণ তপ্ত রক্ত বহিবে শিরায়,
যতক্ষণ কৃষ্ণ সখা, যতক্ষণ এই
জ্যেষ্ঠ পদে মতি—ভক্তি অচলা আমার
কিছুতেই বিস্মৃত হব না, বীরভোগ্যা
বসুন্ধরা, কীর্ত্তিলব্ধ রাজ্য—সিংহাসন।

যুধিষ্ঠির। বুঝেছি তা' বিরাটের আজি আচরণে ;
যে বিরাট সুখ্যাতি শুনিয়া
করেছিল নাসিকায় অক্ষের প্রহার,
যে বিরাট সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে
ক্রোধে, ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিয়া, রুদ্ধবাষ্প
তীব্র দৃষ্টিক্ষেপে চেয়েছিল মোর প্রতি ;

সে বিরাট আজি স্বয়ং ধরিয়া করে
বসাইল সিংহাসনে সাদরে যতনে,
বৈবাহিক সম্বন্ধেও পরম কৃতার্থে।

অর্জ্জুন। কিন্তু ধৌম্যে পাঠানো কি উচিত হয়েছে ?
যেইজন পরাজিত গন্ধর্ব্ব সমরে
শৃঙ্খলিতকরে দাঁড়াইয়া নত শিরে
মেগে নিল মার্জ্জনা আপন, তার পাশে
পুনঃ ভিক্ষা আকিঞ্চন—

যুধিষ্ঠির। ছি অর্জ্জুন, উপকার ক'রে আস্ফালন
নিন্দনীয়, গর্হিত, কলঙ্ক আখ্যাপক।

অর্জ্জুন। হে পূজ্য, আরাধ্য ! মুখর করেছে মোরে
বামনের চাঁদ ধরা দেখে, শাসিত যে—
যে যদি শাসক পদে হয় অধিষ্ঠিত,—

যুধিষ্ঠির। (আলিঙ্গনে) অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !
জানি তুমি বিশ্বজেতা বীর, জানি তুমি
পরমার্থ ধন-অধিকারী, জানি তুমি
পূজারী কৃষ্ণের—কর্ম্মের, ধর্ম্মের ; ভাই !

অর্জ্জুন। পূজনীয় ?

যুধিষ্ঠির। এ গর্ব্ব কি ভুলবার মোর ?

অর্জ্জুন। আশীর্ব্বাদ কারণই যে জানি।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। ধর্ম্মরাজ ! ধনঞ্জয় !

উভয়ে। পিতামহ ! পিতামহ !

যুধিষ্ঠির। কি সংবাদ ?

বিদুর। আমি বিতাড়িত, বহিষ্কৃত রাজধানী হ'তে।

যুধিষ্ঠির। কারণ ?

বিদুর। পাণ্ডবীয় পক্ষ সমর্থন।

যুধিষ্ঠির। শুধু সমর্থনে ? আমি জানি—এই যুদ্ধে
অনুগ্রহ পাব না কিছুতে, কিন্তু পাব
আশীর্বাদ—যার কাছে তুচ্ছ সিংহাসন।

অর্জ্জুন। যত দিন ইচ্ছা—থাকুন মোদের সাথে।

বিদুর। সব্যসাচী!—হয় না কিছুতে তাহা।

যুধিষ্ঠির। জানি তাহা, আস নাই আশ্রয়ার্থে হেথা;
আসিয়াছ মনোবেদনা জানাতে,
আসিয়াছ স্নেহাস্পদে বোঝা'তে কেবল
অক্ষমতা, অস্বাতন্ত্র্য সন্ধির ব্যাপারে।

অর্জ্জুন। কিন্তু মোরা এতই কি অপরাধী,
না পাব মন্ত্রণা কণা—

বিদুর। অন্তর যে বাঁধা প্রিয়! তোমাদেরই পাশে।

যুধিষ্ঠির। কোথা যাবে ?

বিদুর। তীর্থ পর্য্যটনে ; যদিও নিশ্চিত জানি—
তীর্থ মোর এই স্নেহ সমবায়,
তথাপি—

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! পিতামহ! বলিতে সাহস—

বিদুর। অসম্ভব যুধিষ্ঠির, তুমি নাহি ব'লো।

অর্জ্জুন। পতঙ্গ বোঝে না কভু,
অগ্নি তার মৃত্যুর কারণ।

বিদুর। ছি অর্জ্জুন!
অবাধ্যতা হ'তে পারে বেদনাদায়ক।

যুধিষ্ঠির। ধৌম্যের পৌঁছানো দেখে—

বিদুর। শুধু কি পৌঁছানো,

বিনা রাজ্য প্রত্যর্পণ
সন্ধি সর্ত্তে সম্মত তাহারা।

যুধিষ্ঠির। অনুগ্রহ যথেষ্টই ; ফল ?

বিদুর। বিষময়। পূজনীয় ব্যাসদেবও
বোঝাইয়া সাধ্যমত প্রত্যাগত গৃহে।

যুধিষ্ঠির। ব্যাসদেবও অনুরোধে উদ্যত, এ সত্য ?

বিদুর। শুধু অনুরোধ নয় ভবিষ্যের ছবি
উন্মুক্ত করিয়া দিয়া অন্ধেরও সম্মুখে—

যুধিষ্ঠির। ব'লো না—ব'লো না আর, বুঝিয়াছি—

বিদুর। কে বলিল—অন্ধ নাহি দেখিবারে পায়,
অন্ধ দেখে আপন জীবন, কর্ম্মফল
অব্যক্ত ভীষণ।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! পিতামহ!

অর্জ্জুন। বুঝিলাম—সমাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা ঘোর।

বিদুর। ভারতের বক্ষে যাহা র'বে কল্পাবধি।

যুধিষ্ঠির। অবশ্যসম্ভাব্য যাহা, তাহা অনিবার্য্য।

বিদুর। যুধিষ্ঠির! গান্ধারীর শতপুত্র—
সকলই যে সম স্নেহের আধার। (চক্ষুমার্জ্জনা)

অর্জ্জুন। দিন পদধূলি, এই অশ্রুই
দেখাবে গন্তব্যপথে আলোকের রেখা।

বিদুর। গাণ্ডীবী! গাণ্ডীবী।

অর্জ্জুন। পিতামহ!

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। পিতামহ। আমি কি কেহই নয় ?
তীর্থে যাবে, সঙ্গে কেন আমাকে নাও না।

বিদুর। এখানেও তুমি !
কতরূপে আছ ব্যেপে তুমি বিশ্বপতি।

কৃষ্ণ। পাণ্ডব যে পেলে আশীর্ব্বাদ,
আমি কি পাব না কিছু ?

বিদুর। তুমি ধর্ম্ম, তুমি জ্ঞান,
কর্ম্মময় জীবনের প্রাণ,
কর্ম্ম অন্তে দিই যেন চরণে অঞ্জলি
কর্ম্মফল—যাহা কিছু আমার বলিতে।

কৃষ্ণ। তীর্থে যাওয়া হবে না তা'ব'লে ;
দুর্য্যোধন পাঠায়েছে চতুর্দ্দিকে চর,
নিয়ে যেতে সানুনয় মিনতি বচনে।

বিদুর। কিবা নাহি জান, কিই বা না কর।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ ! তুমি যে আবার ?

কৃষ্ণ। একাই কি তোমরাই আশীর্ব্বাদ নেবে,
আমি যে পেলাম এই আশীর্ব্বাদ—
যেথা ধর্ম্ম, সেথা জয় এই আবিষ্কারে।
ধর্ম্ম। ধর্ম্ম !

বিদুর। হে প্রণম্য নরনাথ, নরের সারথি,
তুমি কি কেবলই বদ্ধ পাণ্ডবের সনে ?
সূর্য্যরূপে তুমি দাও সর্ব্বত্র কিরণ,
জীবরূপে তুমি কর সদা অবস্থান,
বায়ুরূপে আছ ব্যেপে নিখিলের স্তরে,
প্রাণাপান নামে খ্যাত বিশ্ব চরাচরে।
তুমি আদি, তুমিই অনন্ত,
তুমি স্থিতি, তুমিই বিলয়।

অর্জ্জুন। সখা ! সখা !

যুধিষ্ঠির। বিপদবারণ, শেষ সম্বল জীবের !

বিদুর। অদ্ভুতের সমাবেশ, অদ্ভুত মিলন !
যদিও ত্যজিতে ইচ্ছা না হয় তিলেক,
তথাপি—আমি আসি। (একদৃষ্টে অবলোকন)

যুধিষ্ঠির। ততক্ষণই প্রীতি,
যতক্ষণ আত্মীয় সন্নিধি।

বিদুর। মায়া, মায়া।

(প্রস্থান ও সকলের অনুগমন)

চতুর্থ দৃশ্য। মহেন্দ্র পর্ব্বত।

তপশ্চরণ রতা অম্বা।

অম্বা। শীত, গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া, মুখে জল
নাহি দিয়া, বসিয়াছি তপঃ আচরণে ;
কাশীরাজ গৃহ হ'তে করিয়া হরণ,
যে বীর অধম—বীরত্ব অর্জ্জন করি
পুরুষের ভূমিকা গ্রহণে, পৌরুষেয়ে
দিয়া বিসর্জ্জন—একটা জীবন ব্যর্থ
করিল আমার, বিনা বধ তার—
শান্তি নাই, শান্তি নাই, ইষ্ট কিছু নাই।

(ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। কে বালিকা ?—জিঘাংসারে তপঃ তুমি বল ?
উগ্রতারে দিয়া বিসর্জ্জন, কিবা ইষ্ট
চাহ বরাননে ?

অম্বা। কি দেখিছ রূপের এখন ? জীবনের
শেষ সীমায় আসিয়া,—আসিয়াছ
ইষ্ট দিতে আজ ? একমাত্র ইষ্ট মোর—
মৃত্যু—মৃত্যু, প্রতি পল এত জ্বালাময়।

মহাদেব। ইহজন্মে পারিল না, জন্মান্তরে পারিবে সে ?

অম্বা। এক জন্মে নাহি হয় শত জন্মে হব ;
তথাপি না আক্রোশ ত্যজিব, পাছে পাছে
নিয়ত ঘুরিব, বধিব—বধিব তবু।

মহাদেব। বৃথা ঘুরে সকলই বিফল হবে।

অম্বা। কোথা গেলে হবে, কার দ্বারে গেলে হবে,
ক্ষত্রান্তক রাম হ'তে বলবান্ কেবা ?
কেবা শক্তিমান—ভীষ্ম হ'তে ভীষ্ম যেবা ?

মহাদেব। আমি যদি দিই সেই বর ?

অম্বা। তুমি ! তুমি দেবে ? চাহিনা জানিতে তুমি ;
তাই আজ আমিত্বে জাগাতে—করায়ত্তে
রাখিতে সকল—বসেছি কঠোর তপে।
আর আমি শুনিব না কাহারও বচন,
আর আমি আসন ত্যজিয়া—পরে দেবে
এই প্রত্যাশায়—র'ব না নিশ্চিন্ত হ'য়ে।
আর তুমিই বা কি করিবে তাহার ?
ভীষ্ম ও পরশুরামে কুরুক্ষেত্র পরে
ত্রয়োদশ দিন ব্যাপি যুদ্ধ আয়োজনে
পৃথিবী, দেবতাগণে কম্পিত করিয়া
যে বিরাট্ বিভীষিকা কালের বক্ষেতে
সৃজন করিয়াছিল কল্পান্ত আভাষ,
যারে ল'য়ে এই বিবাদের সূত্রপাত,
কেবা আমি জানিবারে চাও,—আমি
সেই অম্বা, প্রত্যাখ্যাতা কাশীরাজ সুতা।

মহাদেব। ইচ্ছা মৃত্যু—ইচ্ছা তার জাগাতে হইলে
শত জন্ম কর যদি তুমিও তপস্যা,
নারিবে করিতে স্পর্শ কেশাগ্র তাহার।

অম্বা। কে তুমি আমার মনে ব্যর্থতা জাগাতে
আমার উদ্দামবৃত্তি নিরোধ করিতে
অঙ্কুরেই মূল উৎপাটনে—কাল হ'তে
কালান্তক—মহাকাল দাঁড়ালে সম্মুখে ?
মুখে বুকে সম হলাহল, আর নাহি
হবে ফল, ফিরে যাও—ফিরে যাও তুমি।

মহাদেব। (স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া)
বুঝিয়াছি আত্মনাশ সঙ্কল্প তোমার ?
কিন্তু শোন—নাহি হ'ল নারীরূপে আজ,
না হবেও নররূপে নিধন কদাপি ;
যদি পার—নপুংসক হ'য়ে।

অম্বা। তাই,—তাই। (দ্রুত অগ্নিতে আত্মাহুতি দান)

মহাদেব। কে বলিল—নারী শুধু কোমলতা সার,
বিভীষিকাও থাকে সেথা সমভাবে ;
অম্বা ছিল তেজস্বিনী নারী,
তাই তার হ'য়েছিল আত্মার উদ্বোধ।
এই মত কত শত আত্মার অজ্ঞাতে
হ'তেছে যে প্রকৃতির ক্ষুব্ধ বিপর্য্যয়,
বোঝে সে তখন—যখন সে চ'লে গেছে
অতীতের পথে, দীন হ'য়ে—আশা ল'য়ে
আপনারই হাতে গড়া অপূর্ণ গহ্বরে।
অম্বা ! অম্বা ! দ্রুপদ গৃহেতে জন্ম
হবে তব শিখণ্ডীর রূপে, কুরুক্ষেত্রে
হবে যাহা স্মারক, জাগ্রত।

পটক্ষেপণ।　　বনপথ।

শিখণ্ডী ও শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। কে তুমি বালক, কে তুমি বালক ?

শিখণ্ডী। দ্রুপদ নন্দন আমি।

কৃষ্ণ। কি দেখিছ, কি ভাবিছ উদাস নয়নে ?
কি পুনঃ নূতন আশে নূতন আগ্রহে—
হিরণ্যবর্ম্মার কন্যা পাইয়া গৃহিনী,
জনশ্রুতি শুনি চলেছ অনন্ত মনে
উন্মুক্ত করিতে আত্ম-জীবনী বিচিত্র ?

শিখণ্ডী। কে আপনি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী ?

কৃষ্ণ। প্রয়োজন হবে তোমা কুরুক্ষেত্র রণে ;
ভীষ্ম সনে বাঁধিবে যখন রণ, যখন সে
দুর্ম্মদ, অপরাজেয় ইচ্ছামৃত্যু রথী
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে রুধি পাণ্ডবের গতি
দাঁড়াইবে শালপ্রাংশু সম অতিকায়।

শিখণ্ডী। কি হেতু নীরব দেব ?

কৃষ্ণ। যাও তুমি চলেছ যেথায়
দিবে যক্ষ দেহ বিনিময়, পাবে পুংস্ত্ব,
আশা যাহা অন্তর নিহিত।

শিখণ্ডী। কে আপনি—আপনা দেখিবামাত্র
পূর্ব্বস্মৃতি—আত্মবোধ হতেছে আমার,
আমার কি জন্ম তবে প্রতিহিংসা নিতে ?

কৃষ্ণ। পাবে পরিচয়, যখন সময় হবে ;
এই মাত্র জেনে রাখ—তুমি আদরের,
বড় আকাঙ্ক্ষার ঈপ্সিত অভীষ্ট সম। (শিখণ্ডীর প্রস্থান
এ বালক ছিল পূর্ব্বে
অম্বা নামে কাশীরাজ গৃহে,
লভেছে দ্রুপদ গৃহে জন্ম পুনরায়।
জানে সে দ্রুপদ নপুংসক ব'লে,
জন্মাবধি রাখিয়াছে পুরুষের বেশে।

হয়েছে সে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ,
তাই এ বালক— চলেছে একাগ্র মনে ;
এখনো রয়েছে সেই পূর্ণ একাগ্রতা।
সেই দীপ্তি, প্রচ্ছন্ন অনল—প্রত্যাগতে
দ্রোণাচার্য্য পাশে—শিখিবে শস্ত্রাদিবিদ্যা,
কালে রথী নাম করিবে অর্জ্জন,
করিবে নিপাত ভীষ্মে,—বিস্মিত পৃথিবী ;
এরি জ্যেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সংহারী।
এই দুই পুত্র, আর দ্রৌপদী কৃষ্ণারে
লভেছে দ্রুপদরাজ যজ্ঞারব্ধ করি;
এই তিনই পাণ্ডবের প্রধান সহায়। [প্রস্থান]

(যক্ষানুচরের প্রবেশ)

(গীত)

যক্ষানুচর। আয়না দেখি কেমন জোর!
কেমন জেদ ও সাহস তোর!!
ধর্‌বো যখন কোমর বেড়ে থাকৃতে হবে গলা ধ'রে
অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে যাবে
আমার আধা—আধা তোর!!
এই যে বসন উত্তরীয়ে গেঁট বেঁধে দেয় মন্ত্র দিয়ে
সাক্ষী রেখে আগুন জ্বলে
তোমার নীচেয়—আমার ওপর!!
পলে পলে অভিমান কারণ বিনা অভিযান
হচ্ছে ফলে দুটী প্রাণে
পান্‌সে ঝ'রে একেই তোর!!

চী

হ'ল ভাল, একজনে উপকার ক'রে ;
ফলে, অভিশপ্ত হলাম প্রভুর পাশে—
স্ত্রীরূপে বিহর তুমি যাবৎ শিখণ্ডী।
সত্য আমি মায়াশক্তি দিয়েছি তাহারে,

পুরুষত্ব করেছি অর্পণ, তা'তো হ'ল.
কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনী—বিরহিনী হ'য়ে
কেমনে যে এই দীর্ঘকাল—র'বে একা,
না যদি থাকিত এই দাম্পত্য বন্ধন।
একে তো প্রথম হ'তেই অভিমান নিয়ে
কেটে গেল যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি.
এবে পরিণতি কালে এই অভিশাপ,
প্রেয়সীর উপহাস, আমার দুর্ব্বুদ্ধি;
কিই বা করি, অপেক্ষায়ই থাকা যাক্।
আহা, বালকের সেহ সুন্দর বদন,
সেই একাগ্রতা আরাধন, মনে হ'লে—
থাক্, সুখী হোক্। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য। মথুরা।

রাধা ও তৎসখীগণ।

সখীগণ। (নৃত্য ও গীত)

মোরা কি অমৃত অধিকারী!
যাহা চাহে মন করি তা' অবাধে
নয়নে শয়ন স্মরি!!
চোখ চেয়ে দেখা বুঝি বা অপেক্ষা
চোখ বুজে দেখা পরম সুকৃতি
চোখে দেখা ধন ক্ষয়েরই কারণ
বেদনা—বক্ষ বিদারি!
চোখের অতীত সে ধন শাশ্বত
অবিকৃত—ব্যথাহারী!!
চরণেতে আর দিব না অঞ্জলি
পূজা ব'লে হ'রি কুসুম স-কলি

ব্যথা দিয়ে একে ব্যথা দূর আশে
বঞ্চনা সার করি!
দেখে শুনে তাই ব্রজের গোপাল
দুয়ারে দুয়ারে ভিখারী!!

রাধা। তোরা তো আছিস বেশ,
কিন্তু আমার যে কি জ্বালা,
মনে পড়ে সেই শ্রীদামের অভিশাপ,
শতবর্ষ বিরহিনী হ'য়ে
ঘুরিতে ফিরিতে হবে দীপ শিখা ধ'রে।
বিরজা! বিরজা! তোর মনে ব্যথা দিয়ে,
তোরে করি— প্রণয়ে বিচ্ছেদ, স্রোতঃরূপে
বহাইয়ে, আমার এ দীন দশা আজ।

সখী। তা সত্যি, আমোদে ডুবিয়ে রাখতে আমরা যে এত প্রয়াস পাই, তবুও এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, হেনস্তা? আমরা যে দাসী।

রাধা। তোরা দাসী, তোরাই যে ঐশ্বর্য্যাধিকারী;
প্রকৃত প্রেমের যদি যথার্থ আস্বাদ
পেয়ে থাকে কেউ, ত' তোদের ব্যক্ত এই—
ভাব ও ভাষার ছন্দে অব্যক্ত লহরী;
সত্য সখী! জীবন ইহাই।

সখী। তবে আমরা এলে আমাদের তাড়িয়ে দাও কেন?

রাধা। কেন দিই, কি বল্‌বো? এক কথায় বল্‌তে গেলে তোদের আশা অল্প, আমার আশা অনন্ত, তোরা অল্পে সন্তুষ্ট হোস্, আমার সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডটা ধর্‌লেও আমি যে তৃষিত, সেই তৃষিতই। তোরা ফিরে যা, তোরা মনে করিস্—চাঁদের কিরণ আর কথার অমৃত ঢাল্‌লেই চিত্তের সন্তোষ উচ্ছ্বলিত সমুদ্রবক্ষের মত, অনল স্পর্শে দুগ্ধরাশিরই মত সমধিক স্ফীত হ'য়েই উঠ্‌বে।

সখী। তবে আমরা ফিরে যাই ?

রাধা। যা, যা, কতবার বল্‌বো, যা।

সখী। আস্‌বার সময় হয়েছে কি না !

[পশ্চাৎ কটাক্ষে সকলের প্রস্থান]

(গীত)

রাধা। অমৃত অমৃত ব'লে পাগল সকলে শুনি
কোথা এ অমৃত আছে
জেনেও তবু না জানি
খুঁজি খুঁজি করি জীবন পাসরি
জীবন অন্বে পুনঃ !
নূতন ধরিয়া আসিব জগতে
আমি যে কে সেই পুরাতন !!
কেহ মনে করে দেহ ব্যাধির আধার
কেহ মনে করে চির স্নেহ পারাবার
কেহ দিতে চায় অকালে বিদায়
কেহ রাখে কালে ধ'রে !
কেহ যায় দীপ নির্ব্বাণ ক'রে
কেহ পথে আলো ধ'রে !!

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! এ কি গীত, এ নির্ব্বাণ উচ্ছ্বাস কেন ?

রাধা। না, এইবার বাঁধ্‌বো, পেয়ে পেয়েও যখন স্থির থাক্‌তে পারিনে, স্থির রাখ্‌তে পারিনে, তখন না পেয়ে যাতে স্থির থাকি—জগতের এমন কঠোরতা সব বেছে বেছে অঙ্গ আভরণ কর্‌বো, যাতে কলঙ্কিনী অপবাদ প্রতিহত হ'য়ে তরল প্রবাহে ব'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। রাধা। রাধা! কলঙ্কিনীই যদি হবে, তবে অপবাদ তার সঙ্গে থাক্‌বে কেন ? এ কলঙ্ক আদর্শের।

রাধা। কলহও আদর্শের—শুন্‌লে লোক হাস্‌বে না ?

কৃষ্ণ। অপবাদ শব্দেও কি বুঝ্‌বে না ?

রাধা। তাই, তাইতো চলেছি, অবাধ প্রবাহে চলেছি, চরণে কঠোর নিগড় দিয়ে বাঁধ্‌তে চেষ্টা কর্‌লেও চলেছি।

কৃষ্ণ। তাইতো এত অগ্রসর হ'য়েছ, পশ্চাতের দিকে ফিরে চাইলে কি গন্তব্যে পৌঁছাতে এত শীঘ্র পার্‌তে ?

রাধা। অগ্রসর হয়েছি, না পেছিয়ে পড়েছি ? অগ্রান পরিষ্কার করেছি, না বাড়িয়েছি ? তোমাকে যে কেন লোক বিশ্বাস করে ?

কৃষ্ণ। তুমি কর না ?

রাধা। আমি করি, করি ব'লেই তো বল্‌ছি—পাব পাব ক'রে ছুটে না গিয়ে পেয়েছি পেয়েছি ব'লে ছুট্‌লে ধরা দিতেই হ'বে ; চোর !

কৃষ্ণ। ধরা দিতে কি কেউ চায় ?

রাধা। না, চায়—মজিয়ে মজা দেখ্‌তে।

কৃষ্ণ। কলহান্তরিতা, ক্রুদ্ধা। গোলোকের বিরজা থেকে আরম্ভ ক'রে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি সকলেরই উপর যে একটা বিদ্বেষ পোষণ ক'রে আস্‌ছ,—

রাধা। আমি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি নি।

কৃষ্ণ। না, আমি ভুল করেছি, আমারই উপর করেছ।

রাধা। তুমি শঠ, প্রবঞ্চক ; তোমার উপর কর্‌তে গিয়ে আমি আমার নিজেরই উপর করেছি।

কৃষ্ণ। অভিমানিনী !

রাধা। ভুল ভেঙেছে, চোখ ফুটেছে, আর আমি মুখের আদরে—

কৃষ্ণ। আমি কোথায় যাব ? আর তো সে বয়স নেই—"দেহি পদপল্লবমুদারং" ব'লে জগৎ হাসাব ?

রাধা। না, কুরুক্ষেত্রে শত শত নরশোণিতে ধরণীবক্ষঃ রঞ্জিত ক'রে—প্লাবিত ক'রে পাষাণ হ'তেও পাষাণত্ব অর্জ্জন করবে।

কৃষ্ণ। সবই কি আমি করি ?

রাধা। দুর্য্যোধন এসেছিল, তাকে নারায়ণী সেনা দিয়ে পাণ্ডবের পক্ষ নেবার জন্যই পক্ষপাতিত্ব ক'রে—

কৃষ্ণ। আমি যে আগেই অর্জ্জুনকে দেখেছি।

রাধা। দুর্য্যোধন আগে আসে নি ?

কৃষ্ণ। সে আমাকে চায় না, আমার সমযোদ্ধা অযুত সংখ্যক নারায়ণী সেনাকেই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছে।

রাধা। তাদের পরস্পর মৃত্যুর উপায়ও তো বিহিত ক'রে রেখেছ।

কৃষ্ণ। তা' রাখতে হ'য়েছে বৈ কি।

রাধা। সাধে কি আর শঠ বলে।

কৃষ্ণ। এই মাত্র তো বললুম—পিছনের দিকে না তাকিয়েই ছুটেছ, আমিও তো তোমাকে ছেড়ে নয়।

রাধা। মুখে আকাশের চাঁদ হাতে দিতে এমন যোড়া যদি দ্বিতীয় থাকতো।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধন কলির অংশ, এই কলির প্রভাব রোধ করবার জন্যই কুরুক্ষেত্র। কিন্তু ভাবনা, সমগ্র পার্থিব শক্তি একত্র হ'য়ে অষ্টাদশ দিন ব্যাপি যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হবে, ভীষ্ম ও পরশুরামের ত্রয়োদশদিনের দুটী শক্তিরই মাত্র প্রবল সংঘর্ষে দেবগণ সন্ত্রস্ত, চঞ্চল হয়েছিল, পৃথিবী টলায়-মান—বাসুকী অবনত হয়েছিল। বাসুকীর আধার কচ্ছপ, কচ্ছপের আধার বায়ু, বায়ুর আধার আমি,—আমি পর্য্যন্ত এতে এমন উদ্বিগ্ন হব,—

রাধা। যে ভীষণ সমরে সব যাবে, মরুভূমি হবে।

কৃষ্ণ। সে দিকেও পাষাণের খ্যাতি অর্জ্জনে কেন আর বাঁকি থাকি?

রাধা। না, তাও কি হয়; অষ্টাদশ দিনেই তাকে নিঃশেষ করতে হবে।

কৃষ্ণ। পৃথিবী সমুদ্র, অমৃত জন-মন, মন্থনদণ্ড রিপুসমুদয়, রজ্জু বিবেকাদি।

রাধা। আর প্রযোজক তুমি।

কৃষ্ণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথাই, এস।

রাধা। এ যে কি! (বাহুবেষ্টনে প্রস্থানোদ্যম)

ষষ্ঠ দৃশ্য। শিবির।

অস্ত্রসজ্জায় রত ভীষ্ম ও বিদুর।

ভীষ্ম। বিদুর! বিদুর!
না এসেও পারিলে না তুমি, আর আমিও—
রহিলাম পাশে বদ্ধ আমরণ দেখি।

বিদুর। তথাপি যে কাল রণ—

ভীষ্ম। করিতেছি তথাপি প্রতিজ্ঞা,
প্রতিদিন দশ সহস্র অধিক
করিব বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ নিশ্চিত।

বিদুর। ওই কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজায় ফুৎকারি,
ওই ধনঞ্জয় দেবদত্ত করে
মুহুর্মুহু উচ্চ নিনাদ ঘোষিছে,—
করিছে আহ্বান রণে কৌরবে বিদারি।

ভীষ্ম। সত্য ইহা, ধনঞ্জয়-বিপক্ষে দাঁড়ানো
কৌরবের সাধ্যের অতীত; কিন্তু আমি

প্রত্যাবৃত্ত নাহি হব রণে, শিখণ্ডীরে
যদি নাহি হেরি—চলিবে নৃশংসকার্য্য
ঠিকই সমভাবে ; হউক পাণ্ডব,
তথাপি কার্পণ্য নাই, নাই কাতরতা।

বিদুর। দেখে ইহা বুঝিতেছি বেশ ;

ভীষ্ম। কি দেখিছ এমন এখন ?
দেখিবে তখন—যখন বিপক্ষ মাঝে
উন্মুক্ত কৃপাণ করে মত্ত করি সম
করিব কদলীবৎ ছিন্ন ভিন্ন সব ;
একা বৃদ্ধ শত হ'য়ে দাঁড়াবে সম্মুখে।
তুমি যাও, দুর্য্যোধনে করহ নিষেধ,
সে যেন আসিয়া আর বারে বারে মোরে
নাহি করে বিরক্তির প্রদাহ জ্বালায়ে
আরও ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত—শত্রু বধ শীঘ্র
হবে ব'লে, আমি জানি অন্তের সময়ে
শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দৈব-অনুগ্রহী।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ ! পিতামহ !

ভীষ্ম। আবার ! আবার !

দুর্য্যোধন। শুনিতেছি, পাণ্ডবেরা নাকি—
আসিতেছে যুদ্ধের প্রারম্ভে
পিতামহ পদধূলি নিতে ?

ভীষ্ম। তারা সৎ, সততার তাই অনুরাগী।

দুর্য্যোধন। (স্বগতঃ) এই বৃদ্ধ সেনাপতি মোর !

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন ! সন্দেহ ক'রো না মোরে ;
ভীষ্মের শপথ বিশ্বে কত শক্তি ধরে,
আজি কি নূতন ক'রে পরিচয় তার

দিতে হবে পরীক্ষার নিকষ পাথরে ?
তুমি যাও, জেনো—নির্ম্মম যুদ্ধার্থী ভীষ্ম ।
(ভীষ্মের প্রস্থান, বিদুরের অনুগমন, নেপথ্যে
দুন্দুভিধ্বনি ও বেগে জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ। কোন চিন্তা নাই দুর্য্যোধন,
নিমেষে পশিবা মাত্র পিতামহ তব
অযুত শত্রুরে করি বিধ্বস্ত ভূতলে
আচ্ছন্ন করেছে দিক্ শরজালে ভরি

দুর্য্যোধন। জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!
আত্মীয়স্বজনে সবে—
দেখা হ'লে বিপদের কালে
কি আনন্দ হয় ভাষা কি জানাবে ?

জয়দ্রথ। একাদশ অক্ষৌহিণী করেছ সংগ্রহ,
পৃথিবীর খ্যাত বীর সমাগত সবে,
কর্ণ, শল্য, সোমদত্ত তনয়, অন্যান্য
প্রাণ তুচ্ছ ক'রে অবতীর্ণ রণে,—
র'বে জয় কতক্ষণ ত্যজি দুর্য্যোধনে ?
ওই শুন ভীষ্মদেব সিংহনাদ স্বনে
সৈন্যগণে উত্তেজিত, উৎসাহিত করি
চির শুভ্র কীর্ত্তিধ্বজা শুভ্র শীর্ষে ধরি,
বার্দ্ধক্য ও অবসাদ আধার না মানি
পুনঃ পুনঃ হানিছেন কোদণ্ড শায়ক,
বক্ষোভেদে অরাতির নিরস্ত হতেছে ।
এইভাবে যুদ্ধ হ'লে—
পাঁচ দিনও লাগিবে না,
কর্ণ যাহা বলেছিল দম্ভ পুরঃসরে ।

দুর্য্যোধন। ওকি, ওকি ওই,
সহসা কেন বা হেন সময় নিবৃত্তি !

পাণ্ডীবী গাণ্ডীব ত্যজি বিষণ্ন কেন বা!
কি যেন বলিছে কৃষ্ণে কাতর বচনে—

জয়দ্রথ। বুঝি বা হয়েছে ভীত।

দুর্য্যোধন। তাও কি সম্ভব, তাও কি সম্ভব ?
সত্যইতো, রথ হ'তে অবতীর্ণ হ'য়ে
শোকাচ্ছন্ন ভাবে করে
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণেরে মিনতি। জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!
সন্ধির প্রস্তাবে—কিছুতেই সম্মত হব না।

জয়দ্রথ। হেরি সৈন্য সমাবেশ, বিরাটবাহিনী,
বিচিত্র কি—শোকাকুল হইয়া পাণ্ডব
আত্ম সমর্পণে হবে উদ্‌ব্যস্ত এখনি।

দুর্য্যোধন। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

জয়দ্রথ। আমিও সঙ্কল্প স্থির।

দুর্য্যোধন। ওই শুন বলিছে অৰ্জ্জুন—
চাহিনা সমৃদ্ধ রাজ্য,
চাহিনা ইন্দ্রত্ব পদ, স্বর্গ সিংহাসন,
চাহিনা বিজয়ী নাম, স্বধর্ম্ম অক্ষত।
একা কৃষ্ণ কতক্ষণ র'বে ? কতক্ষণ
যুঝিবে সমরে ? আছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী
নারায়নী সেনা, এই নারায়নী সেনা—
অযুত, অসংখ্য, তারই দত্ত ধন।

জয়দ্রথ। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন! শত্রু দিয়ে
শত্রু উৎপাটন, চমৎকার—চমৎকার ;
ভেদনীতি সত্যই সুসার।

দুর্য্যোধন। আর কে করিবে রণ, ওই দেখ—
সমর নিবৃত্তি তরে উচ্ছ্রিত পতাকা।

জয়দ্রথ। রণজয়, রণজয়।

দুর্য্যোধন। উল্লাস, উল্লাস, আসুক সে শৃঙ্খলিত ;
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। হস্তিনা।

ধৃতরাষ্ট্র। সব গেল, সব গেল ; ধৃতরাষ্ট্র শত
পুত্রের জনক—নাম মাত্র অবশিষ্ট,
চিহ্ন না রহিল ; সব গেল, সব গেল।
পাণ্ডবও প্রিয়পাত্র—বড় প্রিয়পাত্র,
কোথা ভীম—কোথা মোর আদরের ধন,
পুত্রহীনে ভ্রাতুষ্পুত্রই শেষের সম্বল।
আয়, আয়, বক্ষঃভ'রে করি আলিঙ্গন,
স্নেহপাশে রাখি তোরে আবৃত করিয়া।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। এই যে এসেছি আমি পিতৃব্য ! সকাশে।

(দ্রুত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে) থাম, থাম,—যেওনা, যেওনা।

ভীম। কেন কৃষ্ণ ?

(কৃষ্ণ কোন উত্তর না দিয়া লৌহময় ভীম ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে ধরিলেন)

ধৃতরাষ্ট্র। এসেছিস্ ?—আয়,—আয়।
(বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া মড় মড় করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

কৃষ্ণ। দেখিলে কি, কি ব্যাপার ?

ভীম। তবে কি কৃত্রিম উহা !
স্নেহের ভিতরও হেন সন্দেহের বীজ ?

কৃষ্ণ। চুপ্।

ধৃতরাষ্ট্র। (মস্তাবমর্ষণে) আহা, হ'য়েছিস্ নিঃশেষে নিহত
ভীম ! ভীম !

কৃষ্ণ। না পিতৃব্য ! নিহত সে হয় নাই,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে, কে, কৃষ্ণ ! লীলাখেলা হয় নাই শেষ ?

কৃষ্ণ। সত্যই পিতৃব্য ! জীবিত সে, ভীম ব'লে
আলিঙ্গিয়া—করিলেন নিহত যাহারে,
লৌহময় ভীম তাহা ; বারিরূপে
দুর্য্যোধন—রেখেছিল যারে, প্রকৃতের
বিনিময়ে—প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া।

ধৃতরাষ্ট্র। লৌহ ভীম ! লৌহ ভীম !

কৃষ্ণ। হ্যাঁ পিতৃব্য, কৃতকর্ম্মফল, কৃষ্ণ নহে
দোষী সেথা ; কৃষ্ণ এসে যেচেছিল
পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা পাণ্ডবের তরে,
কৃষ্ণ চেয়েছিল সন্ধি কৌরব-পাণ্ডবে,
ভ্রান্ত জীব—তবুও বোঝে না, দোষী আমি
তাদের বিধানে।

ধৃতরাষ্ট্র। শতপুত্র করেছি নিহত, স্বীয় ভুলে
শতপুত্র করেছি নিহত।

কৃষ্ণ। এখনও শান্তি যদি করেন প্রত্যাশা,
স্নেহক্রোড়ে স্থান দিন স্নেহার্থী পাণ্ডবে।

ধৃতরাষ্ট্র। এখন কি আদেশের করিবে অপেক্ষা !
যোগ্য কালে পরিহাস শোভনীয় বটে।

কৃষ্ণ। না পিতৃব্য! এখনও সেই সে পাণ্ডব,
বাল্যোচিত চিরাভ্যস্ত সরলতা সার,
এখনও পূজ্য জনে
অবিশ্বাস করিতে শেখেনি, এখনও
কৃতঘ্নতা—নাহি জানে কারে বলে তারা।

ধৃতরাষ্ট্র। কৃষ্ণ! পেয়েছ সময়, শুনাও—শুনাও,
যত পার শুনাও এখন, ধৃতরাষ্ট্র
প্রস্তর সদৃশ, প্রস্তরেও বহে
গৈরিক নিঃস্রাব, তার চেয়ে
আরও কঠিন, স্থাবর,—নির্ম্মম।

কৃষ্ণ। তথাপি পাণ্ডব চাহে আনুগত্য চির,
দাসত্ব করিতে তব—আজ্ঞাবাহী সম।

ধৃতরাষ্ট্র। ভীম! ভীম! আছিস্ জীবিত?
আছিস্ জীবিত? পিতৃব্য করেনি তবে
বধ? রাখে নাই নিদর্শন অনুরূপ?

কৃষ্ণ। উত্তেজিত সব পারে, এই জন্য
উত্তেজনা হ'তে—থাকে দূরে সতত বিবেকী।

ধৃতরাষ্ট্র। সত্য কৃষ্ণ! সত্য আমি হারায়ে বিবেক,
হ'য়েছিনু উন্মাদ তখন, এতই উন্মাদ—
পুত্রসম ভ্রাতুষ্পুত্রেও বধিতে উদ্যত।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। আর্য্য! প্রণাম চরণে;
দুঃখভোগ একাকী কি আপনার ভাগে,
পাণ্ডবেরও আপনার বলিতে কি আছে?—
ভস্মীভূত হ'য়েছে যে সবই ক্রোধানলে।
পূজ্য মনে ব্যথা দিয়ে—এই ফল ল'য়ে
আসিতে দ্রৌপদী চিত্ত—

ধৃতরাষ্ট্র। এস মা কল্যাণী! কুরুলক্ষ্মী বিসর্জ্জন
দিয়ে, আমিই করেছি কুল অন্ধকার ;
এখনো যা' আমার বলিতে—অন্ধ হ'য়েও
দেখিতেছি চক্ষের সম্মুখে,
তোমারই সতীত্ব দীপ্ত কারণ সেখানে।
আর আমি ছাড়িব না, পেয়েছি যখন—
আর আমি ছাড়িব না হারানো এ ধন।

দ্রৌপদী। (স্বগত :) কার কাছে আসিতে সঙ্কোচ
করিলেন আর্য্যপুত্র ? এ কি সেই ধৃতরাষ্ট্র,
যার কুটিলতা—হোমকুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ.
করিল আহুতি দান সমগ্র পার্থিব,
পৃথ্বির ভূষণ—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
বিনা মাত্র এ পঞ্চ পাণ্ডব, আর কৃষ্ণ,
সাত্যকি – এ সপ্ত মহারথী, শুনিলেও
রোমাঞ্চিত হয় যাহে তনু, সেই কুট—

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির আসে নাই বুঝি, দেখিবে না
ব'লে আর—অধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র মুখ ?
পাপ স্পর্শে পাছে হয় ধর্ম্ম কলুষিত ?
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি—অশনি সমান
জালা বক্ষে ল'য়ে, স'য়ে, এখনও
বিদ্বেষের লেশ মাত্র করেনি পোষণ,
ধন্য সে জীবন, ধন্য সে দুর্ল্লভ তপঃ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। পিতৃব্য ! স্বার্থ অভিযান যাহা,
তপঃ নামে কর অভিহিত ?

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির ! ভয় নাহি হ'ল,
জহ্লাদ পিতৃব্যপাশে আসিতে তোদের
ভয় নাহি হ'ল ?

কৃষ্ণ। সত্য কথা বলেছে দ্রৌপদী ;
কে বলিবে সেই ধৃতরাষ্ট্র,
স্নেহের সম্পর্কে পুনঃ স্নেহেরই সমুদ্র।

ভীম। পিতৃব্য ! পিতৃব্য ! বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া
চেয়েছিলে নিধন আমার, হইতেছে
ইচ্ছা যে এখন—থাকি অনুক্ষণ
স্নেহক্রোড়ে ধরা দিয়ে স্বেচ্ছায় আবার।

ধৃতরাষ্ট্র। আয়, আয়, বক্ষে আয় সব, পঞ্চ প্রাণী
পঞ্চ বায়ু হ'য়ে, মৃত প্রাণে ফিরে আয়
সব ; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডু—তোরা যে সন্তান তার,
রাজ্য অধিকার—তোদেরই ন্যায়তঃ প্রাপ্য.
আমি শুধু বলাৎকারে ধরিয়া রেখেছি।

কৃষ্ণ। না পিতৃব্য ! এখনও ইচ্ছা যদি হয়—

ধৃতরাষ্ট্র। না—না ; সঞ্জয় ! সঞ্জয় !
নিয়ে আয় সম্রাট মুকুট,
স্বহস্তে পরায়ে দিই রাজা যুধিষ্ঠিরে।
(নিজেই মুকুট আনয়নার্থ গমন ও যুধিষ্ঠিরে পরিধাপন)
লহ বৎস ! লহ শিরে,
ভীষ্মের সাধনা পূতঃ দুর্ল্লভ মুকুট,
এতদিন ছিল ম্লান ধার্ত্তরাষ্ট্র-করে।

যুধিষ্ঠির। এ রাজ মুকুট এতই সম্মান প্রদ !—
যার তরে ঘটোৎকচ, অভিমন্যু ধন,
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র দ্বিতীয় জীবন,
পৃথিবীর সার রত্ন বীরেন্দ্র মণ্ডলী
দিছি ডালি—

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির ! ক্ষান্ত হও,
মূর্চ্ছা এসে আক্রমিবে এখনি তোমারে।

যদিও নিশ্চিত জানি,—সুখে দুঃখে তুমি
সমভাবে—বিপদেও বজ্র সম স্থির,
সম্পদেও হও না চঞ্চল. তথাপি এ—

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ভাবিতেছি এ রাজমুকুট,
কিম্বা ওই রাঙ্গা চরণ কমল তব,
কে বিজয়ী পরস্পর স্পর্দ্ধা জিগীষায়?
কার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে সমধিক,
কিবা কাম্য মানবের নশ্বর জীবনে।

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির!
কুরুক্ষেত্র রণে করি নৃশংসতা এত,
এখনও পূজ্যের আসনে—স্থান দিতে,
করিতে আদর, কুণ্ঠাবোধ নাহি হয়?—
সংশয় জাগে না মনে? নেহাৎ নির্লজ্জ,
তাই এখনও আছি দাঁড়ায়ে এখানে,
এখনও থাকি যেখানে সেখানে,
এই রোগ, জান কি এ—কি চিকিৎসা তার?

যুধিষ্ঠির। যোগী, ঋষি যার তত্ত্ব নিরূপণে
অক্ষম, অসিদ্ধ,—আমি কি উত্তর দিব তার?

কৃষ্ণ। (হাত হইতে মুকুট কাড়িয়া পরাইয়া দিয়া)
এই তার উত্তর ধীমান্!
পার যদি রাখিবারে মান; যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!

দ্বিতীয় দৃশ্য। নদীতীর।

অর্জ্জুন। মৃত্যুকালে দুর্য্যোধন—সহ অনুযোগ
ব'লে গেল সত্য এই কথা,—
অন্যায় সমরে মোরা লভেছি বিজয়।
যথা ধর্ম্ম—তথা জয়,

সত্য যদি হয় অভয় এ বাণী,
তবে কেন আমার জীবনী—দৈনন্দিন
ঘাত-প্রতিঘাতে, কুরুক্ষেত্র রণে হত
আত্মীয়-স্বজন, উঠিছে ভাসিছে চক্ষে ?
পুত্র হ'তে রাজ্য বড়,
আত্মা হ'তে সম্ভোগ প্রধান ; কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কেন ধনঞ্জয় ! জীবদেহে করি ভোগ ব'লে
জীব কি না ল'য় তার আস্বাদও অন্তরে ?
হয় কি এতই আত্ম-বিস্মৃতও তারা ?

অর্জ্জুন। আত্মার বিস্মৃতি বুঝি কথনো না হয়,
তা যদি হইত—জয়দ্রথ বধ সনে
মুছে যেত' নিবিড় কালিমা। শত্রুবধ,
রাজ্যপ্রাপ্তি—এ সকল কিছু নয়, কৃষ্ণ !
শক্তি দাও—যাহা শান্তি, প্রীতির আধার।

কৃষ্ণ। শক্তিমান্ ! কর্ম্মী ও কর্ম্মার্থী হ'য়ে
শক্তি চাও—বাঁধা যেবা নিয়ত সকাশে ?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ক্ষমা কর, সথা ব'লে
করিয়াছি পাপ, তদুপরি দাস ব'লে— (চরণাবনত)

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! প্রভুত্বই দাসত্ব জগতে। (আলিঙ্গনে উত্থাপন)

অর্জ্জুন। বুঝেছি কি অপূর্ব্ব মহিমা ! কি সম্পদ
মহৎসান্নিধ্য ! দেবস্থান কেন করে
আকাঙ্ক্ষা সমাজ, সমাজ কেন বা চায়
গড়িতে সমষ্টি।

কৃষ্ণ। কি বলিলে, নারিলাম বুঝিতে যথার্থ ;
সমাজ সমষ্টি গড়ে, কিম্বা গড়ে
সমষ্টি সমাজ ?

অর্জ্জুন। মীমাংসার তুমিইতো আশ্রয়,
আমাকে জিজ্ঞাসা কেন ?

কৃষ্ণ। আমারে বিদায় দাও ?

অর্জ্জুন। এর চেয়ে বল না আমারে—
ভুলে যেতে আপনি আপন ?

কৃষ্ণ। সখা !

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ। প্রতিদান হয় না ইহার।

অর্জ্জুন। নিজেরই সে গুণ।

কৃষ্ণ। আমাকেও যেতে হয় লোকানুবর্ত্তনে,
কিন্তু এই স্বাধীন, সংযত—

অর্জ্জুন। তোমারই চরণ স্পর্শ।

কৃষ্ণ। কেবা বড় প্রমাণ এতেই,
ভগ্নী করে করিয়া অর্পণ
কে করেছে সম্বন্ধ স্থাপন ?
কাঙ্ক্ষণীয় কেবা এ জগতে,
কেবা করে কার আকিঞ্চন ?

অর্জ্জুন। মণি সূত্রে যথা।

কৃষ্ণ। তাই যদি হয়,
গুণের সমষ্টি গত কারণ তুমিই।

অর্জ্জুন। কি উত্তর দিব ? চতুর কি একদিকে ?

কৃষ্ণ। সত্য যাহা, চতুরতা কোথা !

অর্জ্জুন। পেতে গেলে এ অমৃত আস্বাদ জীবনে
বিনা অনুগ্রহ তব—হয় কি তা' লাভ ?

কৃষ্ণ। আমাকেই খুঁজে নিতে হয় ;
পাত্রাধার গুণই বিকাশ।

অর্জ্জুন। সৌজন্য—বিনয়ই শোভা, পরমার্থ, সার।

কৃষ্ণ। হাসালে অর্জ্জুন, হাসালে জগৎ;
এইমাত্র যুধিষ্টিরও ঠিক এই কথাই
উচ্চারিল—সত্যকণ্ঠে স্পষ্টগর্ব্বে যাহা।
(স্বগতঃ) অন্বেষ্টব্য কেন যে পাণ্ডব!
দুর্য্যোধনও এই সমবায়,
সমুৎপন্ন এ আকর হ'তে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠে নাহি ধ'রে রাখা যায়,
বনবাসে সতত উদ্যত।

কৃষ্ণ। রজঃ তম অভিভূত হ'য়ে,
হ'য়ে থাকে সত্ত্বই উৎপন্ন ;
সত্যই সংশয় ছিল,
না থাকিত যদি ভ্রাতৃপ্রীতি।

অর্জ্জুন। সত্য কৃষ্ণ!
গাম্ভীর্য্যের মহোদধি স্নেহৈকসর্ব্বস্ব
এমন জ্যেষ্ঠেও আমি ব'লেছিনু কটু
সেইদিন, যেইদিন কুরুক্ষেত্র রণে
উত্তেজনা সহিতে না পেরে, অস্ত্রে অস্ত্রে
পরিচয়েও হইনি কুণ্ঠিত ; মনে হ'লে
সে এখন, লজ্জানত বদন আমার—
ঘৃণায়, ধিক্কারে, অপযশে হয় ম্লান।

কৃষ্ণ। সাময়িকী—স্মরণেরও বাহিরে, ধীমান্!

অর্জ্জুন। কয়জন পারে ?

কৃষ্ণ। আদর্শ—কি হেতু তবে অর্জ্জুন জগতে।

অর্জ্জুন। শিষ্য ব'লে সদা পক্ষপাতী।

কৃষ্ণ। পক্ষপাত মনে করে সেইজন,
যেইজন অনুষ্ঠেয়ে সর্ব্বথা অক্ষম।

অৰ্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। ইহাই বৈশিষ্ট্যযুগ, প্রভাত লক্ষণ।
আত্মা হ'তে আত্ম ক্ষয় অতি নিন্দনীয়।

অৰ্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র রণ তবে নিজেদেরই সৃষ্ট?

কৃষ্ণ। এখনো কি বাঁকি বুঝিতে সে কথা!

অৰ্জ্জুন। কি বলিছ?

কৃষ্ণ। সত্য যাহা বলিনু গোচরে; হ'তে পারি
উপলক্ষ্য তুমি আমি বটে, কিন্তু—

অৰ্জ্জুন। অবসাদে তবে যদি না করিয়ে রণ,

কৃষ্ণ। সত্য হ'ত পৌরুষেয়ে বিচ্যুতি—গাণ্ডীবী!

অৰ্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! হে কর্ম্ম সারথি!
রণ তবে উপলক্ষ্য, প্রেরণা অন্তর?

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) শঙ্কর! শঙ্কর!

অৰ্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। নহে শুধু মনোবৃত্তি পূরণ কারণ?

অৰ্জ্জুন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। (প্রকাশ্যে) কেন?

অৰ্জ্জুন। কি বলিলে?

কৃষ্ণ। বলিলাম কিছু! আমার তো স্মরণ নেই।

অৰ্জ্জুন। বিনা স্মৃতি বাক্যের উদ্ভব, বিনা চেষ্টা
প্রয়োগ তাহার,—

কৃষ্ণ। তুমি তা' শুনেছ?

অৰ্জ্জুন। শুনিলে কি হবে, নারিলাম বুঝিতে তা'।
শ্রুতিমাত্র বোধ, দৃষ্টি মাত্র অধিকার,
প্রাপ্তিমাত্র সমন্বয়,—এ কভু সম্ভব?
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! শক্তি দাও। (করযোড়)

কৃষ্ণ। (করচ্ছেদে কর গ্রহণে)
অবুঝে কে বুঝাইবে বল।

অর্জ্জুন। অবুঝ কি সকলেই ?

কৃষ্ণ। যাহা বল।

অর্জ্জুন। তবে কি এ আত্ম-অনুভূতি ?

কৃষ্ণ। হবেও বা।

অর্জ্জুন। ও, বুঝেছি।

কৃষ্ণ। কি বুঝেছ ভাই ?

অর্জ্জুন। বলিব না।

কৃষ্ণ। বল না আমারে ?

অর্জ্জুন। নির্ণয়ের ভার নহে আমাদের পরে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! নহ শিষ্য, সখা—সখা।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। রাজ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগ পরিবর্ত্তনও কেমন অলক্ষ্যে হ'য়ে যায়। রাজ-পরিবর্ত্তনেই কি যুগ পরিবর্ত্তন হয়, না—যুগ পরিবর্ত্তনেই রাজ-পরিবর্ত্তন হয় ? ব্রাহ্মণ! তুমিও যদি এর মীমাংসা না করবে, তবে করবে কে ? চোখ বুজিয়েই যদি পেয়েছি ব'লে হাত বাড়াও, ফলে হাতটা কোথায় গিয়ে ঠেক্‌ছে বুঝেছ কি ? কুশ তুল্‌তে আর কাদা মাখ্‌তে হয় না, অতিবৃষ্টিও রোধ হ'য়ে গিয়েছে, রাজ-মাহাত্ম্য এমনই।

(পশ্চাদ্‌ভাগে বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। কি ব্রাহ্মণ! হাস্‌ছ যে ?

ব্রাহ্মণ। প্রকৃতিই হাস্‌ছে।

বিদুর। দুর্য্যোধনকে অধঃপাতে পাঠিয়েই হাস্‌ছ—তা বল্‌বে না।

ব্রাহ্মণ। (সভয়ে দৃষ্টি বিস্ফারণ ও কপাল কুঞ্চনে ফিরিয়া) রাজপুরুষ! দুর্য্যোধনতো প্রজা উৎপীড়ন করেন নি।

বিদুর। উৎপীড়িত হও নি?

ব্রাহ্মণ। হ'তে পারি, তিনি করেন নি।

বিদুর। আচ্ছা, রাজপুরুষকে তোমরা এত ভয় কর কেন?

ব্রাহ্মণ। শৃঙ্গীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ নখীনাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" ॥

বিদুর। স্ত্রীকেও বিশ্বাস কর না? মন্ত্র পড়ে নিয়ে আসতো? তোমরা সব পার। একদিনও কি বিপন্ন হ'য়ে রাজপুরুষের শরণার্থী হও নি?

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' হয়েছিলুম।

বিদুর। তবে?

ব্রাহ্মণ। রাজাই যে ধর্ম্মের আশ্রয়।

বিদুর। ধর্ম্মত্যাগী তবে কারা?

ব্রাহ্মণ। (স্বগতঃ) এতো ভারী বিচক্ষণ!

বিদুর। ব্রাহ্মণ! এসেছ নূতন বুঝি?

ব্রাহ্মণ। গৃহিনীর আকিঞ্চন,
রাজধানী করিতে দর্শন।

বিদুর। তার বেলা তো বেশ আজ্ঞামাত্র ছুটে এসেছ; ও, হাতে কুশ, সাগ্নিক বুঝি?

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে?

বিদুর। আহা, ক্রোধ কেন? শুধু ধর্ম্মী নও, কর্ম্মীও।

ব্রাহ্মণ। তব সনে বাক্য ব্যয়ে
বৃথা হয় অপচয় দুর্ম্মূল্য সময়। (প্রস্থান)

বিদুর। আলাপেরও অযোগ্য! কিম্বা ভয়ে!
সংসারে নিরীহ জীব দ্বিতীয় এ নাই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। কক্ষ।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে! প্রিয়তম অর্জ্জুনেরে—পাঠালাম
কৃষ্ণানুগমনে, পাছে সে বিষণ্ণ হ'য়ে
অভিমন্যু শোকে, বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে
জীবন সাফল্যে; এও এক নিগূঢ় কারণ।

দ্রৌপদী। সত্য প্রিয়তম! শোক সম শাণিত শায়ক
সর্ব্বেন্দ্রিয় দাহকর দ্বিতীয় দেখি না।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, ফিরে এসে
বলিল আমারে—অশ্বমেধ কর আয়োজন।
সম্রাট মুকুট পরাইয়াও শিরে মোর,
হয় নাই তৃপ্তি বুঝি এখনো তেমন।
আয়োজন করিবি তোরাই,
আমাকে বলাই বা কেন?

দ্রৌপদী। ঠিক কথা।

যুধিষ্ঠির। বিধিমত সজ্জা যার অঙ্গের ভূষণ,
চিরশুভ্র এ বদন—হাস্য নিকেতন
এতদিন অযতনে যথাযোগ্য অভ্যর্থনে
না করিয়ে নারীত্বের প্রিয় আরাধনা,
না অর্পিয়া সৌন্দর্য্যের পূজা উপচার
ব্যর্থতারে ল'য়েছি বরিয়া, তবু লোকে
ব'লে থাকে—পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠির।
রাজা যদি হ'য়ে থাকি—সত্য প্রিয়ে!

তোমার এ অপরূপ রূপের প্রভায়।
একবার ভেবে কি দেখেছি, সাথে সাথে
বেড়ায়েছি ল'য়ে—ঘুরায়ে গহন বন !

দ্রৌপদী। তুমি এবে সন্তুষ্ট যেমন, আমিও যে
সেই সাথে সাথে থেকে—প্রিয়তম !
ততোধিক ছিলাম সন্তুষ্ট।

যুধিষ্ঠির। সাথে সাথে থেকেই যে প্রফুল্ল কমল
এ আনন—একদিনও হয় নি বিকৃত,
একদিনও পারিনে বলিয়া—অবসাদে
হইয়া কাতর, হয় নাই অসহায়
ধৈর্য্যরক্ষা সহায়ে আমার ; রাজ্য—বন,
পুষ্প শয্যা—ধূলি আস্তরণ, সমজ্ঞানে
করে নাই অভিমানও স্বামীত্বের পরে,
অলৌকিক এ মর্য্যাদা—সে কি ভুলিবার ?
সে কি মুখে বলিবার ? প্রিয়তমে !

দ্রৌপদী। দ্রৌপদী কি গরীয়সী শুধুই তাহাতে ?
সূর্য্য যার কর্ত্তব্য পালন, প্রিয়াপ্রীতি
করিয়া দর্শন, বিস্মিত হইয়া দিল
স্থালী এক—দ্রৌপদীর রাখিতে সম্মান,
কারণ কি নহে এই নরদেব ?

যুধিষ্ঠির। শুধু কি তাহাই ? যার ভোজ্য অবসানে
বনবাসেও ষড়শীতি সংখ্যক—সশিষ্য
আসিয়া দুর্ব্বাসা তৃপ্ত হইল নিমেষে
একা কৃষ্ণ করিয়া ভোজন, সে অপূর্ব্ব
সতীত্বের গর্ব্বভরা অমিত প্রভাব
স্মর্ত্তব্য কি নহে দিবানিশি ?

দ্রৌপদী। দাসী চিরদিনই দাসী।

যুধিষ্ঠির। কি অপূর্ব্ব বচন ভঙ্গিমা!
লালিত্য নিবদ্ধ তব শুধুই রূপেতে?

দ্রৌপদী। রূপে পড়ে প্রতিবিম্ব এ চির প্রসিদ্ধ;
কিন্তু গুণী গুণরাশি ল'য়,
হংস যথা জলভাগ করিয়া বর্জ্জন
দুগ্ধরাশি করে পান সানন্দে বিহ্বলে।

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে!

দ্রৌপদী। পাণ্ডব গৃহিনী আমি,
নহি রাজেন্দ্র মহিষী।

যুধিষ্ঠির। এত সাধও হয় বনবাসে?

দ্রৌপদী। হই যেন জন্ম জন্ম হেন ভাগ্যবতী,
থাকি যেন চিরদিনই এমনই গৌরবে।

যুধিষ্ঠির। এখন যে অশ্বমেধে তৎপর সকলে,
অর্জ্জুন লইল করে অশ্ব রক্ষা ভার;
সবে মাত্র এই দীর্ঘ প্রবাস হইতে
আসিল সে পুরী, পরীক্ষিৎ জন্মোৎসবও
না মানিয়া প্রীতির আধার, প্রীতিসার
অর্জ্জুন আমার—হইতেছে সুসজ্জিত
দিগ্বিজয়ী অশ্বগতি অনুস্থিতি তরে।

দ্রৌপদী। দু'দিনও না থাকিয়া—
ওই আসে তৃতীয় পাণ্ডব। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। কঙ্কন শিঞ্জন—গজেন্দ্রবিক্রম
ক'রে গেল এই স্থান যেন মুখরিত।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ!

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মধ্বজা প্রোথিত করিয়া—ধর্ম্মরাজ

নাম সার্থক করিতে, করিতে প্রচার—
যে আয়াস করিছ স্বীকার, বিভুপদে
প্রার্থনা আমার, নাহি হয় মর্য্যাদার হীন।

অর্জ্জুন। আসি তবে, প্রণতি চরণে।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু শোন ; বসুমতী একে দানা,
তদুপরি অশ্বরক্ষা তরে
হয় যদি কারও সনে বাদ-বিসম্বাদ,
প্রাণ বধ ক'রো না কাহারও। প্রিয়তম!
হাতে ধ'রে মিনতি বচন —রক্ষা ক'রো
এ আদেশ শ্রেষ্ঠ, সার জেনে।

অর্জ্জুন। যতক্ষণ থাকিবে জীবন, করিতেছি
পণ, করিব না কারও অঙ্গে অস্ত্রের প্রহার,
সহিব আঘাত—নীরবে মস্তক পরে।

যুধিষ্ঠির। জানি বৎস! এই আদেশই আঘাত ;
মেনে নেবে নত শিরে সমগ্র পার্থিব—
বিশ্বাস্য না, বীর শূন্যা হ'লেও পৃথিবী।

অর্জ্জুন। তথাপি না অশ্ব আমি ত্যজিব জীবনে।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! আমি জানি, বিঘ্নাহত হ'লেও
হবে না সঙ্কল্পচ্যুত অনাহত দেহে।

অর্জ্জুন। আসি তবে, আশীষই সর্ব্বস্ব। (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। সহিতে বিদায় দৃশ্য হবে না সক্ষম,
তাই প্রিয়া দ্রৌপদী পূর্ব্বেই—করিয়াছে
পলায়ন ত্যজি এ সান্নিধ্য, আকাঙ্ক্ষিত
হ'লেও সর্ব্বথা।

(দ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপদী। চলে গেল ?

যুধিষ্ঠির। কর্ম্মসখা, কৃষ্ণের সেবক,
কর্ত্তব্যেরে চিরদিনই বড়ই রেখেছে।
(মৃদুসঙ্কারে দ্রৌপদীর প্রস্থান)
যেই স্থান ক্ষণপূর্ব্বে মুখরিত ছিল,
সেই স্থান বিষাদে শয়ান ; যেই প্রাণ—
এই মাত্র আনন্দের ফোয়ারা ছড়ায়ে
অফুরন্ত রূপ, প্রেমের লহরী,
সেই প্রাণই ব্যথাহতা লজ্জাবতা লতা ;
যেই কুরঙ্গিনী—বংশী শুনে প্রধাবিতা,
পরক্ষণে পাশবদ্ধা—সাশ্রু বিগলিতা।
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।　　　　হিমালয়ৈকদেশ।

যুধিষ্ঠির। এই সেই স্থান, ব্যাসদেব করিলেন
আদেশ আমারে —আছে বহু ধনরত্ন
এই স্থানে, অপর্য্যাপ্ত যাহা যজ্ঞ আরাধনে।
মরুত্ত রাজার দান ব্রাহ্মণ সমূহে,
ব্রাহ্মণ অক্ষম হ'য়ে বহিতে সে ধন
ফেলে গেছে এই বনভূমে ; লই যদি
সেই ধনে—নাহি হবে ব্রহ্মস্ব হরণ,
একথাও বলেছেন তিনি ; আরও ইহা,—
মহেশ্বরে সন্তুষ্ট করিয়া, নিতে হবে
অনবদ্য ক্ষমতা হরিয়া, পুর্ণ যাহা
মনোরথে। সঙ্কল্পও করিয়া এসেছি,
দীক্ষিতও হয়েছি বিধিমত, অর্জ্জুনও
পৃথ্বী পর্য্যটনে—সাহায্য কারণে মোর
হয়েছে বাহির, ভ্রাতা ভীমও

সতত উদ্যোগী, নকুল ও সহদেব
বদ্ধপরিকর এই ব্রত উদ্‌যাপনে।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। কে আপনি?

যুধিষ্ঠির। আমি হস্তিনার রাজা।

ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির। সবই দেখি রাখেন গোচরে।

ব্রাহ্মণ। একাধারে তেজস্বিতা, শোভিছে বিনয়।

যুধিষ্ঠির। আশীর্ব্বাদই কারণ সেখানে।

ব্রাহ্মণ। জিজ্ঞাসিতে পারি কি এ কথা,
কিবা হেতু শুভ পদার্পণ?

যুধিষ্ঠির। কি হেতু আপনি?

ব্রাহ্মণ। বয়ঃ অতিক্রমে বানপ্রস্থ বিধি।

যুধিষ্ঠির। আমি কিন্তু এসেছি ব্রাহ্মণ!
এ বয়সে অর্থ আহরণে।

ব্রাহ্মণ। অর্থ আহরণ যার প্রজার সন্তোষ,
অর্থ আহরণ যার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
এ ভোগ যে ত্যাগেরও উপরে; নরদেব!

যুধিষ্ঠির। ভূদেব!

ব্রাহ্মণ। এস, ল'য়ে যাই সাদরে সে স্থানে;
মহেশ্বরে অর্ঘ্য দানে—ইচ্ছামত
করহ গ্রহণ।

যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। কি দেখিছ বিস্ময়ে এ মুখে?

যুধিষ্ঠির। দেখিতেছি এখনও সৃষ্টি করে
ব্রাহ্মণই জগতে, রাজা শুধু উপলক্ষ্য।

ব্রাহ্মণ। রাজাই রক্ষক,
যোগ্যকরে—নিহিত হইবে ব'লে
ফেলে গেছে এখানে ব্রাহ্মণ,
রাজারই প্রদত্ত ধন—
পুনঃ হবে ব্রহ্মমুখে ব্রাহ্মণে নিহিত।

যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কি বলিছ?

ব্রাহ্মণ। সত্য যাহা বলিনু সকল, এস সাথে। [উভয়ের প্রস্থান]

(কুশহস্তে ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। ভাগ্যবান্ রাজা যুধিষ্ঠির,
পৃথিবীর ক্ষণজন্মা মহান্ পুরুষ।
অগণিত ধন সমুদয়—অপগত
ব্যবহারে, কতদিন ছিল হেথা প'ড়ে;
মহেশ্বরে সন্তুষ্ট করিয়া, যথাযোগ্য
বাহনে বাহিয়া, পুনঃ যায় রাজকোষে।
বেদমাতা স্থির হও, পৃথ্বি!
অধৈর্য্য হ'য়ো না, যজ্ঞোদ্ভূত হবির্গন্ধে
পূর্ণ হবে কুরুক্ষেত্র আঘাত অচিরে। [প্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণ! কুশ পেয়ে এতই সন্তুষ্ট,
দাঁড়াবারও না হ'ল সময়,
প্রণতি করিব পদে তাও সহিল না?
মহেশ্বরে পেলাম দর্শন,
পেলাম করুণা তাঁর,
তুমি যে কারণ দেব! বুঝিয়াছি—
নাহি চাও প্রতি উপকার, নাহি চাও

বিনিময়, নাহি চাও স্তুতি-আরাধনা।
কিন্তু হে প্রকৃতি, জগদ্ধাত্রী, তুমি জগন্মাতা,
কি কহিব অন্তরের উন্মুখ বারতা,
রেখো সদা ফুলে ফলে সুশোভিত ধরা ;
নহে ইহা রাজ-আজ্ঞা—রাজ-অনুরোধ,
নহে ইহা আকাঙ্ক্ষা আমার, চরণে মিনতি। [প্রস্থান]

(গাহিতে গাহিতে বনাধিষ্ঠাত্রীর প্রবেশ)

বনাধিষ্ঠাত্রী। (গীত)

কে এসে চলিয়া গেল দিয়ে গেল মোরে চেতনা!
কার শুভ পদার্পণে সুশোভিত ধরা খানা!!
অপরূপ রূপ—অনিন্দ্য প্রকৃতি
চির স্মৃতি পূতঃ প্রিয় অনুভূতি
আবেশে অবশ শিথিল সংযতি
মরমে মরমে বিলীনা!
রূপ, রস, রব, পরশ, সুরভি
সবই যেন নিমগনা!!

পঞ্চম দৃশ্য। সিন্ধুদেশ।

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র রণে হত নরপতিগণ ;
তাদের সন্ততি সব
কেহ ক্রোধে, কেহ ক্ষোভে,
কেহ বা প্রাধান্যগর্ব্ব সহিতে না পেরে,
যথাশক্তি অগ্রসর—
বাধা দিতে স্বেচ্ছাচারী অশ্বের গমনে ;
আমিও তাদের সব অব্যাহত রেখে
কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলেছি।

পরাজিতে আঘাত না ক'রে, ক্রোড়ে ল'য়ে,
কি যে তৃপ্তি জানিলাম—আজি তা' নূতন।
কেতুধর্ম্মা, বজ্রদত্ত আদি—সকলেই
নিমন্ত্রণ করেছে গ্রহণ, অশ্বমেধে
করিতে গমন। এই সেই সিন্ধুদেশ,
যার অধিপতি—অত্যাচারী দ্রৌপদীর প্রতি।
দেখ কি আশ্চর্য্য! দুঃশলা যে
ভগিনী আমার, বারেক'ও না পড়িল স্মরণে,
পড়িল স্মরণে—সর্ব্বাগ্রে বৈরতা কিন্তু।

(শিশুপৌত্র ক্রোড়ে দুঃশলার প্রবেশ)

দুঃশলা। রক্ষা কর, রক্ষা কর ভ্রাতা।

অর্জ্জুন। কেন ভগ্নী! কেন কাতরতা?

দুঃশলা। চিনিতে যে পেরেছে আমারে,
এই মোর সৌভাগ্য অপার।

অর্জ্জুন। শিশুক্রোড়ে কি হেতু এ পথে?

দুঃশলা। না জেনে সৈন্ধবগণ যজ্ঞ-অশ্ব তব
ধরেছে; করহ ক্ষমা—ক্ষমাপ্রার্থী আমি।

অর্জ্জুন। পুত্র?

দুঃশলা। কি বলিব? শুনিলাম,—
করেছে সে প্রাণ বিসর্জ্জন।

অর্জ্জুন। অকারণে?

দুঃশলা। নহে অকারণ, গাণ্ডীবী আসিছে শুনে—

অর্জ্জুন। শুনে দিল প্রাণ বিসর্জ্জন? ভগ্নী! ভগ্নী!
ওহো, ভাগিনেয় বধে
করিনু নূতন পাপ অর্জ্জন আবার।

দুঃশলা। শিশু পৌত্র ক্রোড়ে ল'য়ে মাগিতে করুণা

এসেছি সকাশে তব, নিদয় হ'য়ো না ;—
এই শেষ বংশের দুলাল।

অর্জ্জুন। সত্য বটে নাশিয়াছি ভগিনীপতিরে,
সত্য বটে করিয়াছি বিধবা তোমায়,
সত্য বটে স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে—

দুঃশলা। না—না, অত্যাচারী করেছ দমন।

অর্জ্জুন। কিন্তু এই ভাগিনেয়ে অকালে নিধন,

দুঃশলা। সেও তো আতঙ্কে, ভয়ে,—

অর্জ্জুন। শ্বাসবদ্ধ হ'য়ে ?

দুঃশলা। ইন্দ্রিয় শৈথিল্য তার প্রধান কারণ।

অর্জ্জুন। না—না, ভগ্নী, আমারই এ আগমন।
তুমি মোরে ক্ষমা কর ; অধম,—পাতকী।

দুঃশলা। অজ্ঞান সৈন্ধবগণ
অশ্বগতি করেছে নিরোধ,
তার জন্য ক্ষমার্থী যে আমি ; শিশু, নাবালক,
অনুগ্রাহ্য সর্ব্বদা, সর্ব্বতোভাবে।

অর্জ্জুন। দাও ভগ্নী ! বক্ষে দাও পৌত্রে তব,
পরীক্ষিৎ সম সম আদরের। [দুঃশলার তথাকরণ]
(মুখচুম্বন করিয়া) কি আর বলিব,
নিয়ে যেও অশ্বমেধে—আনন্দবর্দ্ধনে।

দুঃশলা। যজ্ঞীয়াশ্ব উন্মোচনে হবে না বিবাদ ?

অর্জ্জুন। তার জন্য পূর্ব্ব হ'তে প্রতিশ্রুত আমি,
করিব না কারও অঙ্গে কভু অস্ত্রাঘাত।
ভগ্নী ! অশ্ব গেছে বহু দূরে, বিলম্বেতে
নাহি হবে গতি নিরূপণ ; আসি এবে। [প্রস্থান]

দুঃশলা। বিশ্বজয়ী ভ্রাতার গৌরবে

আনন্দে এ বক্ষঃখানা উদ্বেল, বিস্তৃত।
(একদৃষ্টে তদীয় পথপানে চাহিয়া)
চলে গেল দৃষ্টি অতিক্রমে ; কে বলিবে
সহোদর ভ্রাতা নয়, কে বলিবে—দুর্য্যোধন
হ'তে হেয় স্নেহ পরিচয়ে ; ভ্রাতা ! ভ্রাতা !
(দুইফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)
কি দেখিস্, হতভাগ্য অজ্ঞান বালক !
মনে ক'রে রাখিস্ সতত,
প্রাণ তোর কৃপালব্ধ, পাণ্ডবের দান।
হাসি, তথাপি মুখেতে হাসি,
কি হাসিই শিশুর বদনে ; ভগবান !

(জনৈক সৈন্ধবের প্রবেশ)

সৈন্ধব। সমবেতে করি আক্রমণ,
নারিলাম রোধিতে ঘোটক।

দুঃশলা। উত্তমই হয়েছে।

সৈন্ধব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য,
বারেকও না করিলেন প্রতি আক্রমণ।

দুঃশলা। এ রাজ্যের তিনিই রক্ষক।

সৈন্ধব। তিনি রাজা ?

দুঃশলা। পৃথিবী ঈশ্বর। অশ্ব কোন্ দিকে গেল ?

সৈন্ধব। মণিপুর অভিমুখে।

দুঃশলা। পিতা পুত্রে হইবে সাক্ষাৎ।

সৈন্ধব। পুত্র তাঁর মণিপুররাজ ?

দুঃশলা। সপ্তরথী প্রতিদ্বন্দ্বী
অভিমন্যুও পুত্র তাঁর ?

সৈন্ধব। তৃতীয় পাণ্ডব ? অর্জ্জুন ? কৃষ্ণের সখা ?

দুঃশলা। এই সেই ইন্দ্রজয়ী, খাণ্ডব বিজয়ী।

সৈন্ধব। করেতে যা—তাহ'লে গাণ্ডীব ?

দুঃশলা। দেবাসুর যুদ্ধে উহা অগ্নিদত্ত ধন।

সৈন্ধব। হয়েছিনু মোরা কি উন্মাদ !
কাহার সম্মুখে গেছি, ধরেছি শায়ক !

দুঃশলা। বজ্রও বিকাশে যেথা,
তাহ'তেই বারি ধারার উদ্ভব।

সৈন্ধব। বুঝেছি তখনই তাহা ;
ভুজঙ্গে বেষ্টিত ব'লে চন্দন আস্বাদ
নিতে গেলে ভয় পেলে তা ব'লে কি চলে ?

দুঃশলা। মহতের সঙ্গই এমন।

সৈন্ধব। তা না হ'লে বোঝা' তখনই উচিত ছিল,
যখনই না বুঝে অশ্ব—

দুঃশলা। বালক ক্ষন্তব্য সদা।

সৈন্ধব। তাই প্রাণে পেয়েছি নিস্তার,
নতুবা এ অজ্ঞানতা ফল—

দুঃশলা। চল এবে,
যেতে হবে অশ্বমেধে নিমন্ত্রণে সবে।

সৈন্ধব। সিন্ধুবাসী সকলেই ?

দুঃশলা। ভ্রাতা মোর তাতেও কি কভু পরাঙ্মুখ ?

সৈন্ধব। তাহ'লে কি ভয় আর ; যাইব নিশ্চয়,
যাইব নিশ্চয়। (দুঃশলার প্রস্থান ও সৈন্ধবের অনুগমন)

পটপরিবর্ত্তন। মণিপুর।

বভ্রুবাহন ও উলুপী।

উলুপী। তাতে কি হ'য়েছে ?

বভ্রু। গিয়াছিনু নিরস্ত্র বলিয়া,
পিতা মোরে দিলে গালি অপদার্থ ব'লে।

উলূপী। এইবার প্রতিশোধ লও।

বভ্রু। মাতা! ভয়েতে কাতর ব'লে নয়,
কিন্তু এই পুত্র হ'য়ে অস্ত্র পরিচয়
পিতৃসনে—চিরদিন থাকিবে স্মরণে।

উলূপী। স্মরণার্থে পিতা যদি করেন আহ্বান,
পুত্র! বৎস! প্রিয়তম! প্রতিদান দাও
যথাযোগ্য কাম্য মৃত্যুও করিয়া বরণ;
জানতো এ কথা, রণস্থলে পলায়ন
ক্ষত্রিয়ের ন্যক্কার, ধিক্কার,
কলঙ্ক দুরপনেয়?

বভ্রু। মাতা!

উলূপী। পুত্র!

বভ্রু। অটল সঙ্কল্প আমি।

উলূপী। ভয় নাই, সাথে সাথে র'বে
অক্ষয় কবচ সম মাতার আশীষ।

বভ্রু। সত্য মাতা! নাহি জানি বিমাতা বলিয়া;
গন্ধর্ব্ব জননী মোর, ধনঞ্জয় পিতা,
মণিপুর সিংহাসন আসন আমার,
আমি যদি নাহি দিই যোগ্য প্রত্যুত্তর
অসার কি স্ফীত বক্ষে দাঁড়াবে বিপক্ষে?

উলূপী। যোগ্যতারে করিতে বরণ
পাষাণও যত্তপি আসে রোধিবারে গতি,—

বভ্রু। জননীরে করিয়া প্রণতি, করিতেছি
অঙ্গীকার—

উলূপী। এইতো আমার পুত্রযোগ্য কথা।

বভ্রু। ধনঞ্জয়ে অশ্ব ল'য়ে ফিরিতে দিব না।

উলুপী। পুত্র! পুত্র! নাগকন্যা আমি, উত্তেজনা
দিলাম তোমারে, যতক্ষণ না হবে বিরতি।

বভ্রু। বিরতি তখন হবে—
হয় পিতা না হয় পুত্রের বধে। (প্রস্থান)

উলুপী। জানি আমি কলঙ্ক কিনিব,
জানি আমি বিমাতার ভূষণে সাজিব,
জানি আমি সপত্নী আসিয়া—
অনুযোগে, তিরস্কারে
বহিষ্কৃত করে দেবে তীব্র অপমানে
রাজ্য হ'তে অসতী আখ্যায় ; স্থির ইহা—
হয় যদি পুত্রের নিধন, বিমাতৃত্ব
কারণ সেখানে। আর— (বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুবারণ)
হয় যদি পতিঘাত, তাতেও নিষ্কৃতি নাই।
একদিকে বিমাতৃত্ব, অন্যদিকে অসতীত্ব,
দুই পক্ষে কলঙ্ক নিশ্চিত। [প্রস্থান]

পটপরিবর্ত্তন। সিন্ধুদেশৈকপার্শ্ব।

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। পিতা তুমি—চেয়েছিলে অস্ত্র পরিচয়,
লহ ফল—লইও না পুত্র-অপরাধ। (অর্জ্জুনের পতন)
কি করিলাম, সত্যই কি পিতৃবধে পাপী!
(অস্ত্রত্যাগ ও সন্নিকটে উপবেশন)
পিতা! পিতা!

অর্জ্জুন। পুত্র! অন্তিম আশীষ—(মৃত্যু)

বভ্রু। চিরদিন স্মরণীয় রহিবে কাহিনী ;
ক্ষত্রবংশ—রাজবংশ, রণগর্ব্ব এত
অধিক তাহার, পিতা ব'লেও অব্যাহতি নাই।
ধিক্।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।　　　　**যজ্ঞাঙ্গন।**

বভ্রু। মাতা ? কোথা সেই পেয়েছিলে মণি,
যাহাতে রহিল পিতা পুত্রের সম্মান ?

উলুপী। অন্যায় সমরে ভূমে করিয়া নিপাত,
পেয়েছিল অভিশাপ গঙ্গা-কাছে তোমার
অন্তিমে নরক বাস ঘটিবে তাঁহার।

বভ্রু। শুনিয়াছি গঙ্গাদেবী দেন অভিশাপ।

উলুপী। তাই পিতা – বসুগণে সন্তুষ্ট করিয়া
লন মাগি সঞ্জীবনী মণি, পাছে পায়—
আদরিণী কন্যা তার বৈধব্যের জ্বালা।

বভ্রু। পিতৃবধে উত্তেজিত হ'য়ে বলিয়াছি
কটু কত, জননীও অশ্রাব্য ভাষায়
আক্রমিয়ে দেছে মনস্তাপ,
অভিশাপ পাই নাই শুধু মাতা ব'লে,
শুধু—থাকে সেথা স্নেহের সম্বন্ধ ব'লে।
কিন্তু মাতা! এযে অতীব বিরল,
স্বামী সুখ সৌভাগ্যে বঞ্চিয়া, সপত্নীর
পুত্র তরে—দিতে তারে যশস্বী মুকুট,
এত আকিঞ্চন, এত আগ্রহ উদ্যম।

উলুপী। হ'লেই বা সপত্নীর ছেলে, নহে কি সে
স্বামীর আত্মজ, স্বামীর গৌরব কেতু ?

বভ্রু। (অৰ্দ্ধস্বগতঃ) কেন লোক সাপিনী বলিয়া

রেখেছে যে জিঘাংসার উপমায় স্তরে,
পারে কি অর্পিতে তার সহজ উত্তর ?
দেবী ও মানবী মধ্যে কয়জন আছে,
কয়জন হ'তে পারে সমকক্ষ তার,
কয়জন এ আদর্শের দীপশিখা ধ'রে
হাতে ক'রে গড়ে তোলে সাধের সংসার ?
নহে স্বপ্ন—প্রত্যক্ষ এ সবার সম্মুখে।
জননী ! জননী !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। দেখিতেছি এ কি এ স্বর্গীয় ! এ কি দীপ্তি,
এ কি অপরূপ ! একি সত্য, কিম্বা
স্বপ্ন সমাবেশ ! বিমাতা—সপত্নী পুত্র !

বভ্রু। পিতা ! এই সেই জননী আমার,
যার জন্য ধনঞ্জয় গরিমা অক্ষত।

অর্জ্জুন। পুত্র ! বিজয় পতাকা ! যশস্বী দুলাল !

বভ্রু। জননী কারণ তার। [প্রস্থান]

অর্জ্জুন। সম্বোধিব কি ব'লে যে, কি বলিলে
হবে সমধিক প্রীতি, ভাষায় এমন উক্তি
খুঁজিয়া না পাই। শুধুই কি নাগবংশ,
নারীকুলও নহে অলঙ্কৃত ?
সীতা ও সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি
স্মরণীয় সকলেই গৌরব গাথায়,
কিন্তু এই উলুপীর অলোক চরিত্রে
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে বৈশিষ্ট্য আনিয়া
সমগর্ব্বে সমুজ্জ্বল রেখেছে ত্রিলোক,
ভোগময় এ সংসারে নহে কি বিচিত্র ?

উলুপী। স্বামী !

অর্জ্জুন। গর্ব্বিতার লজ্জানত বক্র এ বদন
সমধিক রমণীয়, চির শোভাকর।
প্রিয়ে! প্রতিদান কি আছে যে দিব?
(কর নিপীড়ন)

উলুপী। (মুখাবলোকনে)
প্রতিদান? স্ত্রীকে দেবে স্বামী প্রতিদান?
নারীপ্রাণ চরণে আশ্রয় পাবে,
আরও কি প্রত্যাশা করে জানিনা, শিখিনি।
কেহ করে প্রত্যক্ষের পূজা, কেহ করে
নাম আরাধনা, কেহ দেয় পাদ্য, অর্ঘ্য,
কেহ থাকে স্মৃতি নিমগনা।

অর্জ্জুন। তাই গর্ব্ব এত কাঙ্ক্ষণীয়?

উলুপী। স্বামীগর্ব্বই নারীত্বের চরম আকাঙ্ক্ষা;
স্বর্ণ, রত্ন অলঙ্কার আদি পরিধান
একই সে কারণ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। ভগিনী,
চিত্রাঙ্গদামুখে শুনি গৌরব কাহিনী,
বুঝিলাম—মাতা হ'তে বিমাতা অধিক।

উলুপী। আপনাদেরই সৌজন্যতা বিকাশ সেখানে;
নতুবা এ নগণ্যসঙ্গিনী, এমন কি
ভাগ্যাধিকারিণী,—সবায়েরই মুখে শুনি
নাগেন্দ্রনন্দিনী—নব যুগ প্রবর্ত্তিনী।

দ্রৌপদী। কেহ ভাগ্যে করে আকিঞ্চন,
ভাগ্য কারও করে অন্বেষণ,
এই বিধি, বিধিলিপি, অখণ্ড—শাশ্বত।

অর্জ্জুন। এরা কি সতীন?

সতীনের এ কি এ সংসার ?
অতিক্রম করিয়াছে ইহার প্রতাপ
কালধর্ম্মে কালে উপেক্ষিয়া।

দ্রৌপদী। একই পতাকাতলে আশ্রয় মোদের,
একই গৌরবরশ্মি পতিত এ মুখে,
একই ঔজ্জ্বল্য দিকে দিকে প্রসারিত
একই ভিত্তি রাখিতে সুদৃঢ়।

অর্জ্জুন। দ্রৌপদী, ভাল কীর্ত্তি রাখিলে জগতে
তুষি সমভাবে সমবেত সর্ব্ব জনতারে ;
অতিথি সন্তুষ্ট নাহি হয় ভোজ্যে, পেয়ে,
কিন্তু পেয়ে এই মিষ্ট ব্যবহার,
বিনা সূত্রে গাঁথা হার—বিনা বস্ত্র,
অমূল্য সম্পদ—অমৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

উলুপী। আদর্শ গৃহস্থ সাথেই আদর্শ গৃহিনী!

দ্রৌপদী। আর বুঝি আদর্শের নহে সমাবেশ—

অর্জ্জুন। পাণ্ডব! পাণ্ডব! রাজসূয়, অশ্বমেধ
আরও ফল কি প্রত্যাশা করে ?

দ্রৌপদী। নাহি ছিল ফলের প্রত্যাশা, তাই এত
ফল—একত্র মিলন, একত্বে সদ্ভাব।

উলুপী। কৃষ্ণ সেবা ফল,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়—তারই নিদর্শন।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যথা কৃষ্ণ সেথা,
যেথা জয়, যেথা ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত ?

অর্জ্জুন। এসেছ কেশব ?

কৃষ্ণ। সখা কি ত্যজিতে পারে সখা কোন দিন ?

যখনই আহ্বান করে, আকুলতা
জানায় বিহ্বলে,—আমারে আসিতে হয়
দেহে কিম্বা দেহ অনাশ্রয়ে !

অর্জ্জুন। জগদাদিরনাদিস্তং জগদেকমহেশ্বরঃ।
জগৎসখে তু তৎসখা জগদ্ধিতৈককারণঃ॥

কৃষ্ণ। সখা! সখা!

অর্জ্জুন। আরও সখা বলিতে চাহিব ?
অপরূপ বিশ্বরূপ তব, দেখিয়াছি
আছ তুমি নিখিলে ব্যাপিয়া, দেখিয়াছি
মহিমময় রথ অলঙ্কৃত
কুরুক্ষেত্র রণ অবসানে, বুঝিয়াছি
কেবা তুমি, কিবা লক্ষ্য, কিবা উপাসক।

কৃষ্ণ। সখা!

অর্জ্জুন। এই হাসিই সরলতা।

কৃষ্ণ। যেথা সরলতা সেথায়ই আমি।

অর্জ্জুন। সরলতাই কি তবে পবিত্রতা ?

কৃষ্ণ। এ ভিন্ন আর কি ?

দ্রৌপদী। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! অলক্ষ্যে থাকিয়া—করেছিলে
একদিন লজ্জা নিবারণ, আর আজ—

কৃষ্ণ। আনন্দ বর্দ্ধন,—শঠতা কারণ।

উলুপী। সঞ্জীবনী মণির প্রয়োগে. করিয়াছ
জীবন রক্ষণ; কে তোমায় বলে শঠ।

কৃষ্ণ। উলুপী! উলুপী!
তুমি তাহা করিবে খণ্ডন ?

উলুপী। ইহজন্মে পাপ ভোগে—যায় সেই জন
পরলোকে সুকৃতি লইয়া,—

অর্জ্জুন। উলুপী! উলুপী! তবে কি করিতে মুক্ত—

কৃষ্ণ। তাই সখা।

অর্জ্জুন। নহে স্ত্রী—ইহলোক সঙ্গিনী কেবল;
পরার্থদীপিকা, পরলোক উদ্ভাসিনী।
(উলুপীর লজ্জাবনমন)

দ্রৌপদী। ভগ্নী! ভগ্নী!

কৃষ্ণ। জানিত এ নাগেন্দ্রললনা
মৃত্যু যদি হয় বভ্রুবাহনেরও,
বাঁচাতে সক্ষম হবে মণির পরশে।

অর্জ্জুন। শুনেছি সে কথা; স্বীয় স্বার্থে বলি দিয়ে—

উলুপী। অবান্তর এ প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) কেমন চতুর, ঢাকা দিলে কথা।
(অর্জ্জুনের প্রতি) এস যাই সেইদিকে,
যেই দিকে যজ্ঞীয় আহুতি।
(অর্জ্জুন সহ প্রস্থান)

দ্রৌপদী। চল ভগ্নী! আমরাও যাই;
চিত্রাঙ্গদা যেইখানে বসায়েছে হাট,
করিতেছে যশোগান দশের মাঝারে।

উলুপী। আমি যেন কি হয়েছি।
[উলুপীর অগ্রসরে দ্রৌপদীর প্রস্থান]

(বভ্রুবাহনের পুনঃ প্রবেশ)

বভ্রু। কাকেই বা বলি?—যজ্ঞভূমে এক
নকুল আসিয়া করিতেছে বিচরণ,
স্বর্ণময় অর্দ্ধ অঙ্গ। মানুষের স্বরে
কহিছে সে স্পষ্ট কথা, হয়নি সন্তুষ্ট
অপার্থিবও যজ্ঞ দরশনে; যেই যজ্ঞে

প্রতি লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনাবসানে
হইতেছে কত তূর্য্যধ্বনি ; তার ইচ্ছা—
অপরার্দ্ধ কেন হ'ল না স্বুবর্ণময়,
হ'য়েছিল যেই অর্দ্ধ মরুত্ত যজ্ঞেতে।
কাকেই বা বলি ? কাকেই বা বলি ?
শুনেছে সকলে দেখি ; ঐ, ঐ,
সমবেতে ধায় সেই দিকে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

বিদুর। দুর্ল্লভ মানব জন্মে কেহ সিদ্ধি পায়,
কেহ নেমে যায়—তির্য্যক্ যোনিতে।
বুঝিতে সে পারে বেশ ; তখন বাড়ায়
হাত কোথা ধর্ম্ম ব'লে, যখন শমন এসে
দাঁড়ায়েছে দ্বারে ; চোখে মুখে স্বপ্রকাশ,
তবু না করিবে ব্যক্ত ভাষায় কেহই !
আসিয়াছি ধৃতরাষ্ট্রে ফেলে, বনফল
আহরণে বন্য এ প্রদেশে ; আছে তাঁর
সহায়ে গান্ধারী একা, বৃদ্ধা তদুপরি ?
ত্বরা করি এ কার্য্য সমাধা,
সাহচর্য্যে যাই তাঁহাদের। [প্রস্থানোদ্যত]

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কি রাজপুরুষ ! যোগে অন্তে তনুত্যাগ
শাস্ত্রীয় নিদেশ—মাথা পেতে নিয়ে আজ
অকস্মাৎ আগমন গহন কান্তারে ?

বিদুর। সর্ব্বত্রই বিরাজ তোমার ?

ব্রাহ্মণ। তুমি কোন্ আছ এক স্থানে ?

বিদুর। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তুমিই কি সেদিন তাহ'লে
ধনরত্ন যুধিষ্ঠিরে করেছ প্রদান,
দেখায়েছ হাতে ধ'রে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার?

ব্রাহ্মণ। সে খোঁজে কি প্রয়োজন তব? আসিয়াছ
ফল আহরণে, অন্তিমে বৃদ্ধেরে সেবি
পারত্রিক পথ আরও করিতে সুগম,—

বিদুর। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! গণনায় তব
কি বলে দেখনা, পাব কি না লক্ষ্যহীনে
লক্ষ্য ধ্রুবতারা?

ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মরূপে এতকাল কুরুগৃহ বাসে
ধার্ম্মিকের করে দিয়ে রাজ্যরক্ষা ভার,
অন্তিমের পাথেয় সম্বলে—আসিয়াছ
বানপ্রস্থে—নির্ব্বিবাদে কাটাইতে কাল,
এখনই দেখিবে গিয়া
কুন্তীদেবীও আগত সেখানে।

বিদুর। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! কেমনে জানিলে তুমি?

ব্রাহ্মণ। পাছে পাছে আসিছেন তিনিও অলক্ষ্যে
সন্ধান করিয়া লক্ষ্য কিবা মুক্তি পথ?
হ'তে পারে ধৃতরাষ্ট্র কূট ও কৌশলী,
তা ব'লে সে ধর্ম্মত্যাগী নয়।

বিদুর। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'ত সে তখন, যদি বা সে
না আসিত—যুধিষ্ঠির অন্ন উপেক্ষিয়া।

বিদুর। নহে শুধু বন-অধিষ্ঠাতা,
রাজগৃহেও সমধিক গতি!

ব্রাহ্মণ। এস দিই ফলের সন্ধান,
সন্ধের বা বর্ত্তমানে তব। [উভয়ের প্রস্থান

(গাহিতে গাহিতে বনাধিষ্ঠাত্রীর প্রবেশ)

বনাধিষ্ঠাত্রী। (গীত)

আসিছে সে হেথা নিপুণ নাবিক ইহ পরকাল নেতা!
রাখিয়াছে যেবা বাঁধিয়া ধরণী ধরমে করমে নতা!!
এক হাতে আছে শাসন দণ্ড
অপরেতে শোভে অভয় ভাণ্ড
ভাণ্ডারী সে যে কাণ্ডারী পথে গৃহবনজন পরিপাতা!
আমার যা আছে শক্তি সম্বল
স্নিগ্ধ মসৃণ পরিণত বল
শ্যামল প্রভার প্রভাবে বিরচি দিক্‌বধূ শোভা ভৃতা!!
রেখেছি আবৃতা জড়তা যতেক অবভৃতে প্রকাশিতা!!

[প্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কতদিন হ'য়ে গেল,—
এসেছেন পিতৃব্য অরণ্যবাসে ;
আমি কিন্তু নারিলাম সেবিতে চরণ,
সেবিছে বিদুর—ধর্ম্মসার যিনি।
সকলেই কৃশ যোগাবলম্বনে,
তনুত্যাগে কৃতসঙ্কল্প শীঘ্রই!
আশ্রম সদৃশ তাঁর আশ্রয়ে পশিয়া,
না দেখিয়া প্রথমে তাঁদের, মনে হ'ল—
স্মৃতি বুঝি সাথে ল'য়ে ফিরিতে হইল।
তারপরে গঙ্গাতীরে হ'ল দরশন,
পিতৃব্য বিদুর সেথা নাই, শুনিলাম—
আসন্ন নির্ব্বাণ দেখে তিনিও পূর্ব্বেই
আপন নির্ব্বাণ পথ খুঁজিতে তৎপর।
প্রায় তিন বৎসর হইল—সেবা তার

করিয়া বহন, স্নেহপাশ হ'তে দূরে
রয়েছেন সমাহিত—দেখা নাহি হ'ল।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। দেখিবারে যদি চাও এস মোর সাথে।

যুধিষ্ঠির। কোথা তিনি ?

ব্রাহ্মণ। যোগাশ্রয়ে প্রাণবায়ু করিয়া সঙ্কোচ,
তপোমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান প্রায় তিরোহিত।

যুধিষ্ঠির। চলুন, চলুন, দেখান আমারে। [উভয়ের প্রস্থান]

(কিয়ৎপরে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। দেখিয়া উন্মাদ ব'লে হ'ল ভ্রম মোর ;
দৃষ্টিমাত্র উৰ্দ্ধশ্বাসে দ্রুত পলায়নে
বৃক্ষলগ্নগাত্র হ'য়ে দাঁড়াল চকিতে ;
এ যেন বিস্ময়কর, বিচিত্র, নূতন।
কিন্তু এই পলায়ন—কি উদ্দেশ্যে
বুঝিতে নারিনু, তবে কি এ মায়াত্যাগ ?

নেপথ্যে। পিতৃব্য! পিতৃব্য!
আমি যে তোমার সেই প্রিয় যুধিষ্ঠির।

ব্রাহ্মণ। তাই হবে, পাছে স্নেহাতুর বৃদ্ধ
হয় মায়াকৃষ্ট, তাই স্নেহার্থী বর্জ্জন ;
ওই তার নিদর্শন দর্শন আগ্রহ! [দ্রুতপ্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। দেখিলাম বৃক্ষ সন্নিধানে গিয়ে
বিগতজীবন—লম্বমান শুষ্ক দেহ ;
তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ বলিলেন মোরে,
যতিদেহ দাহ অনুচিত। কিন্তু এই
তপোবন—পরিপূর্ণ কি মাহাত্ম্যে

এক ফোঁটা অশ্রু নাহি পড়িল নয়নে।
পিতৃব্য! পিতৃব্য! শাপভ্রষ্ট দেব!
চলে গেলে দেবত্ব বিকাশেই; ভীষ্ম! ভীষ্ম!
দাসীগর্ভজাত ভ্রাতা ভুলিতে নারিলে,
তাই নিলে স্নেহক্রোড়ে টেনে। পাণ্ডব!
হারালে বিশিষ্ট বন্ধু নূতন করিয়া।
(বন্ধু শব্দ উচ্চারণে সহসা উৎকর্ণ হইয়া
চিন্তাশক্তি প্রসারিতে)
কিন্তু কেবা এ ব্রাহ্মণ!—পরিচিত ব'লে
ভ্রম, অযাচিত বান্ধবের ভূমিকা গ্রহণে
ভাগ্য সম যুধিষ্ঠির ভাগ্য প্রবর্ত্তনে
ঘোরে ফেরে নিয়ত সাহায্যে?
এখন প্রধান কায,
নিয়ে যেতে হবে ফিরাইয়ে সবে;
কে দেখিবে—ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীরে?
নাহি জানি—অনুকূল হবে কি না হবে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

কৃষ্ণ। উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ; কিন্তু
উপদেশ মতে চলা কত যে কঠিন,
চিত্ত যেবা করে নি অধীন, পারে নাই
রাখিতে স্বায়ত্তে, দীপশিখা সম স্থির
থাকে কি সে নিবাত নিষ্কম্পে?
পরিণত বয়ঃক্রমে—কর্ম্ম অবসানে
আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সাবহিত থাকা,
রেখে একা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সুকৃতি সমষ্টি ল'য়ে করেছে প্রয়াণ।
মনে পড়ে গান্ধারীর ক্রোধ, অভিশাপ,

সত্যবাক্য—যদুবংশ ধ্বংস সুনিশ্চয়।
এসেছিল কতিপয় কণ্ব আদি ঋষি
মহান্ তেজস্বী, তপস্বী,—সংযত বাক্,
তাঁদেরও উত্ত্যক্ত ক'রে পরিহাস ছলে
বৃষ্ণিবংশ বালকেরা পূর্ণ গর্ভাকারে
শাম্বরে সাজায়ে জিজ্ঞাসিল—ঋষি! বল,
কি সন্তান করিবে প্রসব? রুষ্ট হ'য়ে
ঋষিরা উত্তর দিল—মুষল অধম।
সত্য সত্যই সে মুষল উপোদ্‌ঘাতে
যদু বংশ ধ্বংস হ'ল—ক্ষয়ে পরিণত।
আমিও কি হব না আহুত?

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! করিয়া সন্ধান বহু, আসিয়াছি—
ধরিয়াছি পুনঃ, যাইতে দিব না তোমা।

কৃষ্ণ। সখা! অত্যজ্য এ বন্ধন যদিও,
তথাপি যাইতে হবে; সেও যে অত্যাজ্য।

অর্জ্জুন। বলদেবেও হ'ল না দর্শন,—

কৃষ্ণ। বাস্তব অতীত তিনি।

অর্জ্জুন। লোকান্তরে?

কৃষ্ণ। কর্ম্ম অবসানে।

অর্জ্জুন। যে দ্বারকা—এতদিন সৌভাগ্য সম্ভারে
ছিল পূর্ণ গর্ব্ব, পূর্ণ গর্ভ, আজ সেই
কারুণ্যের ক্ষীণরশ্মি ধ'রে—এখনও
রয়েছে দাঁড়ায়ে স্থির পূর্ব্বস্মৃতি ল'য়ে।

কৃষ্ণ। তুমি যাও, ত্যজ মোরে অন্তিম সময়ে,
প্রদ্যুম্নের প্রিয়পুত্র বজ্রকে যতনে
শিখাইও নীতিতত্ত্ব—যা তব আয়ত্তে।

অর্জ্জুন। একান্তই যাবে তুমি।

কৃষ্ণ। গীতাবাক্য করহ স্মরণ,
কোথা শোক, কিবা শোক হৃদয় শোষণ
এই যে নশ্বর দেহ নহে ইহা আমি,
ইহাতেও না ছিলাম, না র'বও কভু।
এই যে দেখিছ তুমি স্থাবর, জঙ্গম
এ সকলই আমার বিকাশ।

অর্জ্জুন। বুঝিয়াছি সেই দিনই—
প্রকৃতির স্রষ্টা তুমি, যাহ'তে প্রবৃত্তি।
কিন্তু এই যোগারূঢ়, সদা সমভাব,
সবিকারে নির্ব্বিকারে অচল অটল,
হেন ধৈর্য্য, এত বল—গাণ্ডীবী তা পারে?
ছিল সে যে চক্রগতি অনুসৃত পথে,
অঙ্কিত যা' রেখেছিল আদর্শরূপেতে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! করিছ কি অনুভব?
এ নহে নিথর ভাব বাহ্য প্রকৃতির,
অন্তর স্তিমিত হ'য়ে আসে; ওই শুন—
সমুদ্র কল্লোল, ওই শুন আবাহন গীতি!
তুমি যাও দ্বারকায়, পিতা বসুদেব
রয়েছে সেখানে, বুঝাও তাঁহারে গিয়া
যথাযোগ্য সান্ত্বনা প্রদানে; সখা তুমি,
সদ্ভাবের নাহি কর হানি।

অর্জ্জুন। এর চেয়ে চের বড় আত্মবিসর্জ্জন। (প্রস্থানোদ্যম)

কৃষ্ণ। (ছুটিয়া গিয়া) সখা! সখা! ব্যথা কিন্তু
মনে নাহি ক'রো। (অর্জ্জুনের না ফিরিয়াই প্রস্থান)
বুঝিয়াছি—দেখিলে না চেয়ে,—
প্রত্যক্ষে ধৈর্য্যের বাঁধ স্বতঃই শিথিল। (ভিন্ন পথে পলায়ন

চতুর্থ দৃশ্য। দ্বারকা।

অর্জ্জুন। অবসাদ হ'তে
অবসাদ নিবিড় গহ্বরে
টেনে নিয়ে যায় মোরে নিরন্তর,
তথাপি থাকিতে হবে নিদেশ পালনে,
কর্ত্তব্যেরে বড় ক'রে রাখিতে হইবে।
কৃষ্ণবার্ত্তা ল'য়ে—বসুদেব সনে দেখা
করিতে যাইয়া, তাঁর সেই বিগলিত,
ঝর ঝর অশ্রু সনে বিষাদে মিলিয়া,
বিষাদেরও মাঝে সেই কর্ত্তব্য ইঙ্গিত,
কর্ম্মের প্রেরণা—অচিরে ভাসিয়া যাবে
জলোচ্ছ্বাসে এ দ্বারকা ভূমি, রক্ষা কর
তুমি—শিশু, নারী, বৃদ্ধ অসহায় জনে।
জানিত সে কৃষ্ণ বেশ, কি ভাবে করিতে
হয় চালিত সকলে; কি বলিছ,
এখনও আছ তুমি অন্তরে ব্যাপিয়া
উৎসাহের সনে সদা বাঁধি আপনারে?
ওই আসে সমুদ্র-উচ্ছ্বাস, ভাসাইয়া
নিয়ে যেতে দ্বারকা প্রদেশ, তবে কি এ
সম্মার্জ্জনা; পুজ্যজন উঠে গেলে
ল'য় যথা নত জনে শিরে পদধূলি?
শিশু, নারী, পাঠাইয়া দিয়াছি সকলি,
বাকি কিছু আছে কি না দেখিতে আসিয়া
অকস্মাৎ আসিল এ অপূর্ব্ব প্লাবন;
আমি যাই, আমা'পরে সমুদয় ভার।
(অর্জ্জুনের প্রস্থান ও জলোচ্ছ্বাসে সেই স্থান পরিপূর্ণ)

পটপরিবর্ত্তন।　　বনপথ।

দস্যু। যায় যত দ্বারকার বর্দ্ধিষ্ঠ রমণী
নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হ'য়ে;
সুবর্ণ সুযোগ, আক্রমিলে কোনমতে
দস্যুবৃত্তি করিতে হবে না। (বংশীধ্বনি)
ঐ, ঐ সব আসিয়া পড়েছে, ঐ—ঐ
বিধ্বস্ত করিছে, লইছে বিচ্ছিন্ন করি;
ঐ শিশু উঠিছে চীৎকারি, ঐ নারী
ধূলায় লুটায়।　　[বেগে প্রস্থান]

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কিছুতেই যাইতে দিব না,
বাঁকি আছে যেই সব শিশু ও রমণী
অঙ্গস্পর্শ করিতে দিব না।
আমি কি গাণ্ডীবী সেই?
কোদণ্ড টঙ্কারে যার কুরুক্ষেত্র রণে
জনে জনে দিল প্রাণ
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহারথি সবে,
যার বীর্য্যে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়ে
পাশুপত অস্ত্র দিল পুরস্কার রূপে,
ইন্দ্রাদিদেবতা যার সান্নিধ্য, সাহায্য
সতত গৌরব জ্ঞানে করিত প্রার্থনা,
যে গাণ্ডীব করে আছে ব'লে,—
যুদ্ধের প্রারম্ভে আমি দম্ভ সহকারে
বলেছিনু যুধিষ্ঠিরে—ইচ্ছা যদি করি
পলকে করিতে পারি কৌরব নিপাত—
হউক সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।

(দস্যুর পুনঃ প্রবেশ)

দস্যু। এর নাম পঞ্চনদ, নহে কুরুক্ষেত্র। (প্রহারোদ্যম)

অর্জ্জুন। (ধনুতে জ্যা-আরোপণ করিতে যাইয়া, বৈফল্যে)
এ কি, গাণ্ডীব শিথিল, শূন্য অক্ষয় তূণীর,—
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

দস্যু। আর কৃষ্ণ!
কৃষ্ণ হত ব্যাধহস্তে—বাণের প্রহারে।

অর্জ্জুন। দস্যু হস্তে আমারও এ পরাজয়—
সকলই বিস্ময়কর, বিচিত্র, অদ্ভুত।

দস্যু। কার্য্যকালে সকলেরই ক্ষয়,
বিচিত্র কিছুই নয়।

অর্জ্জুন। তথাপি থাকিতে দেহ, দেহে ক্ষীণ প্রাণ,
দিব না তোমারে পথ আশ্রিতে ত্যজিয়া।

দস্যু। প্রাণে মোর নাহি প্রয়োজন,
প্রয়োজন ধন, রত্ন সংগ্রহ কেবল। (প্রস্থান)

অর্জ্জুন। এর চেয়ে প্রাণে বধও ছিল গৌরবের।
গাণ্ডীব! গাণ্ডীব! বৃথা দর্পে—হতগর্ব্বে
শুধু কি আমারে তুমি করিলে নিপাত,
হ'ল না কি তব মানও ম্লান, পরাহত?
কি কহিব, বন্ধু তুমি, অত্যজ্য আমার,
সুসময়ে বক্ষে ধ'রে করেছি চুম্বন,
কক্ষে ল'য়ে করেছি বহন, আর আজ—
ওঃ! [ধনুকোপরি মস্তকরক্ষা]

(দস্যুর পুনঃ প্রবেশ)

দস্যু। আর আজ—আমারই সম্মুখ হ'তে
ঐশ্বর্য্য হরিয়া, ল'য়ে যায় দস্যুগণ
নগণ্য, সামান্ত যেবা অধস্তোপজীবী।

অর্জ্জুন। গাণ্ডীব! গাণ্ডীব! এখনও সাড়া দাও,
এখনও যায় ওই আমারই সম্মুখে! (দস্যুর প্রস্থান)
তথাপি নীরব? তথাপি না ছাড়িব তোমারে।

নেপথ্যে। কার্য্যকাল নিঃশেষ তোমার,
চলে এস স্বর্গের দুয়ারে;
প্রয়োজন হ'লে পুনঃ জন্মিও ধরায়।
(অর্জ্জুনের উৎকর্ণ হইয়া অবস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। স্বর্গপথ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠির। ভ্রমাত্মক প্রতি জীব,
ঋষিদেরও হ'য়ে থাকে ভ্রম;
কৃষ্ণে পেয়ে অবহেলা করেছি তখন,
উতঙ্ক নামেতে ঋষি
তিনিও অমৃত পেয়ে হাতের উপরে
মূত্র জ্ঞানে ত্যজিলেন উপেক্ষিয়া তাহা।

ভীম। তাব'লে চণ্ডাল মূত্রে—

যুধিষ্ঠির। নহে সে চণ্ডাল, দেবরাজ ইন্দ্র তিনি;
দেবতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে মানবের সাথে
দেখা দেন এই মত।
কৃষ্ণ তাহা হ'য়ে অবগত
হইলেন উপস্থিত সে ঋষি সম্মুখে।
ঋষি পুনঃ নিবেদিল সমস্ত ঘটনা,
চাহিল করুণা—পাই যেন মরুভূমে
জল, হই যদি তৃষ্ণার্ত্ত কখনও।

তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ হলেন স্বীকৃত,
উতঙ্ক মেঘের নামে যাহা অভিহিত।

অর্জুন। সখা রূপে মোরা তাঁরে করেছি গ্রহণ,
ধ্যেয় জ্ঞানে ঋষিগণ, যশোদা গোপাল,
ব্রজাঙ্গনা গণে সবে ব্রজের সর্ব্বস্ব।

যুধিষ্ঠির। তাঁর সেই চিরপুণ্য সান্নিধ্যে, সংস্পর্শে
চলেছি স্বর্গের পথে সশরীরে মোরা;
নতুবা এ অসাধ্যসাধন, পারে নাই
ত্রিশঙ্কুও বা, নহুষও হইয়া ভ্রষ্ট
ছিলেন ভুজঙ্গ রূপে যামুন পর্ব্বতে।

ভীম। অগস্ত্যের অভিশাপই কারণ সেখানে।

অর্জুন। আমি যবে স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র অনুগ্রহে
শিখিয়া সর্ব্বাস্ত্রবিদ্যা আসিলাম ফিরে,
তখনতো আপনারই পবিত্র সম্পর্কে
উদ্ধার হলেন তিনি সর্পদেহ হ'তে।

ভীম। না আসিলে আপনি সেখানে, সে বিরাট
অজগর— করিত আমারে গ্রাস
সেই দণ্ডে—সেই ব্যাত্ত বদন গহ্বরে।

যুধিষ্ঠির। আমিও যদ্যপি তাঁর বিহিত উত্তর
না দিতে পারিলে, তিনিও আমারে
গ্রাস—করিতেন বিনা আপত্তিতে।
প্রশ্ন তাঁর—ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে;
সত্য, দান, তপঃ, ক্ষমা, দয়া যার
অঙ্গের ভূষণ, জগতে ব্রাহ্মণ সেই।
শুনি সেই বাণী—আশীষ অর্পণে তিনি
মুক্ত হ'য়ে গেলেন অক্ষয় স্বর্গে।

ভীম। একাসনে ব্রাহ্মণের সমুপবেশনে
স্বর্গচ্যুতি—এই তুচ্ছ কারণ সেখানে?

যুধিষ্ঠির। সমুপবেশন নহে কারণ, কারণ
তুল্য বোধ, স্পর্দ্ধা তাঁর সনে।

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজ! আপনারই পুণ্যের সম্পর্কে
চলিয়াছি আমরাও স্বর্গীয় আবাসে।

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদি! গৌরব তব দিগন্ত বিস্তৃত,
তথাপি সর্ব্বদা তব অক্ষমতা ভাব
ক'রে থাকে বিনয়ই প্রকাশ; বিনীত যে—
সর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য আধার, স্বর্গ তার।

দ্রৌপদী। এতদিন একসঙ্গে করিয়া বসতি,
একদিনও দেখি নাই গর্ব্বের আভাষ
মুখে, চোখেও ফুটিয়া উঠিতে; যার থাকে—
বুঝি বা সে দেখেও দেখে না।

অর্জ্জুন। শুধু কি তাহাই? বিচারের
পক্ষপাতহীন ব্যবহারে—উড়াইয়ে
কীর্ত্তিধ্বজা, সমেখলা পৃথ্বীবক্ষে
সাক্ষীরূপে ইন্দ্রপ্রস্থে বসায়ে বজ্রেরে,
পরীক্ষিতে হস্তিনায় করিয়া স্থাপন
শৃঙ্খলা ও সংযমের বাঁধিয়াছ বাঁধ,
করিয়াছ দৃঢ়ভিত্তি অক্ষয় স্বর্গের।

যুধিষ্ঠির। ভাই! ভাই! রাজ্য কি আমার?
সে যে তোমাদেরই কীর্ত্তিলব্ধ ধন;
নতুবা এ সূর্য্যবংশ প্রখ্যাত গৌরব
পারিত কি যুধিষ্ঠির রাখিতে অক্ষত?

অর্জ্জুন। রাখ নাই অক্ষত কেবল,
করিয়াছ উন্নত, বর্দ্ধিষ্ট।

যুধিষ্ঠির। রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন, অশ্বমেধে
কৃতিত্ব স্থাপন, কার সাধ্য—
বিনা এই সভ্রাতৃক ভাই ভীমার্জ্জুন?

দ্রৌপদী। আশ্রয় আশ্রিত, পূজ্য ও পূজক,
রাজা প্রজা, তুমি জল নিত্যৈকসম্বন্ধ।

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদি! দ্রৌপদি!

ভীম। ক্ষম রাজা, ক্ষম অপরাধ,
ধৃতরাষ্ট্রে দিই নাই দিতে
তাঁহার প্রার্থিত অর্থ অন্তিম সময়েও,
বুঝিলাম—অর্থ নহে বড়, বড় প্রীতি।

যুধিষ্ঠির। তার তরে করিয়াছি বহু তিরস্কার;
কিন্তু তুমি পরীক্ষিতে সর্ব্বস্ব অর্পিয়া
কি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখায়ে এসেছ,
তুলনা কি হয় তার? নকুল ও সহদেব!
মাতৃপদে অর্ঘ্য দিতে—
সাথে ল'য়ে এনেছি যে আজ, এর চেয়ে
যুধিষ্ঠির—নাহি জানে বড় গর্ব্ব আর।
মাদ্রী! মাদ্রী! সহমৃতা জননী আমার!
ত্যজি পুত্রে, ল'য়ে স্বামী সেবা ভার
কুন্তী হ'তে বড় দৃষ্টান্ত ধরেছ,—
করেছ নারীর জন্ম সার্থক ধরায়।

নকুল। যোগ্য পাত্রে ভারই কারণ;
কুন্তীদেবী না করিলে সম স্নেহ দান,
সমান আদরে পুষ্ট না করিলে তিনি,
এমন আশ্রয় পেয়ে সমৃদ্ধ না হ'লে,
মাতৃপদে অর্ঘ্য দিতে হ'ত কি সক্ষম
পিতৃমাতৃ হীন—দীন যুগ্ম এ অনুজ?

যুধিষ্ঠির। নহে তোরা অনুজ আমার,
তোরাই অগ্রজ—পথ প্রবর্ত্তক।

দ্রৌপদী। স্বামী! দেখ,—দেখ,

আসিছে কুকুর এক প্রথম অবধি
অবিশ্রান্তে পাছে পাছে পথ অনুসরি।

যুধিষ্ঠির। সত্যই বিস্ময়কর। (সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্বর্গের অপর পথ।

যুধিষ্ঠির। হারালাম একে একে সমস্ত সম্পদ
সজীব, মেধাবী, কর্ম্ম সচিব যাহারা ;
প্রথম দ্রৌপদী, জিজ্ঞাসিল ভীম—
দ্রৌপদী হ'য়েও সতী কেন বা অগ্রেই
গমনে অক্ষম হ'ল ? দিলাম উত্তর—
অর্জ্জুনের প্রতি তার সমধিক প্রীতি,
এই পক্ষপাতে তার ঘটেছে বিচ্যুতি।
দ্বিতীয় সে সহদেব কনিষ্ঠ হ'লেও
অন্তরে অন্তরে তার ছিল অহমিকা—
আমি জ্ঞানী, অনন্যধী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ।
তৃতীয় নকুল—রূপগর্ব্বী, অভিমানী।
চতুর্থ অর্জ্জুন—বীর্য্যবান্, তৃণজ্ঞান
করিত সবারে, বলিত সে পারি আমি
পলকে করিতে পাত ত্রিলোক গাণ্ডীবে।
পঞ্চম সে ভীম—নাহি দিত ভক্ষ্য, ভোজ্য
অপরে সহসা, একাকীই উদরস্থ
করিতে চাহিত ; কিন্তু সেই অনুসৃত
কুকুর এখনও—চলিছে আমার সাথে,
কখনো পিছায়ে পড়ে—কখনো বা কাছে।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। নহি আমি কুকুর, ধর্ম্মজ্ঞ!
আমি ধর্ম্ম, সহযাত্রী, পৃষ্ঠ সংরক্ষক।

যুধিষ্ঠির। কি বলিলে, নারিলাম বুঝিতে যাথার্থ্য।

ধর্ম্ম। বুঝাইয়া দিতেছি তোমারে ; মনে পড়ে—
একদিন বনবাসে প্রবেশ উন্মুখে
ক্ষুত্তাপে কাতর হ'লে, সূর্য্যরূপে আমি
দিয়াছিনু স্থালী এক সম্পন্ন, স্বচ্ছল ?

যুধিষ্ঠির। সে যে মোর জীবনের প্রথম স্মারক।

ধর্ম্ম। তারপরে দ্বৈতবনে ভ্রাতৃগণ হারা,
রাজ্যোদ্ধার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও
চাহিলে নকুলপ্রাণ ত্যজি ভীমার্জ্জুন,
সর্ব্বাগ্রে সকল আশে দিয়া জলাঞ্জলি ?

যুধিষ্ঠির। মনে আছে ব্রাহ্মণের মন্থদণ্ড
করিতে উদ্ধার, মৃগেরে করিতে বধ
করেছিনু আদেশ নকুলে।

ধর্ম্ম। আমি সেই সূর্য্য, সেই মৃগ, সেই সে কুকুর।

যুধিষ্ঠির। সেই যক্ষ পূর্ব্বহিতৈষী আমার,
করেছিল যেবা পঞ্চ ভ্রাতৃপ্রাণ দান ?

ধর্ম্ম। তোমারে তো পারিনি বধিতে ; কিন্তু
বিস্মিত পরম,—এখনও সেই
সমভাব, সেই ভ্রাতৃপ্রীতি,
সেই ভক্তবৎসলতা, ধর্ম্মানুসরণ,
ঘৃণিতেও অত্যজ্য ভাব—বক্ষে আলিঙ্গন।

যুধিষ্ঠির। আশ্রিতে কি থাকে কভু বিরুদ্ধাবকাশ ?

ধর্ম্ম। ইন্দ্র এসে করে নাই তোমা অনুরোধ ?

যুধিষ্ঠির। করেছিল, বলেছিল ত্যজ এ কুকুরে,
দিতেছি বিমান এক সুখগম্য যান।

ধর্ম্ম। এইমাত্র ?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এখনই।

ধর্ম্ম। তবু না চাহিলে স্বর্গ দুর্ল্লভ, নিজস্ব ?

যুধিষ্ঠির। আমি করি নাই ত্যাগ ভ্রাতৃগণে,
ভ্রাতৃগণ ত্যজিল আমারে।

ধর্ম্ম। দেখিতে কি চাও তুমি পূর্ব্বপুরুষেরে,
স্বর্গগত যাঁরা—উপবিষ্ট দেবসনে ?

যুধিষ্ঠির। দেবসনে বসিবার স্পর্দ্ধা নাহি ধরি,
পাই যদি চরণে আশ্রয়, থাকি যদি
ভ্রাতৃসমবায়ে, সেবিব অনন্যমনে,
করিব দাসত্ব চির সৌভাগ্য ভাবিয়া।

ধর্ম্ম। ভাগ্যবান্ ধর্ম্মসেবি ! ধর্ম্মৈক নায়ক !
ধর্ম্মসার সুকৃতি সমষ্টি—রাখিয়াছ
সবই স্বীয় আয়ত্তে—আবাল্য ;
ধন্য তুমি. ধন্য তব কৃতিত্ব কৌশল।
ইন্দ্রও আসন ত্যজি তব আবাহনে
গৌরবে গৌরবরাশি চাহে বিনিময়।

যুধিষ্ঠির। গৌরবই দ্বিতীয় স্বর্গ কল্পান্ত বিহিত,
যদি নাহি থাকে সেথা অহমিকা বোধ।

ধর্ম্ম। সন্দেহ তোমারও তাহে ?

যুধিষ্ঠির। সন্দিগ্ধ যে প্রতি জীব।

ধর্ম্ম। আশ্রয়ার্থে কৃষ্ণও যাদের—

যুধিষ্ঠির। কে কার আশ্রয় ? —কি বলিছ,
শুনিতে চাহিনা তব দ্বিতীয় বচন।

ধর্ম্ম। আত্মশ্লাঘা শোনা পাপ,
বুঝিয়াছি ধর্ম্মবেত্তা ! ধর্ম্মৈক নিদেশ।
সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ তুমি,
আসিছে বিমান ওই—কর আরোহণ।

যুধিষ্ঠির। বলিয়াছি একবার, বলিতেছি পুনর্ব্বার,
চাহিনা—

ধর্ম্ম। পাও যদি ভ্রাতৃগণে সেথা দরশন ?

যুধিষ্ঠির। সেই মোর স্বর্গবাস, কাঙ্ক্ষিত আসন। (বিমান আগমন)

ধর্ম্ম। চাহ নাই যেতে তুমি ত্যজিয়া কুকুরে,
এস সেই কুকুরেরই সাথে।
(ধর্ম্মের আরোহণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুগমন)

তৃতীয় দৃশ্য। স্বর্গ।

কৃষ্ণ। কেন ধর্ম্মরাজ। কেন এ বিরক্তি ?

যুধিষ্ঠির। চাহি না এ স্বর্গ আমি।

কৃষ্ণ। বিরাগের কারণ কি শুনিতে পাই না ?

যুধিষ্ঠির। এই কি বিচার ? এই কি বিচার ?
যেইজন জন্মাবধি ক্রূরতা সহায়ে—

কৃষ্ণ। কার কথা বলিতেছ ? দুর্য্যোধন ?
সমরে যে বীর দেয় প্রাণ বিসর্জ্জন
স্বর্গ যে তাহারও প্রাপ্য।

যুধিষ্ঠির। শ্লেষাত্মক স্বরে যেবা এখনও তোমা—

কৃষ্ণ। বলিতেছে—সুখক্রোড়ে দুর্য্যোধন
চিরদিন করিয়াছে বাস, সুখভ্রষ্ট
কাকে বলে নাহি জানে কভু ?

যুধিষ্ঠির। কেননা বলিবে।

কৃষ্ণ। কেন, দেখে হিংসা হ'ল ?
প্রতি নয় সুখে দুঃখে সম অধিকারী ;
আলোকে যে করে বাস
রাত্রি কি না দেখে সেইজন ?

দুর্য্যোধন হ'ত যদি রণে পরাঙ্মুখ
কল্পান্ত নরকবাস ঘটিত তাহার।

যুধিষ্ঠির। তাই সে করিছে দম্ভ, বলিছে নির্ব্বোধ—
কি কপট! কি দেখ আমার প্রতি?

কৃষ্ণ। শুন তবে ক'হি তত্ত্বকথা, যেইজন
অল্প পুণ্য উপার্জ্জন অধিকারী, সেই
করে অগ্রে স্বর্গভোগ, পরে দীর্ঘকাল
আজন্ম নরকভোগে কাটায় জীবন।
তুমি যে দেখিলে গিয়া নরক—বীভৎস,
কিন্তু তার পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা আদি
পারে নি ইন্দ্রিয়পথ রোধিতে বারেকও।
নিদ্রাতুর নাহি যদি প্রভাত আস্বাদ
পায় তার জীবনে কথনও,
পার্থক্য, মাধুর্য্য কিবা কেমনে বুঝিবে?
কেন সে চাহিবে পুনঃ পরিত্যাজ্য পথ?
এই ঘাত, প্রতিঘাত—সুকৃতি, দুষ্কৃতিই কর্ম্মফল।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গীতা হ'তে গেয় এ যে,
ধ্যেয় হ'তে স্মর্ত্তব্য সতত।

কৃষ্ণ। পাত্র ভেদে শিক্ষার আদান,
আধেয়েই পূর্ণতা বিকাশ;
এরি জন্য ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ
আকাঙ্ক্ষিত নৈতিক জীবনে।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। বাস্তবই যে বলবান্, পরীক্ষা আগার।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। কর্ম্মবীরে ধর্ম্মবীরে ইহাই পার্থক্য,—
অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির। (যুধিষ্ঠিরের অবনমন)

কর্ম্মময় জ্ঞান আরাধনা,
জ্ঞানময় কর্ম্ম আরাধনা
পার্থক্য যে কত সূক্ষ্ম ; হে সূক্ষ্ম সাধক !
নহ তুমি সেবক কেবলই,
সেবাই সাধনা—সাধনাই সেবা।

যুধিষ্ঠির। গীতা হ'তে অতি গীতা শুনালে আমারে,
শুনিনু অপূর্ব্ব গাথা,
বুঝিনু নেতৃত্ব তব কেন নিরবধি।

কৃষ্ণ। আমারেও নিতে হয় জন্ম ধরাতলে
মানব আকারে মনুসংহিতা বিধানে।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। আমিও তো বড় নয়, বড় হ'তে
অতি বড়, পর হ'তে পরাৎপর,
কায়া হ'তে অতিকায় পাই দরশন,
করি তাঁর আদেশ পালন,
ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব মোর।

যুধিষ্ঠির। তম রজঃ অতীত সে ধন,
সেই পুণ্য, চির পূর্ণ শাশ্বত চেতন
চিন্ময় আধার মাত্র, আনন্দে মগন।

কৃষ্ণ। সে আনন্দ অধিকারী কয়জন হয় ?
তুমি, আমি তারই উপাসক।
আরও কি দেখিতে চাও কর্‌হ প্রকাশ,
ভোগ যাহা অনেক নীচেয়।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। সত্য ইহা, এর পরে স্থান
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একে অবস্থান।

কৃষ্ণ। শুধুই ঔজ্জ্বল্য, শুধুই গৌরব ময়।

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডু! পাণ্ডু!

কৃষ্ণ। জন্ম তব ধর্ম্মের ঔরসে,
সেই ধর্ম্মই পাণ্ডব পতাকা,—
লক্ষ্য, নিত্য সহচর।

ধর্ম্ম। কৃষ্ণ যেথা ধর্ম্ম সেথা, পতাকা ইহাই।

চতুর্থ দৃশ্য।　　গোলোক

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ বেশে পার্ব্বতী।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! সখা!

পার্ব্বতী। তুমিই করেছ সখা! ভূভার হরণ।

অর্জ্জুন। তুমি তবে গিয়াছিলে কেন?

পার্ব্বতী। এ কেন'র উত্তর অর্পণ,
স্মরণ অতীত মোর;
বহু চিন্তা করিয়াছি, বহু অন্বেষণে
এরও দূর লক্ষ্য প্রতি ছুটিয়া গিয়াছি,
স্মৃতি লুপ্ত, মেধা অপারগ! তুমি প্রিয়!
বলনা আমারে, জান যদি এর পরে?

অর্জ্জুন। এ কি এ বিস্মৃতি, এ কি উন্মাদনা!

পার্ব্বতী। বল, বল, সত্য ক'রে বল?

অর্জ্জুন। তুমি যদি নাহি জান আমি কি বলিব,
আমারে চালিতে তুমি সারথির বেশে,
আমারই কর্ম্মের পথে ধ্রুবতারা রূপে,
আমারই সম্মুখে ধরি লক্ষ্য অনুপম—

পার্ব্বতী। আমি কিছু করি নাই, আমিও চালিত।

অর্জ্জুন। কি বলিছ, সবই প্রহেলিকা।

পার্ব্বতী। বিস্ময়ই জগত।

(রমণী মূর্ত্তি ধারণ)

অর্জ্জুন। এ কি! এ কি! কে তুমি?
রাধিকা! রাধিকা!

(নারায়ন মূর্ত্তি ধারণ)

পার্ব্বতী। নারায়ন!

অর্জ্জুন। কেন প্রিয়ে! কেন মোরে করিয়া গোপন,—

পার্ব্বতী। আমি কি কারণ? আমি কি কারণ?
(অঙ্গে অঙ্গ সমাবেশে ;
যন্ত্রী তুমি, তুমি নারায়ন. কর্ম্মসখা—
জগতজীবন, বাহ্য জগতের সাথে
পরিচিত হ'তে, উৎকীর্ণ করিতে গুণ,
যশোরাশি বিকীরণে—

অর্জ্জুন। কি বলিছ, সবই শুনি বিপরীত বাণী,—

পার্ব্বতী। নারী নর, নর নারী, কার যে ইঙ্গিতে—

অর্জ্জুন। কেবা নাহি জানে এ জগতে
তুমি নারায়ন, ধনঞ্জয় সখা,
তুমি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, পাণ্ডব সারথি,
তুমি নিখিলের সার, সমষ্টি বিচার,
পারাবার কর্ণধার, সংসার তরণি!

পার্ব্বতী। জানিবারও পরে বুঝি আছে জানিবার,
এ জানা'র কিছুতেই শেষ নাহি হয়।

অর্জ্জুন। জন্মও কি সেইরূপ?

পার্ব্বতী। একই রূপ; আমারে এ জিজ্ঞাসা কেন বা,
এখনও উত্তর আমি দোব?

অর্জ্জুন। আমি আর কারে চিনি? তোমা বই কারে জানি?

পার্ব্বতী। (বাহুপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া)
আমি দূরে, বহু দূরে। (ক্রমশঃ অপসরণ)

অর্জ্জুন। কোথা যাও, কোথা যাও ?

পার্ব্বতী। অংশ তুমি, চলিলাম পূর্ণ হ'তে। (মিলীন)

পটপরিবর্ত্তন। শিবলোক।

হরপার্ব্বতী।

মহাদেব। প্রিয়ে!

পার্ব্বতী। লজ্জা কি করে না ?

মহাদেব। লজ্জা কি আবার,
গোলোকে শ্রীরাধা তুমি—

পার্ব্বতী। তার জন্য নয় ;
নারী হ'য়ে নররূপে লভিয়া জনম,—

মহাদেব। আমি পারি মর্ত্ত্যলোকে
নারী হ'য়ে সেবিতে চরণ,—

পার্ব্বতী। তাইতো যমুনা তটে—হ'য়েছিল
বলিতে আমারে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

মহাদেব। প্রিয়ে! হ'ল না কি নূতন আনন্দ ?

পার্ব্বতী। উপভোগ, পূর্ণ উপভোগ।

মহাদেব। মান' এই কথা ?

পার্ব্বতী। উদ্দেশ্য বিহীন নয়, ইহাই বৈচিত্র্য ;
বন্ধুরূপে লক্ষ্যপথে নারায়নে পেয়ে
কুরুক্ষেত্রে সংশোধিয়ে ক্ষেত্রের জড়তা,
অনাবিল, পঙ্কোদ্ধৃত হয়েছে জগত ;
পৃথিবী শস্যায়মানা, প্রকৃতি সুফলা।
কিন্তু অজ নাম করিয়া বিলোপ,—

মহাদেব। মুহে প্রিয়ে! শিবত্ব নাশিয়া,
অংশরূপেই সর্ব্বত্র বিকাশ; শুধু কি তাহাই?

পার্ব্বতী। আরও কি?

মহাদেব। একমাত্র কন্যা হ'য়েও
পার নাই করিতে সন্তুষ্ট,
পূর্ব্ব জন্মে জনক জননী—

পার্ব্বতী। সে কি?

মহাদেব। নন্দ দক্ষ, পিতা তব, যশোদা—জননী!

পার্ব্বতী। করিয়াছি আমি তো পীড়ন।

মহাদেব। তাঁরা তো সন্তুষ্ট।

পার্ব্বতী। হে সর্ব্বজ্ঞ! আশুতোষ!

মহাদেব। করিলাম সে আশা পূরণ ব'লে?

পার্ব্বতী। অর্জ্জুন যে দাঁড়ায়ে এখনও।

মহাদেব। বলভদ্র আগেই এসেছে, অর্জ্জুনেও
করি আকর্ষণ; অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। (উৎকর্ণ হইয়া)
একি, একি এই আত্ম-উপবোধ!
একি এ অদ্ভুত স্মৃতি, বিচিত্র আভাষ!
একি, কার এ ইঙ্গিত? দুর্ব্বোধ্য, দুস্ত্যজ্য। (প্রস্থান)

মহাদেব। দেখিলে সে অন্তর্হিত, মিলিত আমাতে?
(পার্ব্বতীর বিস্মিতাবলোকন)
বিস্ময়ের কিছু নাই;
আমারই অপর মূর্ত্তি বিষ্ণুশক্তি বয়
বলভদ্র, ধনঞ্জয় নামেতে বিখ্যাত।
মনে কি পড়ে না যখন সাহায্য তরে
নারায়নে সতীরূপে করিলে প্রার্থনা?

পার্ব্বতী। কেবা আমি, কেবা আমি ?

মহাদেব। তুমি সেই পূর্ব্বপ্রিয়া দক্ষকন্যা সতী,
অপূর্ণ আস্বাদে যেবা অকালে, যৌবনে
দিয়েছিল আত্মার আহুতি, ফুটোন্মুখ
কুসুমকোরক তুল্য এ চারু প্রতিমা।

পার্ব্বতী। পড়িতেছে মনে. পিতা মোর বিদ্বেষ বশতঃ
করেছিল শিবহীন যজ্ঞ আয়োজন।

মহাদেব। আমারই অপর মূর্ত্তি রুদ্রদেহ হ'তে
রুদ্রগণ আবির্ভূত—উন্মত্ত হইয়ে
করিলে সে যজ্ঞ পণ্ড. বধিলে দক্ষেরে,
তুমিই কাতর হ'য়ে স্বদেহ ত্যজিয়া
চাহিলে পিতার প্রাণ, পূর্ণ যজ্ঞ তাঁর।
পাছে আমি মৃত দেহ স্কন্ধে ল'য়ে তব
করি দিকে দিকে—সবীভৎস নৃত্য অহোরহ,
তাই বিষ্ণু চক্র সুদর্শনে
খণ্ড খণ্ড করি সেই সুবর্ণ প্রতিমা
নানা তীর্থে নানা অঙ্গ দিল ছড়াইয়া।

পার্ব্বতী। প্রিয়তম ! ওকি, আমি তো জীবিত।

মহাদেব। অয়ি চিরজীবিত সুন্দরী ! (হস্তদ্বারা চিবুক স্পর্শ)

পার্ব্বতী। বিকৃতেই এইরূপ হ'য়ে থাকে যদি,
না জানি প্রকৃত যদি হইত প্রত্যক্ষ—

মহাদেব। অভিনেতা কুশল তাহ'লে ?

পার্ব্বতী। হাসি দেখে অন্তর্হিত হইল আতঙ্ক।

মহাদেব। সত্যই রোমাঞ্চে কৃশ করিয়া ফেলেছি।
এখনো চোখেতে যেন সচকিত ভাব,

পার্ব্বতী। কিছু নয়, বিস্ময়েরই প্রকাশ হবে বা।

মহাদেব। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
কিছু নয় ব'লে আজ উপেক্ষা করিছ,
কিন্তু মনে হ'লে সেই দিন—

পার্ব্বতী। অকারণ সে চিন্তায় কেন ব্যথা পাও ?

মহাদেব। না প্রিয়ে ! অনুভূতিই কারণ তাহার!

পার্ব্বতী। বুঝেছি তা'। (বক্ষে হস্তাবমর্ষণ)

মহাদেব। এ কি স্পর্শ—অমৃত সিঞ্চন,
এ কি বাণী—সন্তৃত প্রলেপ।

পার্ব্বতী। থাকি যেন জন্ম জন্ম আশ্রিত চরণে।

মহাদেব। পুনঃ যাবে, পুন যাবে ?

পার্ব্বতী। এ কি এ আতঙ্ক ?

মহাদেব। বলেছি তো—অনুভূতিই কারণ সেখানে।

পার্ব্বতী। বামদেব নামই কারণ।

মহাদেব। কেন, করিলাম আমি উপহাস ?

পার্ব্বতী। বিপরীত অর্থ তো করিলে।

মহাদেব। প্রিয়ে! বিপরীতই হয় যেন। (পুনঃ দীর্ঘশ্বাস)

পার্ব্বতী। শঙ্কর ! শঙ্কর !

মহাদেব। পাদবন্দনায় নহে এ সময়,
চল—পূর্ণত্বের পূর্ণতা সাধিগে।
(কক্ষবেষ্টনে অবতরণ)
নগেন্দ্রনন্দিনী ! হিমালয়সুতা !
কত ধৈর্য্য, চমৎকারিতা সকাশে।

পার্ব্বতী। বিরূপাক্ষে শোভাই হয়েছে।

মহাদেব। শীর্ষে জটা—

পার্ব্বতী। ধৈর্য্য পরিচয়।

মহাদেব। সেই একই কথা ;—
যোগ্য সনে যোগ্যের মিলন,

পার্ব্বতী। বিধির নির্ব্বন্ধ।

মহাদেব। বিধি আর কাকে বলে ?

পার্ব্বতী। এও বিপরীত।

মহাদেব। এত চতুরতাও জান ?

পার্ব্বতী। কিবা নাহি শিখায়েছ।

মহাদেব। চলিছ, ফিরিছ যেন রাগিণী ঝঙ্কার।

পার্ব্বতী। নট দেখে সর্ব্বত্র নৈপুণ্য।

মহাদেব। ভাল, অভিনয়ই।

(উভয়েরই নিষ্ক্রমণ)

পঞ্চম দৃশ্য।　　কক্ষ।

সতী। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি যাব।

মহাদেব। কোথা যাবে প্রিয়ে ! বিনা নিমন্ত্রণ,

সতী। কন্যা যাবে পিতারে দেখিতে,
বুঝিতে তাঁহার কিবা কন্যাগতপ্রাণ,
এর মধ্যে থাকিতে পারে না—অভিমান,
কিম্বা নিমন্ত্রণ কথা উঠিতে পারে না।

মহাদেব। তথাপি আমারে ত্যজি—

সতী। একদিন, একদিন প্রিয় ! চরণে মিনতি—
একদিন দাও অনুমতি,—

মহাদেব। একদিনই হয় যদি অনন্ত বিচ্ছেদ।

সতী। হবে না ; আসিব, আবার আসিব আমি।

মহাদেব। বলিছ যখন তুমি ;
না—না, কায নেই গিয়ে।

সতী। ফিরিব, নিশ্চয় ফিরিব।

মহাদেব। সতী! সতী! সৌভাগ্যসঙ্গিনী!
নিরাশ্রয় করিয়া আমারে—

সতী। আশ্রিত কি থাকে কভু আশ্রয় ত্যজিয়া?

মহাদেব। তুমি যে তা পারিবে না সহিতে কোমলে!

সতী। খুবই পারিব;
শিব সীমন্তিনী আমি, আমি না পারিব?

মহাদেব। তাইত তো পারিবে না।

সতী। তাই বল—যেতে দেবে না আমারে।

মহাদেব। তোমারে বারণ করি সে সাধ্য আমার?

সতী। করিছ বারণ, মুখে বলিছ অন্যথা।

মহাদেব। প্রিয়ে!

সতী। আসিব, নিশ্চয় আসিব আমি।

মহাদেব। আসিবে?

সতী। নিশ্চয় আসিব প্রাণাধিক!

মহাদেব। জীবিত সর্ব্বস্বে!

সতী। বুঝিয়াছি চিত্তক্ষোভ দমন কারণ,

মহাদেব। না—না, তাহা নয়;
আমি উগ্র, আমি শূলধর,
কণ্ঠে ধৃত কপাল মালিকা,

সতী। তুমি যে আমার প্রিয়, নয়ন আনন্দ,
সতীর গৌরব নিধি, বাঞ্ছিত সর্ব্বস্ব।

মহাদেব। একান্তই যাবে যদি—

সতী। প্রতিশ্রুত হইতেছি চরণ পরশে,

মহাদেব। ছেড়ে দেবে, পুনরায় ভ্রমিতে আমারে
ছেড়ে দেবে শ্মশানে শ্মশানে ?

সতী। কেন এ অন্যথা মনে ?

মহাদেব। ধৈর্য্য যদি থাকে দূরে,

সতী। জটাভারে ক্ষমতা কি নেই ?

মহাদেব। দেখ—দেখ, কি প্রতিমা দিই বিসর্জ্জন।

সতী। লইতেছি পদধূলি আঁচলে বেড়িয়া,
আবার আসিব ব'লে রাজ-অন্তঃপুরে।

মহাদেব। সতী। সতী! (দক্ষিণ হস্তে চক্ষুর্দ্বয় আবরণ)

সতী। কেঁদো না, কেঁদো না স্বামী!

(মহাদেবের প্রস্থান)

চলিয়া গেলেন শিব,
সত্যই অশিবা আমি, অশুভ সাধিকা।

নেপথ্যে। দেবী, প্রস্তুত পুষ্পক যান।

সতী। চল, যাই ;
স্বামী! অপরাধ নিও না আমার।
(ঘন ঘন পশ্চাতে অবলোকন ও প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন। দক্ষালয়।

সতী। কি দেখিতে এলাম এখানে,
কি শুনিতে, কি করিতে পতিসঙ্গ ত্যজি ?

নেপথ্যে। সতী! সতী!

সতী। বড় নয় সন্তানের স্নেহ, বড় জেদ ;
অবশেষে ছাগমুণ্ড করিয়া ধারণ,
ছাড়িছ না তবু দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার।

নেপথ্যে। সতী! সতী!

সতী। গর্ব্ব শোভা পায় তার,
শক্তি যার থাকে মূলে ;
কিন্তু দর্প তাকে বলে—অযোগ্যে যা' আস্ফালন।

নেপথ্যে। সতী! সতী!

সতী। উভয় সঙ্কট মোর—পিতা, পতি ;
একদিকে জন্মদাতা—অন্যদিকে
জীবনের সাথী, একদিকে
কর্ত্তব্যবন্ধন—অন্যদিকে অত্যজ্য প্রণয়,
একদিকে আত্মপাত—অন্যদিকে
আত্মার উন্নতি ; সতী, সতী,
বেছে নাও কোন্ দিক নেবে। (প্রস্থানোদ্যম)

নেপথ্যে। সতী! সতী! যাস্‌নে, যাস্‌নে।

[সতীর প্রস্থান]

(নারায়নের প্রবেশ)

নারায়ন। শূন্য কক্ষে প্রতিধ্বনি শুনিতেছি হ'তে
যাস্‌নে, যাস্‌নে সতী,
আকাশ, পাতাল করি সম বিকম্পিত
সবাই বলিছে—যাস্‌নে, যাস্‌নে সতী,
বাতাসও ঝঙ্কার তুলে করে নিবারণ—
যাস্‌নে, যাস্‌নে সতী,
মুখ ফুটে কথা যারা বলিতে পারে না,
তারাও জানায় ওই কাকলী স্বরেতে
যাস্‌নে, যাস্‌নে সতী।

নেপথ্যে। স্বামী! স্বামী!

নারায়ন। ওই শেষ, নির্ব্বাণ আভাষ ;
কি বলিছ—নহে ও নির্ব্বাণ ?—জাগরণ ?
ঘটে বুঝি এখনই প্রলয়, ভয় হয়—
সত্ব যদি বিকৃতে দাঁড়ায়, সাবলম্বে
প্রতিস্মৃতি—ঘোরে ল'য়ে দিশিদিশি
বিভূতির বিনিময়ে অশ্রুধারা ঝরে,
পড়ে যদি মসিরেখা বিশ্বের শিবত্বে
অশিবে যে ভ'রে যাবে দিক্ ; কোথা যাই,
কি উপায়ে করি রোধ কালের ভ্রূকুটী,
কি অবলম্বনে—এই শেষ নিঃশ্বাসের দিনে
ত্রিলোকেরও রুদ্ধশ্বাস,—মহান্ আতঙ্ক।
করিব কি সতীদেহ খণ্ড খণ্ড এবে,
করিব নিক্ষিপ্ত কি তা' পৃথক প্রদেশে ?
নতুবা একত্র যদি থাকে সমাবেশ,
অশেষ দুর্গতি ; নিরুপায়, নিরুপায়।

[বেগে প্রস্থান]

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। পৃথিবী ! পৃথিবী !
ধৈর্য্য ধর ; উন্মত্ত, উৎক্ষিপ্ত চক্র,
চক্রীও উদ্‌ব্যস্ত ; ওই শিব উন্মত্ত হইয়া
ছুটে আসে স্কন্ধে নিতে মৃত সতী দেহ,
ওই তাঁর বিপর্য্যস্ত অঙ্গ সঞ্চালন,
ওই দীর্ঘ বিসর্পিত রুক্ষ জটাভার—
নিরুপায়, নিরুপায়।

(বেগে নারায়নের অনুগমন)

পটপরিবর্ত্তন। দক্ষযজ্ঞ।

(নিপতিত শব, বেগে চক্রহস্তে নারায়নের প্রবেশ)

নারায়ন। জাগো চক্র, কর স্বীয় কর্ত্তব্য আপন,
নিরন্তর বিঘূর্ণনে—কর্ত্তনে এ দেহ
হস্ত, পদ, সকৃথি, অস্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া
ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রতি করহ প্রেরণ,—
তীর্থরূপে হোক্ পরিণত,—নর-নারী
সন্ন্যাসী-সংসারী—দি'ক্ সেথা ভক্তিবারি,
পূজা, অর্ঘ্য কালে কালে করুক্ প্রদান,—
সতীদাহ হউক নির্ব্বাণ।

(নানাদিকে নানা অঙ্গ বিকীরণ ও চতুর্দ্দিক্
রক্তিমাভায় সমাকীর্ণ)

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। যতদিন র'বে ধর্ম্ম অক্ষত ভারতে,
যতক্ষণ র'বে জীব জীবাণু সম্পন্ন,
যে অবধি সূর্য্যালোকে প্রত্যগ্র উৎসাহ
এই তীর্থ সমুদ্দীপ্ত, জাগ্রত, বিজয়ী
যেথা যেথা ছিন্ন অঙ্গে পবিত্রা পৃথিবী।

নারায়ন। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম!

ধর্ম্ম। নারায়ন! স্থিতিধর!

জবনিকা পতন।